যুগল নায়িকা।

ষড়্‌রসামোদ নাটক।

প্রথম ভাগ।

প্রকাশ্যমান

সামবেদবিতরণার্থ

কাশীনিবাসী

পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ভারকব্রহ্মানন্দ সরস্বতী যতীন্দ্র বরের

অন্তেবাসী

সামবেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের

সম্পাদক

শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি ভট্টাচার্য্য

বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীকালিদাসসেন যন্ত্রসম্পাদক দ্বারা

অতি যত্নে মুদ্রিত।

১২৮৪

যুগল নায়িকা।

ষড়্‌রসামোদ নাটক।

প্রথম ভাগ।

প্রকাশ্যমান

সামবেদবিতরণার্থ

কাশীনিবাসী

পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ভারকব্রহ্মানন্দ সরস্বতী যতীন্দ্র বরের

অন্তেবাসী

সামবেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের

সম্পাদক

শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি ভট্টাচার্য্য

বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীকালিদাসসেন যন্ত্রসম্পাদক দ্বারা

অতি যত্নে মুদ্রিত।

১২৮৪

গ্রন্থোপহার।

পরম কল্যাণীয়

শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ

বঙ্গ রঙ্গ-ভূমির

অবৈতনিক কার্য্যসম্পাদক

মহোদয়ের

শুভকরে

তদীয়

একান্তাশীর্ব্বাদক ও একান্তানুকম্পিত

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

এই গ্রন্থ

অতীব কৃতজ্ঞ হৃদয়ে, সাদরে

সমর্পিত হইল।

(ইতি)

ভূমিকা।

এই নাটক খানি দশবিধ আমোদপূর্ণ-হৃদয়ে বঙ্গ-সমাজে প্রকাশিত হইল।

১ ম। দর্শকগণকে ৪।৫ ঘটিকার মধ্যে আদি, বীর, করুণ, অদ্ভুত, হাস্য, ভয়ানক এই ষড়্বিধ রসাস্বাদনে পরিতৃপ্ত করা "ষড়্রসামোদের" প্রধান আমোদ।

২ য়। ৪।৫ ঘটিকার মধ্যে স্বর্গ মর্ত্ত্য ও পাতাল-তলের ভ্রমণাভিলাষ পূর্ণ করা ইহার দ্বিতীয় আমোদ।

৩ য়। নৃত্য ও সঙ্গীত প্রিয়গণের আমোদ চরিতার্থ করা "যুগল নায়িকার" তৃতীয় আমোদ।

৪ র্থ। পঞ্চরঙ্গের (পেণ্টোমাইমের) রঙ্গে মনকে রঞ্জিত করা ইহার চতুর্থ আমোদ।

৫ ম। বৈদিক সময়ের বৃত্রাসুর বধ, ব্রহ্মার কন্যা-গমনাপবাদ প্রভৃতির প্রকৃত রহস্য পরিগ্রহ করা ইহার পঞ্চম আমোদ।

৬ ষ্ঠ। স্ত্রীস্বাধীনতার নিবারণ করা ইহার ষষ্ঠামোদ।

৭ ম। স্ত্রীসমাজ! আপনাদের চিরকালাবধি একটি কলঙ্ক ছিল, অদ্য পর্য্যন্ত অনেকানেক রমণীরমণ রমণীপ্রাণ মহামহা কবিপুরুষ জন্মিয়াছেন কিন্তু কেহই সে কলঙ্কটী মোচন করিতে প্রয়াস পান নাই। সকলেই সানন্দে

সত্য বলিয়া একবাক্যে অঙ্গীকার করিয়া আসিতেছেন। অদ্য আপনাদের সেই দুরপনেয় চিরকলঙ্ক মোচন করাই ইহার সপ্তম আমোদ জানিবেন।

৮ ম। "রাজা" "মহারাজ প্রভৃতি অভিনব উপাধি ব্যাধি গ্রস্ত মহোদয়গণের উক্ত উৎকট ব্যাধি হইতে মুক্ত করা ইহার অষ্টম আমোদ।

৯ ম। বৈদিক সময়ের অদ্ভুত আখ্যায়িকা শ্রবণেচ্ছু-গণকে এতদীয় আদিরসের স্বপ্নদর্শন শ্রবণ করান ইহার নবম আমোদ।

১০ ম। মৎসম্পাদিত শ্রীমদ্ভাগবতের ভূমিকাতে লিখিত 'কচ্ছনিঃসার পাণ্ডিত্য' শব্দের অর্থ না বুঝিয়া সকলপূজ্য টীকাকার শ্রীশ্রীধরস্বামীরে 'নেড়াবৈরাগী' বলিয়া গালি প্রদান করা হইয়াছে স্থির করেন, তাঁহাদি-গকে এতদীয় হাস্য রস পান করান ইহার দশম আমোদ।

এইরূপে ইহাতে দশম দশাগ্রস্ত বহুবিধ আমোদ নিহিত হইয়াছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত পাঠকবর্গের পাঠ করিয়া বিশুদ্ধচিত্তে ঐ সকল আমোদ হিতকর বলিয়া গ্রাহ্য হই-তেছে না সে পর্য্যন্ত আমি এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হইলাম বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিব না।

যাহা হউক এক্ষণে পাঠকগণকে ইহার প্রণয়নের উদ্দেশ্য অবগত করিতে বাধ্য হইতেছি।

বোধ হয় অনেকেই অবগত আছেন, আমাদের আর্য্য ধর্ম্মের প্রধান সামবেদ গ্রন্থ খানি বাঙ্গলা অক্ষরে সভাষ্য সানুবাদ ক্রমশঃ খণ্ড খণ্ড ক্রমে প্রকাশ করিতে আরম্ভ করি। আমার এই শুভকার্য্যে ধার্ম্মিকসাধারণেই সমধিক প্রীতি লাভ করেন। প্রায় ৬ শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ইহার গ্রহণাভিলাষে মহারাণী স্বর্ণময়ীর নিকটে আবেদন করেন। তাঁহাদের আবেদনের অভিপ্রায় এই ছিল, মহারাণী আমারে ইহার প্রকাশার্থ রীতিমত সাহায্য করেন তাহা হইলেই তাঁহারা আমার নিকট হইতে এক এক প্রস্ত উক্ত সামবেদ গ্রহণ করেন। বলা বাহুল্য, তাঁহাদের ঈদৃশ উচ্চতমাশা (সুমন্ত্রীর অভাবে) ফলবতী হইল না। যাহা হউক এক্ষণে আমি এই স্থির করিয়াছি, কাহারও দ্বারে যাইব না, এবং কাহাকেও আর এরূপ সাহায্য কার্য্যে লিপ্ত হইতে অনুমোদনও করিব না। কারণ, যখন দেশ বিদেশের প্রাতঃস্মরণীয় প্রধান প্রধান পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া সাহায্যপ্রার্থী ও বেদার্থী হইয়াও অকৃতকার্য্য হইলেন তখন আর কেন, আমারও এবিষয়ে নিরস্ত হওয়াই উচিত। আমি এই রূপ বিবেচনা করিয়া এই এক নূতনবিধ উপায় অবলম্বন করিলাম। আমার এই ষড়্ রসামোদ মহানাটক প্রকাশ করাই সেই উপায়। ইহা সম্প্রতি এক ১০০০ সহস্র সংখ্যক মাত্র মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হইল। ইহার বিক্রয়লব্ধ অর্থ

দ্বারা যথানিয়মে (অর্থাৎ পূর্ব্বে যেরূপ মাসে মাসে খণ্ড খণ্ড ক্রমে প্রকাশ হইতেছিল সেইরূপে) পুনশ্চ উক্ত বেদ প্রকাশ পূর্ব্বক গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া সেই সকল আবেদনকারী ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণকে বিতরণ করা হইবে। ফলতঃ ইহা যদি বঙ্গসমাজে আদরণীয় হয়, আর আমাকে যদি ইহার পুনঃ পুনঃ সংস্করণ করিতে হয় তাহা হইলে অবশ্য এ আশা আমার চরিতার্থ হইবে অন্যথা সমুদায়ই স্বপ্নরাজ্য বিলাসেই পরিণত হইবে সন্দেহ কি। পক্ষান্তরে কলিকাতাস্থ বঙ্গ রঙ্গ ভূমির অবৈতনিক সম্পাদক কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহোদয়ের ন্যায় যদি আরও দুই এক জন মহাত্মা এইরূপ সাধুপ্রকৃতির পরিচয় দেন তাহা হইলেও অবশ্য কৃতকার্য্য হওয়া সম্ভব।

কলিকাতা
কাব্যপ্রকাশ যন্ত্র

প্রকাশক
শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষগণ।

বীরসিংহ রঘুপৎ০পুত্র।
রণসিংহ ধনপৎ০পুত্র।
রঘুপৎসিংহ কাশ্মীররাজ।
ধনপৎসিংহ জম্বুর মহারাজ
জয়সিংহ গুজরাটরাজ।
বিজয়সিংহ পেশয়াররাজ।
দুঃশলসিংহ ধনপৎ০শ্যালক
বুদ্ধিসাগর রঘুপৎ০মন্ত্রী।
দীর্ঘদর্শী ধনপৎ০মন্ত্রী।
সুচতুর জয়সিংহ০মন্ত্রী
সুমতি বিজয়০মন্ত্রী।
রামদয়ালপাঁড়ে ঐ দূত।
শিবদয়াল জয়সিংহের ঐ
বিদ্যানিধিবাচস্পতি
[রঘুপৎসিংহের পুরোহিত
ভাগবতরত্ন ঐ সভাস্থ ব্রাহ্মণ
লক্ষ্মীনারায়ণ সেট্
কশ্মীরের প্রসিদ্ধ বনিক্
রামব্রহ্ম ত্রিবেদী ঐ বেদা-
ধ্যায়ী ব্রাহ্মণ।
নারদ ত্রিলোকচর মহর্ষি
মহাদেব
মল্লাররাও ছদ্মবেশী বনিক্পুত্র
মল্লেশরাও ঐ
জীবন্মুক্ত পুরুষদ্বয়।
চতুর্ভুজ নারায়ণ

চতুর্মুখ ব্রহ্মা
পঞ্চবক্ত্র মহাদেব
গণেশ
ইন্দ্র (বা) বায়ু কুবের ও তাঁ-
হার অনুচর যক্ষগণ।
রামকিশোর তর্কচঞ্চু
জয়সিংহের পুরোহিত।
বিদ্যারত্ন, তর্করত্ন, চূড়ামণি } জয়সিংহ মহারাজার সভাস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ।
দর্শক ঐ সভার
নূরমহম্মদ বরদার প্রসিদ্ধ
বীণকর।
বসন্তক জম্বুরাজের বিদূষক।
পূর্ণানন্দ সরস্বতী একজন
যোগী
প্রেমানন্দ ঐ শিষ্য
ভূতপ্রেতগণ।, নন্দী ও ভৃঙ্গী, বীরভদ্র } মহাদেবের অনুচরগণ
ঋত্বিক্ চতুষ্টয় অথর্ব্ববেদোক্ত
মারণকার্য্যে ব্রতী।
শরীররক্ষক, দৌবারিক ও অ-
ন্যান্য দূত এবং প্রহরীগণ।

স্ত্রীগণ।

তরুলতা জয়সিংহের কন্যা।

তমুলতা বিজয়সিংহের কন্যা।

মাধবীলতা, বিদ্যুল্লতা, কাদম্বিনী, সৌদামিনী — রাজকুমারীর সমবয়স্কা সখীগণ।

যমুনা দূতী — কুমারীগণের মাতৃপ্রেরিতা দূতী।

অনঙ্গপত্নী — কামাখ্যার মহারাণী।

রসিকা, রতিরঙ্গিণী — ঐ মন্ত্রিণীদ্বয়

মনোমোহিনী — পারিষদ

বাগ্বিলাসিনী — ঐ দূতী

কালী, করালী — নারায়ণ প্রেরিত গুপ্তপরিচারিকা

রাজবালা — রামকিশোর তর্কচঞ্চুর কন্যা।

সৌভাগ্যবতী — রামকিশোর তর্কচঞ্চু মহাশয়ের ব্রাহ্মণী।

মহিষী — রণসিংহের মাতা।

লক্ষ্মীদেবী

পার্ব্বতী

রাধিকা, ললিতা, বিশাখা, চম্পকলতা, তুঙ্গবিদ্যা, রঙ্গদেবী, সুদেবী, ভদ্রলেখা, ধনিষ্ঠিকা — রাসলীলার সখীগণ।

গন্ধর্ব্বিণীগণ কিন্নরীগণ।

ডাকিনী — মহামায়ার পরিচারিকা।

তাম্বূলকরঙ্কবাহিনী প্রহরিণী, শরীররক্ষিকা ও কামাখ্যার যাত্রীগণ প্রভৃতি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

মৎপ্রকাশিত সামবেদের সাহায্যার্থ যে যে মহোদয় এই নাটক গ্রহণ পূর্ব্বক সাহায্য দিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদিগের নাম ধাম প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি।

১ম। মানকরাধিপতি প্রসিদ্ধ ভূম্যধিকারী শ্রীযুক্ত হিতলাল মিশ্র গোস্বামী 'ভাগবতসিদ্ধান্ত বাগীশ' মহাশয় নগদ ১০ দশ টাকা, পুস্তক ১০০ একশত *।

* এই পুস্তকগুলি স্বীয় বন্ধুবান্ধব এবং স্বীয় জমিদারির বিশেষ বিশেষ প্রজাগণকে প্রদান করিয়া তাঁহাদের নিকট হইতে মূল্য আদায় করিয়া আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

২য়। বাগনাপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিপিনবিহারী গোস্বামী 'বিদ্যাসাগর' — — ৫০ খানি।

৩য়। হুগলির ফৌজদারী আদালতের প্রসিদ্ধ মোক্তার শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র সরকার — — ৫০ খানি।

৪র্থ। কলিকাতার প্রসিদ্ধ বঙ্গ-রঙ্গ-ভূমি [Bengal theater] নামক অভিনয়মন্দিরের অবৈতনিক সম্পাদক পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু শরচ্চন্দ্র ঘোষ মহোদয় ২৫ খানি পুস্তক গ্রহণ করিবেন এবং এই নাটক চারি রাত্রি অভিনয় করিয়া ঐ চারি রাত্রের সমুদায় আয় আমায় প্রদান করিবেন।

কৃতজ্ঞ

শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।

যুগল নায়িকা

ষড়্ রসামোদ নাটক।

রঙ্গ ভূমি।

যুগল নটীর প্রবেশ। করজোড়ে সমস্বরে নান্দীপাঠ।

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

অকলঙ্ক বেদ ন ভেদ ঈশ্বরে, পরম কল্যাণময় সর্ব্ববিপদবারি।
নিত্য বাক্য অপৌরুষেয়, ব্রহ্মা আদি মোহিত
ভাবিয়া দিবাবিভাবরী।
মহাভূমি তেজঃ বহ্নি অনিল আকাশ মনোহারি।
রবি চন্দ্র তারা আদি স্বভাবে ঘোষে মহিমা যাঁর গগন ঘেরি।
কোথা সে বেদের সমাজ? কোথায় আর্য্য! তব ধর্ম্ম?
কেন না হেরি।
সুবিখ্যাত ছিল সদা আর্য্যভূমি পবিত্র বেদেতে, সে গৌরব
সবে গিয়েছে পাসরি।
সেই হেতু ভূমি! মলিনা তুমি! চিনিতে না পারি।
অনন্ত বৈদিকী কীর্ত্তি অন্ত হয়, দেখিয়ে আতঙ্কে মরি।
হে ত্রয়ীময়! ঋক-যজু-সাম-বেদের স্বামী!
প্রকাশ কর বঙ্গেতে তব ধরম জ্যোতি সদা, বেদার্থ প্রচারি॥
[নটীদ্বয়ের প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপ।

ষড়্রসামোদ নাটক।

প্রথম অঙ্ক।

(গুর্জ্জর)

পুষ্পবাটিকা—বিলাস ভবন।

কুমারী তরুলতা ও কুমারী তনুলতা বিষাদ
ভাবে সচঞ্চল আসীনা।
একজন গানপরা।

গীত।

টোরী—আড়া ঠেকা।

" আশা রে ওরে !
যার লাগি আশা, তারে ভালবাসা,
হোলো না রে !
যে তোমারি স্থূল কায়, সঙ্গেতে লইবে কায়,
পায় পায় নিরুপায়, সঙ্গী কেহ হোলো না রে ! "
সবে মাত্র সঙ্গী পণ, সমূলে করে নিধন,
নয়ন জুড়ান ধন, কারো হতে দেয় না রে !
থাক আশা পণ লয়ে, লোকলাজ-ভীত হোয়ে,
যৌবন জীবন লয়ে, চলিনু—চাহি না তারে !

তনু। সখি! আমাদের ভাই বড় কুকর্ম্ম হয়েচে। কেনই বা আমরা, লজ্জার মাতা খেয়ে, পিতার কাছে, এরূপ পারিতোষিক চাইলাম? আর কেনই বা এরূপ সৃষ্টি ছাড়া প্রশ্ন ক'রে প্রত্যহ রাজপুত্রগণের অপমান কর্ত্তে ব্রতি হোলেম্?—আর কিছু নয়, এখন দেখ্‌চি একুল ওকুল দুই গেল!

তরু। কি আশ্চর্য্য! জগৎ কি এমনিই মূর্খবহুল হয়ে গেছে? আমাদের প্রশ্নোত্তর কি কেহই কর্‌তে পারগ হলো না?—না—তা নয় ভাই, আমাদের অদৃষ্টে বুঝি—চিরকালই অনূঢ়া হয়ে থাকৃতে হবে!! তাতেই এরূপ ঘটনা ঘট্‌চে! উঃ—(অঙ্গের বস্ত্র প্রক্ষেপ)

তনু। (তরুর ও নিজের, চক্ষে ও গাত্রে সুগন্ধিজল প্রক্ষেপ) কেমন সখি! বড় গ্রীষ্ম বোধ হচ্চে না?

তরু। (মৃদু মৃদু হাস্য পূর্ব্বক) সখি! এ যে বাহ্য গ্রীষ্ম নয়। বাহ্য গ্রীষ্ম হলে অবশ্য সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহারে উপশম হোতো! (বক্ষে হস্তপ্রক্ষেপ) ভাই! এখন আমাদের অন্তরেতে যৌবনাগ্নি যে, হু হু করে জোল্‌চে, ইয়ের উপরে বাহ্য শীতলতা কর্‌লে, অবশেষে কুম্ভকারের পাঁজার উপরের পঙ্ক লেপের মতন হোয়ে উঠবে! তা, থাক্‌ ভাই, আর কাজ নেই। (হস্ত হইতে সুগন্ধি জল-পাত্র গ্রহণ ও রক্ষণ)

গাইতে গাইতে নৃত্য করিতে করিতে বিদ্যুল্লতা ও মাধবীলতার প্রবেশ।

গীত।

রাগিণী ঝিঁঝিট-খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

যায় যায় হায় সখি! এ তব যৌবন ভাতি।
জীবন যৌবন বল কবে রয় চির সাথি?
মদনমোহন শোভা, মুনিজন মনোলোভা,
বিফল করিছ সখি! দারুণ গরবে মাতি॥

তরু। বেশ্ বেশ্, উত্তম নৃত্য হয়েচে। নাও ভাই এখন একটু বিশ্রাম কর ত? (হাত ধরিয়া সমীপস্থ করণ)

বিদ্যুৎ। কেন রাজবালা! আজকে হঠাৎ এমন বিষণ্ণ ভাব দেকুচি? আমাদের কি কিছু দোষ হয়েচে? আজকাল ত ভাই তোমাদের বহু কষ্টে উপার্জ্জিত বিদ্যার ফল, হাতে হাতে, কেবল কোলের দিগে টেনে নিলেই হয়! তবে কেন এমন আনন্দের সময়ে বিষাদ এসে উপস্থিত হোলো? সখি! বল না ভাই, এর কারণ কি?

মাধ। (সহাস্যে) হাঁ লো হাঁ—নেকা আর কি! দুয়ের আর কারণ কি, বুঝ্‌তে পাচ্চো না? কুসুমলতা বৃক্ষ আশ্রয় না পেলেই এরূপ শুষ্কজীবন হয়?

বিদ্যুৎ। (সহাস্যে) ভাই! আমরাই বা কোন্ একটা দেবদারু আশ্রয় পেয়েছি,—তা যা হোক্, কাল্‌কে ভাই শেষ রাত্তিরে বড় আশ্চর্য্য একটী স্বপন্ দেখেচি, তা—

তনু। (ব্যস্তভাবে) কি, কি, সখি! কিরূপ স্বপন্ ভাই?

তরু। সখি! যদি দুঃস্বপ্ন হয়, তা হলেই বল, খ'ণ্ডে যাবে। নইলে কাজ নেই ভাই, আমরা শুন্‌তে চাই নে।

বিদ্যুৎ। তা—তা—দুঃস্বপনই হউক, আর সুস্বপনই হউক, ভাই আমি তো না বোলে থাক্তে পাচ্চি নে।

মাধ। (কিঞ্চিৎ উচ্চহাস্যে) আচ্ছা ভাই, তবে বলে-ফেল। একান্তই যদি তোমার না বল্লে, পেটের অন্ন পরি-পাক্ না হয়, তবে বোল্‌বে বই কি। তা—বল ত ভাই, কিরূপ স্বপন্ দেখেছিলে?

বিদ্যুৎ। দেখ ভাই, আমি যেন স্বপ্নে দেখ্‌লাম্, আমরা দুজনে আপন আপন পিতা মাতার নিকট পরিত্যক্ত হ'য়ে কোন একটী নদীতীরে বসে রোদন কচ্চি। এমন সময় দেখি কি, একজন ঋষি, বৃষভ ও মহিষের জুড়ি করে, যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত হয়ে, সেই খানে এসে উপস্থিত হোলেন্। তার পর আমাদিগকে যেন বোল্লেন্, "আমার নাম মুদ্গাল ঋষি—তোমরা দুজন আমার পরা ও অপরা শক্তি, অতএব

ক্রন্দন করো না। তোমাদের আর ভাব্‌না কি? এসো, আমার এই রথে আরোহণ কর।” কি বোল্‌বো সখি! (ঈষৎ হাস্যে) বল্‌তেও লজ্জা হয়। আমরা তাঁর সেই সুললিত প্রেমপূর্ণ কথা শুনে ও তাঁর সেই দিব্য লাবণ্য দেখে, এমনই মোহিত হোয়ে গেলাম্ যে, তিনি তার পর আমাদিগকে কখন্ যে রথে তুলে নিলেন্, তা আর কিছু-মাত্র জান্‌তে পার্‌লাম্ না।

তনু। তার পর—তার পর ভাই। বাঃ এ তো বড় অদ্ভুত স্বপন দেখি।

বিদ্যুৎ। তার পর তিনি ঐরূপে আমাদিগকে হরণ করে, একেবারে রাজর্ষি সুভর্ব্ব রাজার রাজ্যে উপস্থিত। সেখানে, মহারাজ সুভর্ব্বের সঙ্গে উপর্য্যুপরি দুইবার যুদ্ধ করেন্। প্রথম বার রাজারে পরাজিত করেন্। তাঁহার সহস্র গোধন হরণ করে আনেন্। কিন্তু সখি! দ্বিতীয় বারের যুদ্ধে তাঁর সেই বৃষভ মহিষের জুড়িটী আহত হ'ল। বৃষভটী রক্তাক্তকলেবর হয়ে অকর্ম্মণ্য হয়ে গেল। মহিষটীত একেবারে শমনসদনের অতিথি হল। মুদ্গলাচার্য্য এই-রূপে পরাজিত হয়ে, সেই জুড়ির জন্য বহুতর বিলাপ কর্ত্তে কর্ত্তে, ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে, সেখান হতে একেবারে অন্তর্ধান হয়ে গেলেন। সখি! তার পর ভাই আমরা যেন তাঁর বিরহানলে দগ্ধ হয়ে যূথহীন মৃগীর ন্যায় বনে বনে “হা

স্বামি ! হা স্বামি !” করে ভ্রমণ কর্ত্তে লাগলাম্। এইরূপে ভ্রমণ কর্ত্তে কর্ত্তে দেখি কি, এক স্থানে একটী সিংহ ও একটী ব্যাঘ্র, পরস্পর ঘোরতর যুদ্ধ কচ্চে। উঃ—মনে কল্লে, এখনও হৃৎকম্প হয়। সখি! সেই বিভীষিকা দেখেই আমার স্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। কিন্তু মনটা যে—সে অবধি কেমন এক রকম হয়ে গেছে—তা—আর সার্‌চে না।

মাধ। তোমার কাল রাত্তিরে বাতিক বৃদ্ধি হয়েছিল, তা নইলে, সহজ শরীরে ত ভাই এরূপ স্বপ্ন কেউ কখন দেখে না। সম্ভবও নয়। তা যাক্, ওসকল কথায় আর কাজ নেই। এখন এসো, আমাদের রাজকুমারীদের নিয়ে দুটো আমোদ প্রমোদের কথা কওয়া যাক্।

তরু। (নতমস্তক হইয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস পরিত্যাগ। উদ্‌গ্রীব হইয়া) সখিগণ ! তোমরা যাই বল না কেন, এ স্বপন্, ভয়ানক দুঃস্বপন্ বলে আমার অন্তরাত্মা সাক্ষ্য দিচ্চে। আমার স্পষ্ট বোধ হচ্চে, এসকল আমাদেরই ভাবী ঘটনা, তার আর সন্দেহ নেই। এ স্বপ্নটী সামান্য মনে করো না। ইয়ের ভাব বুঝা সহজ নয়। ইয়ের ভিতরে অনেক নিগূঢ় কথা আছে।

তনু। আরে না, না, স্বপ্নও কি আবার সত্য হয় ! তা যাক্, মিথ্যে মিথ্যে, অকারণ ভেবে আর কি হবে ? (মুখ প্রত্যাবর্ত্তন) কেমন মাধবি দিদি ! আজ্ এখনও যে কাদ-

স্বিনী ও সৌদামনীর দেখা নেই, ইয়ের কারণ কি? তোমাদের সঙ্গে কি ভাই দেখা হয়েছিল?

মাধ। আমার বোধ হয়, আজ্ তারা রাগ করে আস্‌চে না।

তরু। (ব্যস্তভাবে) কেন কেন সখি! রাগের কারণ কি? তাদের কি কেউ অপমানের কথা বলেচে?

মাধ। হাঃ (হাস্য পূর্ব্বক) আমরা শুনেছিলাম, মানুষ যেমন অবিদ্যাতে অন্ধ হয়, তেমনি আবার বিদ্যাতেও অন্ধ হয়। কিন্তু এ কথায় আমাদের বড়ই সন্দেহ ছিল, কেন না, বিদ্যা যে অবিদ্যার বিরোধী। বিদ্যাহৃদয়ে কি কখন অবিদ্যা অন্ধকার থাকতে পারে? এত দিনে ভাই এ সন্দেহটী আমার গিয়েচে। তোমাদের অবস্থা দেখে, আমার বেশ্ বিশ্বাস হচ্চে, মানুষ অবিদ্যার ন্যায় যথার্থই বিদ্যাতেও অন্ধ হয়, তার আর কোন সন্দেহ নেই। ভাল, দেখ দিখি সখি! এও কি আবার তোমার জিজ্ঞাসা? কেনই বা তাদের রাগ হবে না? সুখের সুখী দুখের দুখীমাত্রেরই ইয়েতে রাগ হবার সম্ভাবনা। দেখ রাজকুমারিগণ! তোমরা একে রাজকুমারী, সকলেরই মাতার মণি, তাতে আবার বিদ্যায় সাক্ষাৎ সরস্বতী। তোমরা শেষ পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হয়ে, আপন আপন পিতার নিকট, ইচ্ছামত পারিতোষিক লাভ

করেচ। পারিতোষিক বোলে পারিতোষিক! সত্য যুগ অবধি এ পর্য্যন্ত কেহই এরূপ পারিতোষিক লাভ কর্ত্তে পারেন নি। শুনেচি—দময়ন্তী প্রভৃতি অনেকানেক আর্য্যকামিনীগণ স্বয়ংবরা হয়েছিলেন বটে, কিন্তু পরীক্ষা পূর্ব্বক স্বয়ংবরা হওয়া তোমাদেরই ভাই এই নূতন সৃষ্টি। ভাল, তাই হোলো, একটু না হয় সহজ সহজ প্রশ্নই কর, তাও হবে না। তবে সত্য সত্যই তোমাদের এই এক পরীক্ষাচ্ছলে ধনী মানী রাজপুত্রগণের প্রত্যহ অপমান করাই উদ্দেশ্য? সখি! তোমাদের এরূপ অসৎ উদ্দেশ্য দেখে, কার না আন্তরিক রাগ হয়?

বিদ্যুৎ। হাঁ, সখি! যথার্থ—ঠিক্ বোলেচ। এমন্ কার্ পাষাণহৃদয়, এমন্ কার্ নীরস মন্—আহা অমন্ সব চাঁদ চাঁদ রাজপুত্রগণেরও কি চক্ষে জল ফেলা দেখা যায়। আহা! কাল্কের রাজপুত্র দুটীর কি অনুপম রূপলাবণ্যই ছিল! কি সুন্দর বাক্‌চাতুরিই ছিল।

সহসা গান গাইতে গাইতে নৃত্য করিতে করিতে মালাহস্তে কাদম্বিনী ও সৌদামনীর প্রবেশ।

গীত।

রাগিণী বাহার—খেম্‌টা।

নবীন নাগরসনে, মিলিবে নব ললনা।
মধুর মাধুরী মরি মিলে না তাহার তুলনা।
কুসুম সুষমা সার, এই যে মোহন হার,
শোভিলে যুগলগলে, শোভার সীমা রহে না॥

মাধ। (সঙ্কেতে বিদ্যুৎ ও চম্পককে উঠিয়া গাইতে অনুমতি।)

কাদম্বিনী ও সৌদামনীর সহিত বিদ্যুৎ ও চম্পকেরও ঐরূপ নৃত্যসহ গান।

(অনন্তর সকলের উপবেশন)

তরু। কেমন কাদম্বিনি! তোমরা ভাই আজ্‌কে এত শীঘ্র কেমন করে এলে?

কাদ। আর যাও সখি, রহস্য কর্ত্তে হবে না। তোমাদের লীলা তোমরাই জানো। বিলম্ব কি আর সাধে হয়! এই এক পরীক্ষাচ্ছলে রোজ রোজ অমন্ অমন্ সূর্য্যবংশীয় মহামান্য রাজপুত্রগণের অপমান কর্ব্বে, আমরা তোমাদের সঙ্গে বসে,আনন্দে করতালি দিব আর

কি ? আজ্‌কে আর আস্‌বইনা মনে করেছিলাম্,তার পর হঠাৎ পুরোহিত ও গণকঠাকুরের সঙ্গে দেখা হোলো। গণকঠাকুর গোপে বোল্লেন, "যাও আজ্‌কে তোমরা মনের সহিত আনন্দ কর গে, আজ্ তোমাদের রাজকুমারী-দের নিশ্চয়ই অহঙ্কার চূর্ণ হবে।" সখি তার পর ভাই পুরোহিতঠাকুর যে রহস্যটা কল্লেন, তা—আর কি বোল্‌বো। তিনি গণকঠাকুরের মুখে এইরূপ কথা শুনেই বলে উঠ্‌লেন্ "তবে আমিও এই চল্লেম, ঠাকুরঘরে বসে স্বস্ত্যয়ন করিগে, যে পর্য্যন্ত তোমাদের রাজকুমারীদের পরাজয় না হবে, সে পর্য্যন্ত, জেনো, শর্ম্মারাম জলগ্রহণও কর্ব্বেন না।" যাই হোক্. এইরূপ কথা শুনে অবধি, মনটা কিছু আনন্দিত হয়েচে। তাই সখি এখন এলেম্, নইলে—মনেও ক'রো না (নিষেধসূচক হস্তভঙ্গি)।

সৌদা। (তনুর চিবুক ধরিয়া) দেখ রাজবালা! আজ তোমাদের দর্পহারী ভগবান্ শুদ্ধ দর্প চূর্ণ কর্ব্বেন, এমন নয়—পরাধীনতা স্বরূপ বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ করে, প্রেমের সাগরে, অকূল পাথারে ভাসিয়েও দেবেন।

অন্যান্য সখিগণের মৃদু মৃদু হাস্য এবং
তনু ও তরু লজ্জায় অধোবদনা।

তরু। (কিঞ্চিৎ পরে উদ্‌গ্রীব হইয়া) দেখ সখিগণ! তোমাদের ভাই আমাদিগকে এমন করে ভৎসনা করা

কি উচিত? আমরা দৈব বিড়ম্বনায় ভ্রমে পড়ে, যা প্রতিজ্ঞা কর্‌বার করে ফেলেচি। এখন কি আর তার পরিবর্ত্তন হওয়া সম্ভব? (স্বর পরিবর্ত্তন) আজ কাল রাজপুত্রগণ যে অপমানিত হচ্চেন, তা ঐ ঘটনা ক্রমেই। আমরা কিছু ইচ্ছা করে প্রার্থনায় রত্নে পদাঘাত কচ্চিনে। তাঁরা জেনে শুনেও জ্বলন্ত অনল স্পর্শ কর্ত্তে এসেন, তায় আমাদের দোষ কি বল?

চপলা ও সরলার সহিত বীরসিংহ ও রণসিংহ নামক রাজপুত্রদ্বয়ের প্রবেশ।

মাধবী। (উত্থিত হইয়া) আসুন, এই আপনাদের বসিবার স্থান। (আসন নির্দ্দেশ)

বীর। ভাল, থাকু, আমাদের বসিবার স্থান, আমাদের ক্ষমতা থাকে ত স্বয়ংই করিয়া লইব।

মাধ। (মৃদু মৃদু হাস্যে) কুমারগণ! সত্য বটে, আপনাদের এ কাষ্ঠাসন কিছু বস্‌বার উপযুক্ত স্থান নয়। কিন্তু তাও বলি, চপলতা মার্জ্জনা কর্‌বেন, আপনাদের যাহা উপযুক্ত স্থান, তাহা এক্ষণে অদৃষ্ট অন্ধকারে ঘোরতর আচ্ছন্ন হয়ে আচে।

রণ। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! এ কুমারীসভা ত সামান্য নয়। সখিগণেরই এমন বাক্‌চাতুরী, না জানি

রাজকুমারীদের কতই গর্জ্জন হবে! (প্রকাশ্যে) আচ্ছা বেশ, দেখাই যাক্, তোমাদের রাজকুমারীদের অকলঙ্ক পূর্ণ বিধুবদনের উদয়ে, কতক্ষণ আর আমাদিগকে অবিদ্যা ঘনে আবৃত হোয়ে থাক্তে হয়?

উভয়ের নির্দ্দিষ্ট স্থানে বীরাসনে উপবেশন।

সৌদা। (উত্থিত হইয়া করজোড়ে) রাজকুমারগণ! আপনাদের আগমনে, অদ্য এই কুমারীসভা আলোকিত হইল। এক্ষণে আমরা সভার স্বীয় স্বীয় কর্ত্তব্য কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছি (উপবেশন)।

পত্রহস্তে কাদম্বিনীর উত্থান
(পত্র পাঠ আরম্ভ)

প্রতাপে রাবণ যিনি, বিক্রমে রাঘব,
ধনে ধনাধিপ! হারে, রূপেতে কন্দর্প,
গুর্জ্জর অধীশ সেই জয়সিংহ রাজ,
বিদ্যাবুদ্ধি-পূর্ণগর্ভা দেখি তনয়ারে,
দিয়াছেন স্বাধীনতা স্বাধীন হৃদয়ে।
"পরীক্ষা করিয়া বর, বর' অকাতরে"
সাধিতে আদেশ এই, সদানন্দমনে
নৃপবালা অধিনীরে, বিরচিয়া প্রশ্ন,
পড়িতে সভাতে সদা করেন আদেশ।

নিয়ম তাহাতে কিন্তু আছয়ে ইহাঁর,
দিতে হবে প্রশ্নোত্তর দর্শন-দর্শনে।

অথ প্রশ্নঃ।

অনাদি প্রকৃতিসৃষ্টি বিচিত্র কৌশল,
বিপুল ব্রহ্মাণ্ডে যত হতেছে প্রত্যক্ষ,
পুরুষ সম্বন্ধ বিনা সকলি গগন!!
অসম্ভব! অত্যলীক!! খপুষ্প যেমন।
অতএব দর্শনাদি শাস্ত্র মতে এই
পুরুষ প্রকৃতি দুই অন্যোন্য আশ্রয়ে
আছয়ে, অন্তরে, বাহ্যে—সকল শরীরে।
পৌরুষ চৈতন্য-বিম্ব পাইলে প্রকৃতি,
সৃষ্টি শক্তি তবে তাঁর হয় বিকসিত।
এবে শুন, বলি প্রশ্ন, অনূঢ়া বালার।
প্রকৃতি পুরুষ যদি নর ও নারীর
অন্তরেতে অন্তরিত আছে সমভাবে?
তবে বল, কেন মোরা কুসংস্কার বশে,
অকারণ সংজ্ঞাভেদ করি 'স্ত্রী-পুরুষ'?
বেদমতে পুং স্বরূপ আত্মা বল যদি,
তাহাও কিরূপে হবে? দেখ বিবেচিয়া,
'আত্মাহীন স্ত্রীশরীর' বলিতে কি পার?

কেন তবে—'নর নারী' সংজ্ঞাভেদ কর ?
যদি সংজ্ঞাভেদ মিথ্যা, উভয়ে উভয়
প্রকৃত প্রস্তাবে ? তবে বল, কারে, শুদ্ধ
পুরুষ বিশ্বাসে আমি পাণিদান করি ?
নর কিংবা নারী বল দেখি, হবে কে বা
এ পাণি-গ্রহণ-ক্ষম ? "নাই নর নারী"
যত দিন এই স্থির রহিবে অন্তরে,
রাজন্! তত দিন মম এই ভাবে যাবে
নশ্বর জীবন। যদি, কেহ দিতে পারে
" নর নারী " উপদেশ, তারেই পুরুষ
বলি—আমি আপনারে মানিব রমণী !
নতুবা সঙ্কল্প মম এই ব্রতে ব্রতী।

(পত্র ঢাকিয়া উপবেশন)

বীর। সখিগণ! শুন তবে প্রশ্নের উত্তর।
দিতেছি নিয়ম মতে দর্শন-দর্শনে।
যদিও বিভিন্ন দেহী নহে স্ত্রীপুরুষ,
যদিও উভয়ে আছে উভয় স্বরূপ,
যদিও পরমার্থতঃ নাহি দেহী ভেদ,
তথাপি কার্য্যত হয় দেহেতে বিভেদ।
সুতরাং হয়েছে এবে সংজ্ঞারো বিভেদ।
পুরুষের.স্বতন্ত্রত্ব সাংখ্য পাণিনীয়ে

প্রকৃতী অধীনা তাঁর চৈতন্য লভিয়ে,
পুরুষ, সংসারে সদা, সংসর্গে, বিস্মৃত
হন স্বাতন্ত্র্য স্বরূপ ; আলোকে, সংসর্গে
যথা রক্তিমা প্রকাশ। এই হেতু সখি!
তাঁর মুক্তি হয় স্বীয় "স্বতন্ত্রত্ব" জ্ঞানে।
সাধুসঙ্গ শাস্ত্রজ্ঞানে সেই স্বতন্ত্রত্ব
স্ফুর্ত্তি পায় যবে, ছাড়ি, তখনি সংসার,
হন তুরীয় আশ্রমী। (ইহা কে, না মানে
মুক্তি হয় অনায়াসে তুরীয় আশ্রমে?)
এইরূপে প্রকৃতির পরতন্ত্র ভাব
স্বভাবতঃ। স্বতন্ত্রত্ব, তাঁর ভ্রমরাজ্য।
কে না জানে প্রকৃতিতে স্বাধীনতা চিহ্ন
নাই কোনো কালে? এই হেতু মুক্তি তাঁর
হয় না কভু স্বতন্ত্রা হোলে। স্বৈরিণী স্ত্রী—
সেও কি কখন মুক্ত হয়? বেশ্যাও কি
কর্ত্তৃত্ব লভিতে পারে কর্ত্তার কর্ত্তৃত্বে?
অতএব স্থির এই—নর নারী পক্ষে,
স্বভাবতঃ ও কার্য্যতঃ দেখিবে যাহাতে
স্বতন্ত্রত্ব, সেই জাতি-শরীর পুরুষ।
আর স্বভাবে ভাসিবে যাতে অধীনত্ব
সেই সে জাতি-শরীর নারীপদ বাচ্য।

এবে দেখ সখি ? মনে মনে বিবেচিয়া,
পীন-পয়োধর-ভার-নম্রা নিতম্বিনী
সুকেশা সুবেশা হরি-মধ্যা বিলাসিনী,
এই জাতি-দেহ হয় কি না পরতন্ত্রা ?
স্বভাবতঃ গর্ব্বী দর্পী আয়স শরীর,
শ্মশ্রু লোম শোভা পায় যাহার বদনে
সে জাতি-দেহ কি কভু "স্ব-ভাবে" (১) অধীন ?
কর বিবেচনা এবে কেবা নর নারী ?

মাধবী। (উত্থিত হুইয়া পত্র দেখিয়া প্রশ্ন পাঠ).

পেশোয়ার অধিপতি শ্রীবিজয়সিংহ।
কমলা যাঁহার অঙ্কে থাকি কলঙ্কিনী।
কীর্ত্তি নাম্নী পত্নী যাঁর ত্রিলোকচারিণী।
হংসী সম শুভ্রকায়া হইয়া সম্প্রতি
ত্রিলোক ছাড়িয়া সত্যে করিতেছে কেলী।
প্রাণাধিকা আত্মজারে বন্ধুকন্যাসমা
বিদ্যাবতী দেখি তিনি করেন আদেশ।
" হও তথা স্বয়ংবরা দিলাম আদেশ,
বন্ধুসুতা তরুলতা লভিয়াছে যথা। "

---

(১) অর্থাৎ প্রাকৃতিক পারতন্ত্র্য ধর্ম্মে।

পিতা কাছে নৃপবালা লভি এ আদেশ,
রচিয়া দিলেন প্রশ্ন, দিলেন আদেশ—
পরীক্ষা করিতে মোরে, রাজপুত্রগণে।
এই প্রশ্ন শুন তাঁর রাজেন্দ্র কুমার!
পুরুষ অপেক্ষা নারী দ্বিগুণ আহারে।
বুদ্ধি তার চতুর্গুণ, কহে সর্ব্ব লোকে।
ব্যবসায় হয় তার ষড়্‌গুণ অধিক।
অষ্টগুণ হয় তথা অনঙ্গশরীর।
আছয়ে কলঙ্ক এই চিরকাল হতে।
কেমন এ কথা! হায়, প্রলপিত-প্রায়!
পুরুষাপেক্ষা কে কবে দেখেছে রমণী
করে দ্বিগুণ আহার? জানে না কি কেহ
অবলার, পুরুষের ন্যায় বার বার
নাই বিভূতি আহার? হায় কোন নারী
এ যাবৎ লভেছে বল, অবতার সম
যশোরাশি জ্ঞানে? দেখ দেখ, আদ্যকাল
অবধি, এ যাবৎ—ব্রহ্মা, বাল্মীকি, ব্যাস,
মহর্ষি শেষাবতার, কপিল, আসুরি,
গোতম, কণাদ, যাস্ক, বাৎস্যায়ন ঋষি,
শঙ্কর আচার্য্য সাক্ষাৎ শঙ্কর সমান,
প্যাণিনী, জৈমিনী মুনি কাত্যায়ন আদি

কত শত এইরূপ নিরুপম জ্ঞানী
অবতার ঈশ্বরের প্রসিদ্ধ জগতে।
থাকিতে জীবিত কীর্ত্তি তাঁহাদের সদা
"নারি বুদ্ধি চতুর্গুণ" এই নারি বুদ্ধি!
যাকু, বুদ্ধি যদি ক্ষুদ্র মানিতে হইল,
ব্যবসায়ে কিসে তবে নারী ষড়্‌গুণ?
বুদ্ধিরই গুণ ইহা প্রসিদ্ধ যখন।
কি আশ্চর্য্য, রমণীর কাম অষ্টগুণ!
অষ্টগুণ!! হায় তাই বুঝি পুরুষেরা
বহু বিবাহে আসক্ত! বুঝেছি, নারীর
এই জন্য একমাত্র পতিলাভে তোষ!
যা হোক্, বলিতে আর চাহি না আমরা,
বুঝিলাম, অকারণে নারীর (এ) কলঙ্ক,
নারীবৈরী নরাধম করিয়া ঘোষণা,
"নারী জন্ম কি অধর্ম্ম" নারীমনে সদা,
মর্ম্মান্তিক বেদনার করিয়াছে সৃষ্টি।
যে পর্য্যন্ত এ কলঙ্ক, নারীর হৃৎশূল,
মোচন করিতে কেহ, না পারে সমূলে,
তদবধি এইরূপে আমি থাকিব অনূঢ়া।
নারীর চির কলঙ্ক এই—যে পুরুষ
ঘুচাইতে নারে, আমি, নারী বলি তাঁরে।

অবশ্য পুরুষ বলি তাঁরেই সাদরে,
নিষ্কলঙ্ক করি নারি—লইবে যে (এ) পাণি !

রণ। প্রিয়সখি ! প্রিয়ংবদা তনুলতা তব,
জ্ঞানগর্ভ অদভূত বিরচিলা প্রশ্ন,
বুঝিয়াছি, এ কেবল রমণীপাণ্ডিত্য !
সে যা হোক্, শুন তবে প্রশ্নের উত্তর,
শাস্ত্র মতে যথার্থত কহিতেছি আমি।
প্রকৃত এ কথা, নারী—পুরুষ অপেক্ষা
আহারে দ্বিগুণ। কিন্তু, নহে ভোজনার্থে
এ আহার। ভিন্ন অর্থ, প্রবৃত্তি স্বরূপ।
(প্রকৃতার্থে নর, নারী—পুরুষ, প্রকৃতি।)
পুরুষের একমাত্র প্রবৃত্তি—যাহায়
জগতের সৃষ্টি-কার্য্য সুসাধিত হয়।
ভোগ, অপবর্গ এই, দ্বিবিধ প্রবৃত্তি
রমণীর। নহে তিনি ভোজনে দ্বিগুণ।
আর শুন বলি, যাতে, পুরুষ অপেক্ষা
সমধিক প্রকৃতির বুদ্ধি চতুষ্টয়।
স্বরূপ চৈতন্য এক বুদ্ধি পুরুষের।
প্রত্যক্ষাদি চতুর্ব্বিধ বুদ্ধিতে প্রকৃতি
আছেন আচ্ছন্ন সদা। এইহেতু বলে
সবে, নারী বুদ্ধি, নর হতে চতুর্গুণ।

ব্যবসায় পুরুষের আনন্দ আভোগ।
ভগশব্দ বাচ্য ছটী, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি
প্রকৃতির ব্যবসায় প্রসিদ্ধ দর্শনে।
অতঃপর দ্বৈতবাদী মতে হইয়াছে
যথা মীমাংসিত কাম, শুন সখি এবে,
সেই সিদ্ধ কথা। দুষ্ট রিপু রতিপতি
কাম অর্থে নয়, এক মাত্র ইচ্ছা হয়
ন্যায় দর্শন সঙ্গত। অতএব দেখ
মনে মনে বিবেচিয়া;—পুরুষ অন্তরে
থাকে কি না, এক ইচ্ছা, জাগ্রত সতত,
মোক্ষেচ্ছা বলিয়া যারে অনুভবে সবে।
কিন্তু অণিমাদি করি অষ্টবিধ কাম
কামিনী যতনে রাখে। এই অর্থে হয়
নারী, পুরুষ অপেক্ষা, অষ্টগুণ কামে।

মাধবী। (রাজকুমারীদ্বয়ের প্রতি) কেমন, এখনও কি আর তোমাদের দর্প চূর্ণ হতে বাকি আচে?

তরু। (ইঙ্গিতে) অবশ্য। এতদিনে আমাদের সংশয় চ্ছেদ হোলো।

বিদ্যুৎ। (চম্পাকের প্রতি অনুচ্চস্বরে) তবে আর বরণ

কার্য্যে বিলম্ব কেন? নাও এই ছড়াটা নিয়ে এঁর (রণ-সিংহের দিকে গোপনভাবে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ) গলায় দাও।

সখীগণের উলুধ্বনি। নেপথ্যে "জয় কুমার বীর-সিংহের, জয় কুমার রণসিংহের" ইত্যাকারক আনন্দধ্বনি এবং কিয়ৎক্ষণ ননাবিধ বাদ্য কোলাহল।

কাদ। মাধবী! ওলো এ তোর কর্ম্ম নয়, মালা বদল কার্য্যে দূতী হওয়ায় একটু রসিকতা চাই!

তরুলতার গলদেশ হইতে মাল্য লইয়া রণ-সিংহের কণ্ঠে দিতে হস্তপ্রসারণ।

বীর। না—না, কর কি? ভ্রম হয়েচে যে দেখ্‌চি। এ মাল্য, যাঁহার কণ্ঠদেশে এতক্ষণ শোভিত হতে ছিল তাঁর প্রশ্নের উত্তর যে দিয়েচে সেই ইহার অধিকারী!

কাদ। (ভয়চকিতভাবে তরুলতার প্রতি দৃষ্টিপাত, ইঙ্গিতে তাঁহাদের কাহারও আপত্তি নাই বুঝিয়া) আচ্ছা, তায় আর ক্ষতি কি? না হয় (মৃদুহাস্যে) আপনারই হৃদয় অগ্রে সৌরভযুক্ত হউক।

কাদম্বিনীর বীরসিংহের দিকে মাল্যহস্তে অগ্রসর হওন।

রণ। দেখ সখি! এখন তোমাদের রাজকুমারী-

দ্বয়কে আমার একটী প্রার্থনা অবগত করাও। তার পরে যাহা কর্ত্তব্য হয় করো।

(কাদম্বিনীর স্তব্ধীভাব হওন)

বিদ্যুৎ। কি বলুন।

রণ। আমার এইমাত্র ভিক্ষা, তোমাদের রাজকুমারীরা এক্ষণে আমাদের মধ্যে, যিনি, যাঁহাকে হয়, মনে মনেই মাল্যদান ও বরণ করিতে পারেন। বোধ হয়, আমাদের ক্ষত্রিয় জাতিতে মানসিক বরণ করাই যে প্রকৃত বিবাহ, তা অবশ্য অবগত আছেন।

বিদ্যুৎ। (রাজকুমারীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত ও ইঙ্গিতে সম্মতি গ্রহণ) যে আজ্ঞে। এখন তবে সেই ভাল।

রণ। তবে এক্ষণে বিদায় প্রার্থনা করি ? (উত্থান)

বীর। (দীর্ঘনিঃশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক) আমিও তবে—(উত্থান)

বিদ্যুৎ। (উত্থিত হইয়া করজোড়ে) এ প্রার্থনা পূরণ করা আমাদের সাধ্য নয়।

মাধবী। (উত্থিত হইয়া করজোড়ে, সহাস্যে) মুখে মুখে সাধ্য হলেও মনে মনে ত কখনই নয়।

উভয়ের এক এক বার পশ্চাৎ দিকে দৃষ্টিপাত
পূর্ব্বক মৃদু মৃদু হাসিতে
হাসিতে প্রস্থান।

কাদ। বাঃ এ, ত—বড় রহস্য হোলো? কেমন রাজকুমারী! তোমরা ত ভাই, মনে মনেই কাজ্ সার্‌লে! এখন তবে, এ মালা ছড়াটা আমি আপনারই গলাতে দি?—কি বল?

তনু। তা হলে ত আরও ভাল হয়।

কাদ। কিন্তু একটি কথা বোলে রাখি ভাই, এ মালা কিছু সামান্য মালা নয়, পরীক্ষোত্তীর্ণ ব্যক্তির জন্যই বিশেষ মণি মাণিক্যাদি দিয়ে গাঁথা। এ মালা আমার গলায় পড়্‌লে আমি আর কারো সঙ্গে বিবাহ হোতে দেবো না।

সকলেরই অট্টহাস্য।

তরু। বলি, তুই পুরুষ না কি?

কাদ। কেন ভাই! তুমিই ত এখনি প্রশ্ন করেচ, পুরুষ ও স্ত্রীতে কিছু ভেদ নেই? তবে আমায় আর বিয়ে কর্‌তে দোষ কি? (সকলের হাস্য)

যমুনা দূতীর প্রবেশ।

যমু। দিদিঠাকুরুণ গা! প্রণাম হই (উভয়কে ক্রমশঃ প্রণাম করণ)

তরু। কি রে? তুই যে এখানে?

যমু। মহারাণী আমায় পাঠালেন। তিনি বল্লেন, "মঙ্গলবাদ্য শুনা যাচ্চে, এতে বোধ হোচ্চে, এত দিনে—

আপনাদের নাম কোরে বোল্লেন—তাঁদের মনস্কামনা সিদ্ধ হোয়েচে। তুই শিগ্গির করে, এখন বেয়ারা পাল্কি ও দাস দাসী সঙ্গে নিয়ে যা। তাঁদের নিয়ে আয়্ গিয়ে” তাই আমি আপনাদের নিয়ে যেতে এসেচি। এখন একটু শিগ্গির কোরে উট্লেই হয়।

তরু। তা বেশ্, চল তবে। (উত্থান)

[সকলের প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপ।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

কশ্মীর রাজসভা—গৃহ।

মহারাজ রঘুপৎ সিংহ ও মহারাজ ধনপৎ সিংহ
পৃথক্ পৃথক্ সিংহাসনে উপবিষ্ট।
মন্ত্রী বুদ্ধিসাগর এবং বৃদ্ধমন্ত্রী দীর্ঘদর্শী তথা বৃদ্ধ
পুরোহিতগণ, বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ
সকলেই যথাযথস্থানে উপবিষ্ট।

শিবদয়াল দূতের প্রবেশ।

দূত। (প্রণাম করিয়া) মহারাজ ধীরাজগণের জয়!

বুদ্ধি। কি শিবদয়াল! সংবাদ কি? তোমাদের মহারাজকে পত্র দেওয়া হয়েচে ত?

দূত। (করজোড়ে) আজ্ঞে হাঁ। উত্তরও এসেছে।

বুদ্ধি। কৈ?—কে এনেছে?

দূত। আজ্ঞে, রামদয়াল পাঁড়ে বলে একজন ব্রাহ্মণ পত্র নিয়ে এসেচেন। পত্রখানি আমারই কাছে আচে। এই নিন্ (দিতে উদ্যত)

বুদ্ধি। আচ্ছা, তা থাকু। এর পরে লওয়া যাবে। তুমি—এখন যাও, সেই পত্রবাহক দূতবরকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

দূত। যে আজ্ঞে।

[প্রণাম পূর্ব্বক প্রস্থান।

নেপথ্যে প্রহর সূচক ঘটিকাবাদন।

বুদ্ধি। (কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া) মহারাজ! এক প্রহর বেলা অতীত হইল। (উপবেশন)

পুরো। (কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া) স্বস্ত্যস্তু বীরভূপালায়াবনিনাথায়। মহারাজ! প্রাত্যহিক সভা তবে আরম্ভ হউক। (উপবেশন)

রঘু। (প্রণাম পূর্ব্বক) যে আজ্ঞে।

রঘু। কেমন দীর্ঘদর্শিন্ !

দীর্ঘ। আজ্ঞে! (বীরাসনে উপবেশন)

রঘু। অদ্য সভায়, যুবরাজগণকে লইয়া বিশেষ বিচার কর্ত্তে হবে না?

দীর্ঘ। আজ্ঞে হাঁ, বিশেষ বলে বিশেষ—মহারাজের সভায় এ পর্য্যন্ত এরূপ বিশেষ সঙ্কটাপন্ন বিচার, কখনও উপস্থিত হয় নাই।

রঘু। দেখুন পুরোহিত মহাশয়!

পুরো। আজ্ঞে, (কিঞ্চিৎ উত্থান)

রঘু। আপনি তবে আজকে প্রাত্যহিক সভার বক্তৃতাদি কার্য্য কিঞ্চিৎ সংক্ষেপে সারিয়া লউন।

পুরো। যে আজ্ঞে মহারাজ! সংক্ষেপেই সারিয়া লইব বই কি? কেবল রাজস্বরূপ বর্ণনমাত্র করিয়াই শান্তি অবলম্বন করিব।

একটি পৃথক্ উচ্চ আসনে উপবিষ্ট হইয়া পুস্তক নিষ্কাশন পূর্ব্বক বক্তৃতা আরম্ভ।

(নেপথ্যে শঙ্খঘণ্টা নিনাদ)

গুরুভ্যো নমঃ। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

রাজা শব্দ বেদের দেবতা শব্দের ন্যায় সামান্য বাচী নহে। বেদেতে মহিষ বৃষভ মণ্ডূক তীর ধনুক প্রভৃতি চেতন অচেতন সমুদায়ই দেবশব্দ দ্বারা সম্মানিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ লোকে, এই রাজা শব্দ সাধারণের ব্যবহার্য্য নহে। রাজা হওয়া, রাজশ্রী শব্দে অভিহিত হওয়া বহুজন্ম জন্মান্তরীণ পুণ্যসাপেক্ষ। এতদ্বিষয়ে বেদ স্মৃতিতে যেরূপ অভিহিত হইয়াছে, সম্প্রতি আমি তাহার সারাংশ গ্রহণ পূর্ব্বক প্রচলিতভাষায় বলিতেছি। মহারাজগণ ও সভ্য সদস্য মহাশয়গণ প্রণিহিত মনে শ্রবণ করুন।

(১) সত্য ত্রেতা দ্বাপর ও কলি এই যুগচতুষ্টয় রাজার ক্রিয়া বিশেষ ব্যতীত আর কিছু নহে। সুতরাং রাজাই যুগচতুষ্টয় স্বরূপ।

[ক] রাজা যখন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সমাপ্ত করিয়া পূর্ণ উৎসাহ যুক্ত হন তখন তাঁহারে সত্য যুগ বলা যায়।

[খ] রাজা যখন কর্ত্তব্য কর্ম্মের রীতিমত অনুষ্ঠান করেন তখন তাঁহারে ত্রেতা যুগ বলা যায়।

[গ] রাজা যখন কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য কর্ম্মের গুণ দোষ অবগত হইয়াও অগ্রাহ্য করেন, তখন তাঁহারে দ্বাপরযুগ বলা যায়।

[ঘ] রাজা যখন ভ্রম বা আলস্যাদি নিবন্ধন রাজ কার্য্য পর্য্যালোচনায় নিরুৎসাহ থাকেন, তখন তাঁহারে কলিযুগ বলা যায়।

(২) ঈশ্বর,—ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্টদিক্পালের সারাংশ গ্রহণ করিয়া রাজার সৃষ্টি করেন। এই জন্য রাজাই ইন্দ্রাদি অষ্টবিধ দেব পদ বাচ্য।

[ক] ইন্দ্র যেমন বারিবর্ষণ দ্বারা শস্যাদির পুষ্টি বিধান করেন তদ্রূপ রাজারেও অভীপ্সিত অর্থবর্ষণ দ্বারা সাধুগণের পুষ্টি বিধান করিতে হয়। এই জন্য ইহাঁরে ইন্দ্র বলা যায়।

[খ] বায়ু যেমন সকল প্রাণির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া বিচরণ করিতেছেন তদ্রূপ রাজারেও গূঢ় চার দ্বারা কি স্বরাজ্য কি শত্রুরাজ্য সর্ব্বত্র বিচরণ করিতে হয়। এই হেতু ইহাঁরে বায়ু বলা যায়।

[গ] যমরাজ যেমন প্রিয় বা দ্বেষ্য বিচার করেন না, কিন্তু প্রাপ্তকালে অপরাধিগণকে উচিত মত সমানভাবেই দণ্ড বিধান করেন তদ্রূপ রাজারেও অপরাধিগণকে সমানভাবেই দণ্ড বিধান করিতে হয়। এই জন্য ইহাঁরে যমরাজ বলা যায়।

[ঘ] সূর্য্য যেমন অগ্রহায়ণ মাস অবধি অষ্ট মাস যাবৎ স্বীয় কিরণ দ্বারা অল্পে অল্পে জল শোষণ করেন তদ্রূপ রাজারেও অর্কব্রত ধারণ পূর্ব্বক প্রজাগণের নিকট হইতে অল্পে অল্পে কর শোষণ করিতে হয়। এই জন্য ইহাঁরে সূর্য্য বলা যায়।

[ঙ] অগ্নি যেমন পাপীগণের শাসনের জন্য বজ্ররূপে প্রচণ্ড ও অসহ্য-বিক্রম হইয়া হিংসাপরায়ণ হন তদ্রূপ রাজারেও দুষ্ট প্রজাগণের শাসনের জন্য, দুষ্ট সামন্তগণের যথার্থ প্রচণ্ড এবং হিংসাপরায়ণ হইতে হয়। এই জন্য ইহাঁরে অগ্নি বলা যায়।

[চ] বরুণদেব যেমন পাশবন্ধন যোগ্য অপরাধিগণকে নিঃশঙ্কচিত্তে স্বীয় বারুণ পাশ দ্বারা বন্ধন করিয়া থাকেন

তদ্রূপ রাজারেও অপরাধি প্রজাগণকে দমনার্থ নিঃশঙ্ক হইয়া বন্ধন করিতে হয়। এইজন্য ইহাঁরে বরুণদেব বলা যায়।

[ছ] চন্দ্র যেমন পূর্ণোদয়ে সকলেরই আনন্দ বিধান করেন তদ্রূপ রাজারেও পূর্ণসাত্ত্বিক ভাবে অবস্থিত হইয়া সর্ব্বসাধারণের মনোরঞ্জন করিতে হয়। এইজন্য ইহাঁরে চন্দ্র বলা যায়।

[জ] কুবের যেমন দেবগণের ভাণ্ডারী তদ্রূপ রাজারেও ভূদেব ব্রাহ্মণগণের ভাণ্ডারী হইতে হয়। এই জন্য ইহাঁরে কুবের বলা যায়।

(৩) পৃথিবী যেমন স্বেদজ অণ্ডজ প্রভৃতি সকল প্রকার উচ্চাবচ প্রাণীগণেরই আশ্রয় হইয়া রহিয়াছেন তদ্রূপ রাজারেও কি বিদ্বান্, কি ধনী, কি মূর্খ, কি অনাথ, সকল প্রকার প্রণিগণেরই আশ্রয় হইতে হয়। এই জন্য ইহাঁরে পৃথিবী বলা যায়।

এইরূপে রাজা ঈশ্বরের প্রতিনিধি বলিয়াই বেদাদি শাস্ত্রে সর্ব্বতোভাবে নিরূপিত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ।

(আসন হইতে অবতরণ। পূর্ব্বস্থানে উপবেশনপূর্ব্বক) সদস্যগণ! এক্ষণে আপনারা সভার অন্যান্য বিচার কার্য্য করিতে পারেন।

বুদ্ধি। যে আজ্ঞে। (প্রণাম)

সকলেরই ভূমিষ্ট হইয়া প্রণাম।

রামদয়াল পাঁড়ে নামক ব্রাহ্মণ দূতের সহিত শিবদয়াল দূতের প্রবেশ।

উভয়ে। মহারাজ গণের জয় হউক।

বুদ্ধি। কি শিবদয়াল! শিব। হাঁ ধর্ম্মাবতার।

বুদ্ধি। ইনিই কি মহারাজ জয়সিংহের দূত?

রাম। (হস্তোত্তোলন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদে) আজ্ঞে হাঁ, আমিই মহারাজ ধীরাজ শ্রীল শ্রী জয় সিংহের দূত। আমার নাম রামদয়াল পাঁড়ে।

বুদ্ধি (প্রণাম সহ) আচ্ছা বেশ্—বোসো।

রামদয়ালের তন্নিকটে ব্রাহ্মণের আসনে উপবেশন।

কেমন পাঁড়েজী! তোমাদের মহারাজের এই শুভ বিবাহ বিষয়ে মতটা কি?

রাম। আজ্ঞে—আজ্ঞে—(করমর্দ্দন) ধর্ম্মাবতার! তবে বলি—ই—ই—

বুদ্ধি। আঃ, তার জন্য তোমার আর ভয় কি হে! তুমি সংবাদ দাতা দূত বই ত নও, বিশেষ আবার ব্রাহ্মণ! তুমি নিঃশঙ্ক-চিত্তে বল, কিছু ভয় নাই।

রাম। যে আজ্ঞে, যে আজ্ঞে, তবে বলি, দেখুন ধর্ম্মা-বতার! আর কিছু নয়, এই বিবাহ বিষয়ে আমাদের

গুর্জ্জরাধিপতি মহারাজের কিঞ্চিৎ 'কিন্তু' হয়েচে! তাঁর ইচ্ছা, কুমারী তরুলতা, কুমারী তনুলতা অপেক্ষা বয়ক্রমে এক বৎসরের জেষ্ঠা, এদিগে কুমার বীরসিংহ কুমার রণসিংহ অপেক্ষা এক বৎসর বয়োধিক সুতরাং তরুলতার সহিত রণসিংহেরই বিবাহ হওয়া শাস্ত্রানুমোদিত, কিন্তু আমাদের মহারাজের, কিছুমাত্র কিন্তু নাই। তিনি আপনাদের মতেই মত দিয়েচেন। ধর্ম্মাবতার! এইরূপে তাঁহাদেরও আবার মতামত নিবন্ধন পরস্পর মনোভঙ্গ হবার উপক্রম হয়েচে।

বুদ্ধি। কি আশ্চর্য্য! তাঁহাদেরও আবার পরস্পর মতামত ও মনোভঙ্গ হ'ল? আচ্ছা বেশ্, তা—এখন বিবেচনা করা যাচ্চে।

রাম। আজ্ঞে, তবে আমি এক্ষণে বিদায় হই।

বুদ্ধি। (প্রণাম সহ) ভালো, তুমি তবে এখন বাসায় যাও।

শিবদয়াল ও রামদয়ালের যথাযথ প্রণাম ও
আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক প্রস্থান।

রঘু। কেমন বুদ্ধিসাগর! অদ্য তবে সভার আর কি কি কার্য্য আছে?

বুদ্ধি। (বীরাসনে উপবিষ্ট ও একখানি পত্র হস্তে করিয়া) মহারাজ! অদ্য নূতন অভিযোগাদি কিছুই নাই।

তবে গত সপ্তাহ অবধি লক্ষী নারায়ণ সেট্‌জী কুতগৃহে আবদ্ধ আছেন, অদ্য তাঁহার শেষ বিচার দিন। অনুমতি হয় ত তাঁহাদের বাদী প্রতিবাদী উভয়কেই উপস্থিত হইতে আদেশ পাঠান যায়।

রঘু। হাঁ, তার আবার জিজ্ঞাসা? এখনই তাঁহা-দিগকে উপস্থিত হইতে দূত প্রেরণ কর।

বুদ্ধি। যে আজ্ঞে-মহারাজ!

(দণ্ডায়মান একজন দূতের প্রতি) দেখ, তুমি শীঘ্র গিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ সেট্‌জীকে ও প্রসিদ্ধ সেই বেদাধ্যায়ী রামব্রহ্ম ত্রিবেদী মহাশয়কে সঙ্গে করিয়া আন। (দূতের প্রস্থানোদ্যম) দেখ,

(দূতের প্রত্যাবর্ত্তন) আজ্ঞে!

ত্রিবেদী মহাশয়কে যেন সম্মানের সহিত আনা হয়।

দূত। যে আজ্ঞে ধর্ম্মাবতার। (প্রণাম ও প্রস্থান)

দীর্ঘ। (বীরাসনে উপবিষ্ট হইয়া) তবে এইসময়ে কুমার গণকেও আহ্বানার্থ দূত প্রেরণ করিলে ভাল হয় না?

রঘু। ওঃ—তার আবার জিজ্ঞাসা? তাঁহাদিগকে তুমি স্বয়ং গিয়া লইয়া এসো।

দীর্ঘ। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

[প্রস্থান।

ধন। কেমন মন্ত্রিন্ !

বুদ্ধি। আজ্ঞে মহারাজ !

ধন। মহারাজ জয়সিংহ ও মহারাজ বিজয়সিংহেরও যে পরস্পর মতামত হোলো, এখন উপায় ?

বুদ্ধি। আজ্ঞে, সে কিছু নয়। এক্ষণে কুমারগণের পরস্পর ঐক্যমত্যই বিশেষ প্রার্থনীয়। অন্যথা অমৃতে গরল উঠিবারই সম্পূর্ণ সম্ভাবনা ?

রঘু। দেখ বুদ্ধিসাগর ! আমি ত বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত হয়েচি। ভাল, ইয়েরইবা কারণ কি ? আমাদের কুমা-রেরাত অদ্বিতীয় বিদ্বান্ ! তা, না হলে, অপরাজেয়া সাক্ষাৎ সরস্বতী তুল্যা জয় বিজয় দুহিতারও কি কখনো পরাজিত কর্ত্তে পারে ? (কিঞ্চিৎ মৌনভাবে অধোবদনে অবস্থিতি) উঃ ! (উদ্‌গ্রীব হওন) অত্যূর্জ্জিত বিদ্যার ফল কি অবশেষে রাক্ষসী অবিদ্যায় গ্রাস করিল ?—মন্ত্রিন্ ! ইয়ের কারণ কি ?

ভাগবত রত্ন। স্বস্ত্যস্তু মহারাজাভ্যাম্। ইহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ যেমন বলিতে সক্ষম, এমন আর কেহ হবে না। অনুমতি হয় ত বলি।

রঘু। (করজোড়ে) বলুন্—আপনি বলিবেন্ তার আবার জিজ্ঞাসা ?

ভাগ। দেখুন, মহারাজ ! বেদ বিভাগকর্ত্তা ভগ-

বানের সপ্তদশ অবতার শ্রীকৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধে স্বয়ংই বোলেছেন, "যশ্চ মূঢ়তমো লোকে যশ্চ বুদ্ধেঃ পরং গতঃ। তাবুভৌ সুখমেধেতে ক্লিশ্যত্যন্তরিতো জনঃ" অর্থাৎ যাহারা এক নিতান্ত অজ্ঞ, তাহারা সুখী— আর যাঁহারা জ্ঞান নৌকায় আরোহণ করিয়া বিবেক ও বৈরাগ্যরূপিণী—ক্ষেপনীদ্বয়ের সাহায্যে প্রকৃতি সমুদ্র পার হইয়াছেন, তাঁহারাই সুখী। এই দ্বিবিধ ব্যক্তি ভিন্ন আমাদের ন্যায় মধ্যবিধ মানবেরা সকলেই ক্লেশ পাইয়া থাকে। অতএব মহারাজ! আপনাদের কুমারেরা যতই কেন বিদ্বান্ হউন না, তাঁহারা মধ্যবিধ লোকের মধ্যেই পরিগণিত, তার ত আর সন্দেহ নাই? তবে কেন আর বৃথা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া চিত্ত ক্ষুভিত করিতেছেন? ফলতঃ জগতের গতিই এই।

ধন। আহা! ভাগবতরত্ন মহাশয়! আপনি এখন কি যথার্থ কথাই বোল্লেন! ইয়ের আর সন্দেহ! কৃতবুদ্ধি না হলে, বিদ্যালোচনা সর্ব্বৈব বৃথা। (অন্যান্য মন্ত্রিগণের শিরঃ কম্পন ও অনুচ্চস্বরে ঐ কথায় অনুমোদন)

রামব্রহ্ম ত্রিবেদী ও শৃঙ্খলাবদ্ধ লক্ষ্মীনারায়ণ
সেট্‌জীর দুইজন দূতের সহিত
প্রবেশ।

বুদ্ধি। ত্রিবেদী মহাশয়! আসুন, আপনি এইস্থানে বসুন। (ত্রিবেদীর ব্রাহ্মণের আসনে উপবেশন)

রঘুপং। কেমন সেট্‌জী তুমি মনে করেচ, আমি এক জন প্রসিদ্ধ ধনী, আমার নিকট দেশদেশান্তরের রাজারাও ঋণ গ্রহণ করেন সুতরাং আমার ন্যায় মান্য জগতে আর কেহ নাই। কেমন—বটে কি না? তুমি কি কখন মহা-ভারত বা ভাগবতও শুনো নাই?—ছিঃ ছিঃ ব্রাহ্মণ! জগৎ পিতা—তাতে আবার বেদজ্ঞ, তিনি কি—না—তোমার নিকটে অপমানিত হোলেন?

ল-সে। দোহাই ধর্ম্মাবতার! ২ উনি আমা দ্বারা কিরূপে অপমানিত হোয়েচেন, অগ্রে তাহারই বিচার হউক, তার পর আমি দোষী হই, দণ্ড পাব। এ—ত আর সত্য যুগ নয়, আর—এই ত্রিবেদী মহাশয়ও কিছু সাক্ষাৎ ভৃগু মহর্ষি নন।

রঘু। (সক্রোধে) অরে রে নরাধম! দুষ্ট! দুর্ম্মতি! এখনও আবার বিচার প্রার্থনা? নাই হোক্ সত্য যুগ? বিষধর সর্পও কি কখন যুগদোষে একেবারে নির্ব্বিষ হয়? অগ্নিও কি কখন অশুদ্ধ দেশে বা অশুদ্ধ কালে থাকিলে, স্বীয় দাহ স্বভাব হতে চ্যুত হয়? তুই জানিস্ নে, ইনি একে ব্রাহ্মণ, তাতে আবার বেদজ্ঞ। ইহাঁতে আর শাল-গ্রামে ভেদ?—তুই অনায়াসে উচ্চ আসনে বসিয়া

রহিলি—ইহাঁকে সর্ব্বসাধারণের সমান আসনে বসাইলি? এ—তোর অপমান করা নয়? জগৎপূজ্য দেব-পূজ্য বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের পক্ষে ইহা অপেক্ষা মৃত্যুও যে শ্রেয়ঃ কল্প। ম্লেচ্ছ! এ তুরুস্ক দেশ—পেলি না কি? দেখ্—বিচার যা হবে, তা, এখনই দেখ্‌তে পাবি? রে দূত?

দূত। আজ্ঞে মহারাজ! (করজোড়ে সম্মুখে অবস্থিতি) দেখ্, তুই এই পাষণ্ডকে এখনই, এস্থান হইতে গলে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক বহিস্কৃত করিয়া,সপরিবারে আমার রাজ্য হতে দূর করিয়া দে। এবং আমার সেনাপতিরে সঙ্গে করিয়া ইহার সমুদায় কোষাগার লুণ্ঠন পূর্ব্বক অর্দ্ধেক আমার কোষাগারে ও অর্দ্ধেক এই ত্রিবেদী মহাশয়কে প্রদান কর্‌বি। যাঃ—এখনই যা।

সেট্‌জী। (রোদন) দোহাই ধর্ম্মাবতার! দোহাই ধর্ম্মঅবতার! দোহাই ত্রিবেদী মহাশয়ের। আমি, ঝক্‌মারি করেচি, বাপের সঙ্গে গু খেয়েচি। আর এমন কর্ম্ম কোর্‌বো না। আমাকে এ যাত্রা রক্ষে করুন।

দূত। যে আজ্ঞে মহারাজ! (অপরাধির প্রতি) চল, আর কেন? যা হবার তা হয়েচে?

(গলে হস্ত প্রদানপূর্ব্বক সেট্‌কে লইয়া দুইজন দূতের প্রস্থান।)

ত্রি০। (স্বগত) উঃ দণ্ডটা কিছু গুরুতর হোয়ে

গেল। আহা! একেবারে এরূপ সর্ব্বনাশ হবে বলে, অগ্রে স্বপ্নেও ভাবি নাই, তা—হোক্, যেমন ক'রে হয়, ইহাকে রক্ষা কর্ত্তে হবে। (প্রকাশে) মহারাজ! তবে আমি এক্ষণে অপসৃত হইতে পারি?

রঘুপৎ। যে আজ্ঞা, তবে আসুন। (প্রণাম) (ধনপৎ সিংহেরও প্রণাম)

ত্রিং। মহারাজগণের জয় হউক।

[প্রস্থান।

দীর্ঘদর্শী মন্ত্রী ও দুই জন কোষ নিষ্কাশিত অসি-
হস্ত শরীররক্ষকের সহিত যুবরাজবীরসিংহ
ও যুবরাজ রণসিংহের প্রবেশ।

বুদ্ধি। (উত্থিত হইয়া) আসুন, এই স্থানে এসে উপবেশন করুন।

(উভয়ের মহারাজদ্বয়ের সম্মুখবর্ত্তি
বিশেষ আসনে উপবেশন)

রঘুপৎ। কেমন বাপু? তোমরাত সাধারণ স্বভাবের বশবর্ত্তী নও। তবে, কেন এরূপ সংস্কৃত হৃদয়ে অসংস্কৃত ভাব হঠাৎ উপস্থিত হোলো?

ধন। আহা যুবরাজগণ? তোমাদের শুভ্র হৃৎকমলে সরস্বতী সাক্ষাৎ মূর্ত্তিমতী হইয়া উপবিষ্টা—কি আশ্চর্য্য

এখন তাঁহার জ্যোতি কি এতই নিষ্প্রভ—যে, এক অসার অভিমান অন্ধকারও নষ্ট হইল না? অথবা সত্যই বটে, আবরণস্বভাব মোহমেঘের গাঢ় অবরণ অখণ্ডনীয়।

বীর। মহারাজ! একথা সমুদায়ই সত্য, তার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু পিতঃ! আমি যখন তমঃ প্রধানা প্রকৃতি সতীরে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক, বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বকই বলি কেন? দেবঋণ, পিতৃঋণ ও মনুষ্যঋণ, এই ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হইবার জন্য, শাস্ত্রানুজ্ঞা প্রেরিত হইয়া, পিতা মাতার অনুমোদন সহকারে, সানন্দে, পাণি-গৃহীতী করিতে উদ্যত, তখন আমাদের শুভ্রহৃৎকমল বাসিনী বিদ্যা পত্নীরে অতিসগোপনে নিষ্প্রভ করিয়াই রাখিতে হইতেছে। পিত! তেজস্তিমিরবৎ বিরুদ্ধ স্বভাব সপত্নীদ্বয় পতি সন্নিধানে কখন কি একাসনে স্ব স্বরূপে অবস্থিত হইতে পারে? (অধোবদনে অবস্থিতি)

রণ। তা যা হউক? পিতঃ! এক্ষণে আমাদের এই মাত্র প্রার্থনা, আমাদের সম্বন্ধে যদি রীতি মত বিচার হয়, ভালই, অন্যথা আমরা স্বয়ংই আগামী সপ্তাহে যাহা হয়, মীমাংসা করিয়া শ্রীচরণে সংবাদ দিব। সম্প্রতি, এই সামান্য বিষয় লইয়া অন্যান্য রাজকার্য্যের প্রতিবন্ধকতা করা উচিত হইতেছে না।

রঘু। (অত্যানন্দে পুত্র পৃষ্টে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক)

সাধু পুত্র, সাধু! অবশ্য, হবে না কেন! সহস্র হউক, বিদ্যার বিমলজ্যোতি কতক্ষণ আর আবৃত থাকবে? বেশ্, বাপু—বেশ্—আমি যথার্থ বল্‌চি—তোমাদের এরূপ বিশুদ্ধ প্রস্তাবে বড়ই প্রফুল্ল হইলাম। ইহার অপেক্ষা সুখের কথা আর কি হইতে পারে?—যাক্ এখন তোমরাই তবে স্বয়ং বিচার করিয়া হংসের ন্যায় অসার অংশের পরিত্যাগ পূর্ব্বক সারাংশ গ্রহণ করিয়া মীমাংসা কর গিয়ে। বাপু! আমরা এত দিনে নিশ্চিন্ত হইলাম।

উভয়ে। (উত্থিত হইয়া) তবে এক্ষণে আমরা বিদায় প্রার্থনা করি?

(রঘুপৎ ও ধনপৎ উত্থিত হইয়া "এস, বাপু এসো" বলিয়া মস্তকাঘ্রাণ ও আলিঙ্গন)

[কুমারগণের রক্ষিগণের সহিত প্রস্থান।

রঘু। মন্ত্রিগণ? এক্ষণে তবে সভা ভঙ্গ কর।

সকলেই। যে আজ্ঞে।

[সকলেরই উত্থান ও প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপ।

তৃতীয় অঙ্ক।

গুর্জ্জর রাজধানী।

দুর্গের প্রান্তভাগ রণভূমী।

পঞ্চাস্ত্রবদ্ধ কবচপরিধায়ী অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় কুমার বীর সিংহের দুইজন শরীররক্ষকের সহিত প্রবেশ। অশ্ব হইতে অবতরণ ইতস্ততঃ পাদচালন।

কিঞ্চিৎ পরেই কুমার রণসিংহেরও ঐরূপে প্রবেশ ও অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক অপর দিগে পাদচালন।

শরীররক্ষকগণ। (একপার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া) তবে আমরা কি অশ্ব লয়ে দুর্গে যাবো ?

উভয়েই। হাঁ তোমরা অশ্ব লইয়া শীঘ্র এখান হতে প্রস্থান কর।

রক্ষকগণ। ' যে আজ্ঞে ' (প্রণাম।)

[অশ্ব লইয়া প্রস্থান।

রণ। (কপট হর্ষে অন্য দিগে পাদচালন করিতে করিতে)

সুপ্রভাত আজি মম সুনীল গগণে,
উদিল রবি, ফুটিল নয়ন কমল।
পশিল কিরণ কলা—নাশিল আমার
মানস তিমির রাশি ; যথা রত্নরাজি
বিনাশয়ে দরিদ্রের মানস তিমির।
সহসা উৎসাহ আজি যুদ্ধ করিবারে !
কার সঙ্গে ? ধিক্ ক্ষাত্রে ! এ যে প্রাণবন্ধু !
পাষাণে অঙ্কিত যথা রেখা অবিচল,
তেমতি ছিল বন্ধুতা মম সম ভাবে
যার সঙ্গে, হায় ! সেই সুহৃৎ কি না আজি
উদ্যত এবে ছিঁড়িতে হৃদয়নিগড় !
হৃদয় ! কেমনে তোয়ে সান্ত্বিব ? কিরূপে
ত্যজিব তাহারে ? হায় ! নিষ্ঠুরতা করি
সত্যই কি হবে তুস্ট এ পাষণ্ড ! না, না,
হবে না, হবে না, স্নেহ আছয়ে সহায় !

বীর। (সম্মুখবর্ত্তী হইয়া)
ধন্য ক্ষাত্র ধর্ম্ম, ধন্য বান্ধব ব্যাভার।
জগতে থাকে না যেন দৃস্টান্ত তোমার।
আহা, তুমি মম বন্ধু, তাইসে করিলে
স্নেহেরে দোসর ? তাই দুঃখে দুঃখী এবে ;
তাই বুঝি ভাসিতেছ নয়ন বারিতে ?

ছাড় ছাড় অভিমান, কেন আর গর্ব্বে
বৃথা হতেছ ভারিক্কে ? ছিঁড়িতে বন্ধুতা
নিগড় নাহি হে দোষ কৌটিল্য থাকিতে !
কিন্তু এবে রণসিংহ ! জীবন থাকিতে
সুকোমল তব দেহে, দেবে না বেদনা
কখনই বীরসিংহ। বাল্যাবধি তুমি
করেছ সম্মান অতি, দিয়েছ খুলিয়া
সরলে হৃদয় দ্বার, মেনেছ আদেশ
সদা আজ্ঞা বহ হয়ে। কি আশ্চর্য্য ওহে !
সেই তুমি রণসিংহ ! সেই না তোমার
কপট শূন্য হৃদয় ! উঃ, কালে কি না হয় !
থাকৃ, সহিতেছি সব ; কিন্তু তাও বলি,
আমার মুখের গ্রাস কাড়িয়া লইতে
বাসনা যখন তব, তার প্রতীকার
অবশ্য হইবে এবে। দেখিবে দেখিবে
শীঘ্র কুকর্ম্মের ফল.? আমি কি সে বন্ধু
তোমার ? সুহৃৎ কভু ধনীর দরিদ্র !

রণ। (থাম্) বৃথা বাহ্য আড়ম্বর কেন করিস্ আর ?
বীরত্ব বন্ধুত্ব তোর জানি ভাল মতে।
কি আশ্চর্য্য ! শৈলশৃঙ্গে—হিমাদ্রি শিখরে—
পঙ্গুর বাসনা এবে আরোহণ করি !

মাকসা কি পদ দিয়া, নিদ্রিত কেশরী
কেশর কলাপ পারে আকর্ষিতে? যাক্,
এ বাসনা পরিহর। শৃগাল হইয়া,
কি সাহসে ব্যাঘ্র মুখ আঘ্রানিবে বল?

বীর। কি—আমি কি ভয় করি তোমার বিক্রমে?
মায়ার মায়াতে আর কেন হে মাতিছ?
অভীরু বিক্রম মোর প্রসিদ্ধ জগতে।
অহহ! আমার সহ তোমার বিক্রম?
ভাবিতে বিদরে বুক্—শোন্ রণসিংহ!
শুক পাকি সম তুই—শার্দ্দূল আনন
চুম্বিতে করিস্ ইচ্ছা? মূর্খ! কি সাহসে
ভাল, দর্পিত ভুজঙ্গ করিবি পেষণ
চঞ্চু দিয়া? ধিক্ তোরে, ধিক্ তোর জ্ঞানে?
গজেন্দ্র নিকটে তুই ক্ষুদ্রজীব ভেক
জানিস্ নে? কি সাহসে হইলি কুপিত?
হায়!—শৃঙ্গী কীটও কি শৃঙ্গী সহ যুঝে
শৃঙ্গের গৌরবে? মূর্খ! স্থির হও, ত্যজ
এ বাসনা। কেন বৃথা ভ্রমিতেছ ভ্রমে?

রণ। (অত্যন্ত ক্রোধে আস্ফালনপূর্ব্বক ঘুরিতে ঘুরিতে)
কর দিয়া যদি নর বিদলিতে পারে
পাষাণ, অথবা অন্ধ, চিত্রিত ভবনে

দেখে যদি চিত্রাবলি, মরীচিকা জলে
যদি স্নান করে কেহ পুণ্য কুতুহলী?
ফণীমুখ চুম্বি যদি চুম্বে প্রিয়ামুখ?
কর দিয়া যদি কেহ ঢাকে অংশুমালী?
রিক্ত পদে সুখে যদি বিচরিতে পারে
সুশাণিত অসিধারে? দক্ষ বক্ষ দিয়া
যদি কেহ কভু পারে ভাঙ্গিতে কুঠার?
কিংবা ক্ষুদ্র পঞ্চাঙ্গুলি মানে যদি কেহ
পারে গগণ মাপিতে? আনন্দে চর্ব্বিতে
যদি কেহ কভু পারে আয়স চণক?
অথবা অঙ্গার শয্যা পাতিয়া যে সুখে
সুষুপ্ত হইতে পারে?—জেন বীরসিংহ!
সেই মম প্রতিদ্বন্দ্বী আছয়ে জগতে!
আমার সম্মুখে তব ঈদৃশ বিক্রম?
করিও না, নাহি লজ্জা? নাহি অপমান?
হায়! তুমি বাখানিলা মোরে অনায়াসে?
আজি তব সিংহদর্প খর্ব্ব করি আমি
চুম্বিব প্রিয়ার পাণি তোমারি সম্মুখে?
বামন মানব হ'য়ে, গগণ বিহারী
শশী, দেখিব দেখিব, কিরূপে করে ধরে!

বীর। রণসিংহ! কোরো নাক এত আস্ফালন।

অতি দর্পে লঙ্কানাথ সবংশে নির্ব্বাণ !
হিরণ্যকশিপু আদি, আদি দৈত্য গণ
মহাবল পরাক্রান্ত তাঁহারাও হত
না বুঝে নিজের বল। এখনও বলি,
দেখ চেয়ে আত্মপানে ; বুঝ বলাবল।
কেন তুমি বৃথা এবে রাজিল (*) হইয়া
যুদ্ধ করিতে উদ্যত গরুড়ের সনে ?
কি আশ্চর্য্য হে তোমার বুদ্ধিবিবেচনা ?
খদ্যোত প্রভাবে তুমি পরাজিবে রবি।
ধন্য সাহস তোমার ? বলিহারি তোয়ে,
কূপ হয়ে স্পর্দ্ধা এবে জলনিধি সহ ?
হরিণ বালক হয়ে সিংহসনে বাদ ?
নাশিব এবার তোরে, আর রক্ষা নাই,
ফেলিয়া ভূমে ঐ অঙ্গ, দলিত করিব
অকাতরে ; যথা করী—অশ্বত্থবিটপী
শুণ্ডে ধরি পদতলে দলিয়া নাশয়ে।
কিন্তু হায় ! জন শ্রুতি আছে চিরকাল,
নির্ব্বলীর প্রতি বলী করয়ে করুণা !

---

* অর্থাৎ বিষহীন সর্প (ঢোঁড়া) হইয়া।

রণ। (কিঞ্চিৎ কপট হাস্যে)

করি না তোমার কাছে সাহায্য প্রার্থনা।
নীরনিধি কি ভিক্ষিবে সরোবর কাছে
নীর আশে ? ধনাধিপ দেবতা ভাণ্ডারি,
সেও কি রে নিঃস্ব হয় ধর্ম্ম হীন মানব
যথা। সবলের নীতি জান কি দুর্ব্বল ?
ব্যর্থ অভিমান মদে মাতিছ মরিতে ?
হায়্‌ ! যার আশে মোর নদ নদী গিরি,
বন উপবন কত, কত দুষ্ট দেশ,
উল্লঙ্ঘি সতত এই বিদেশে বসতি !
অনায়াসে সেই ধনে অযথা বাসনা ?
আজি তার সমুচিত দিব প্রতিফল।
দেখিব দেখিব ওহে পুরুষ-শৃগাল !
আমার সে রত্ন ভোগ্য অথবা তোমার ?

বীর। (কি !) কি বলিলি ? সে রতন তোর ভোগ্য হবে ?
হবে না হবে না কভু !

রণ। — — — — — — যদি বেঁচে থাকি !
আর এই দেহে যাবৎ থাকিবে শোণিত !
থাকিবে শ্বাস্‌ ! শোন্‌রে মূর্খ ! সে আমারি !

বীর। দিবার স্বপন তোর এ মানস রাজ্য,
অবিলম্বে হবে মিথ্যা শূন্য হবে সব,

ভাসিবে তখন বক্ষ তিতি অশ্রুনীরে।
স্মরিবি তখন মম এই বাক্যামৃত !

রণ (অত্যধিক ক্রোধে উন্মত্তবৎ হইয়া)
অরে রে দুর্ম্মতি ! দুষ্ট নরাধম পাজী !
জান না, কৃতান্ত বেশে অবতীর্ণ আমি ?
এখনি দেখাই তোর্ অথবা আমার
দিবার স্বপন মিথ্যা হবে অবিলম্বে ?
কি—ক্ষত্রিয় শরীর কি শোণিতে কাতর !
দেখ্ রে পাষণ্ড ! এই কৃপাণ, শাসিছে
তোয়ে, যথা রাবণেরে শাসে রঘুবীর !

বীর। (সবলে পয়্ তরা পূর্ব্বক অসিনিষ্কাশন করিয়া)
তবে আয়্ দেখা যাক্ বিক্রম দুর্ব্বার !
কিরূপে করিস্ যুদ্ধ কৃতান্তের সনে ?

(পরস্পর পয়্ তরা পূর্ব্বক আঘাত প্রতিঘাত
করিতে করিতে অত্যুচ্চরবে)

রণ। সামাল্ সামাল্ ষণ্ড ! সামাল্ এবার !

বীর। (ঐ রূপ অবস্থায়)
রক্ষা কর্ রক্ষা কর্ মরিলি এবার !

রণ। গেলাম্ গেলাম্ ওরে আর্ না আর্ না।
(কিঞ্চিৎ সামলাইয়া অত্যধিক বেগে প্রতিঘাত)

বীর। অন্যায় অন্যায় তোর এই কি? বীরপনা?

[পরস্পরের আঘাতে পরস্পরেরই পতন।]

পটপ্রক্ষেপ

চতুর্থ অঙ্ক।

মহারণ্যসমীপস্থ সিন্ধুনদী তীর।

তীরের অতিসন্নিদ্ধ একটী সুবৃহৎ অশ্বত্থ বৃক্ষের মূলে রাজকুমারী তরুলতা ও তনুলতা বৈধব্য বেশে উপবিষ্টা।

তরুলতা কপোলে কর বিন্যাস পূর্ব্বক অধোবদনে গান তৎপরা।

গীত।

পাহাড়ী—মধ্যমান।

হায় বিধি বল তব এ কোন বিচার নীতি?
কেন বধ কর সদা নির্দ্দোষ অবলা জাতি?
এ ঘোর যাতনা রাশি, কেন দেও হে দিবানিশি,
দিয়ে আকাশের শশি, হর পুনঃ এ কি রীতি?

উক। (বক্ষস্থলে করাঘাত পূর্ব্বক) হায়্ ২ সখি! আমরা পূর্ব্ব জন্মে কাহারেও কি এইরূপে অনাথা করে ছিলাম? সখি! আমাদের পিতা কি এই পারিতোষিক দিলেন? ইয়েরই নাম পারিতোষিক! (কিঞ্চিৎ মৌনাবলম্বন) না, তাঁরই বা কি দোষ! আমরা স্বয়ংইত ইচ্ছা পূর্ব্বক যেচে নিয়েচি। আঃ সখি! আর আমাদের এ জীবন কার জন্যে? হাঃ প্রাণনাথ! তুমি কি সত্য সত্যই জগৎ পরিত্যাগ করেচ? না, আমাদের বুঝি বুদ্ধি ভ্রংশ হোলো, তা না হলে, তোমার এ অর্দ্ধাঙ্গ এখনও কেন নাম রূপ ধারণ করে আচে?—প্রাণেশ্বর! জীবিত নাথ! আমরা যে অনেক আশা করে পরীক্ষিত স্বয়ংবরা হোয়েছিলাম! এখন আমাদের সে আশা পূর্ণ করে দাও। এখন আমাদের এই ভ্রমটী দূর করে দাও। হাঃ হৃদয়বল্লভ! হৃদয়েশ! তুমি কি, অভিমান করেচ? আমরা তোমার কীটানুকীট যোগ্য হোয়ে, তোমাদের পরীক্ষা নিয়ে ছিলাম—তাই বুঝি এখন আমাদেরও পরীক্ষা করে, তার প্রতিশোধ নিচ্চো। (হাঃ হতবিধি) (কিঞ্চিৎ মৌনভাবে পুনঃ অবস্থিতি) (উদ্গ্রীব হইয়া) পূজনীয় কবিগণ! তোমাদেরও কি বুদ্ধি ভ্রংশ হয়েছিল? হাঃ তোমরা কি অভিপ্রায়ে যে পাষাণময়ী স্ত্রীজাতির অবলা নাম রেখেচ?. কি অভিপ্রায়েই যে তাহাদিগকে

কোমলাঙ্গিনী বলেচ, আর কি অভিপ্রায়েই যে তাহাদের কোমলতাতে আবার শিরীষ পুষ্পের সাদৃশ্য দিয়েচ তাহা এক বার আমাদিগকে এখন বোলে যাও। হাঃ পাষাণশরীর! হাঃ পাষাণ হৃদয়! তোরা যথার্থই পাষাণ! তোদের আশ্রয় নাই—তোরা আচিস্?

তনু। দেখ সখি! আর রোদন করে ফল কি বল? বরং যাঁহারা আমাদের জন্য—আমাদের সুখের জন্য—এই পাপ মর্ত্ত্য ভুমি পরিত্যাগ করে গেচেন, এখন চল, আমরাও যাই, তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিগে (কিঞ্চিৎ ব্যগ্রভাবে ইতস্ততঃ দৃষ্টি সঞ্চালন) সখি! দেখ, দেখ, ঐ—ঐ—যে সখি! ঐ—যে সখি! আমাদিগকে ডাকুচেন—ডাকুচেন—(পতন ও মূর্চ্ছা)

তরু। সখি! ও সখি!—তুমিও আমায় ফাঁকিদিয়ে অগ্রসর হোলে? (সবেগে উত্থিত হইয়া) দাঁড়াও সখি! দাঁড়াও—দাঁড়াও, আমিও এলাম, একটু অপেক্ষা কর ২ (বেগে নদীতে ঝম্পপ্রদানোদ্যম)

[নেপথ্যে সুগভীর স্বরে দৈববাণী]

হে অবোধ কুমারীগণ! স্থির হও স্থির হও। বৃথা কেন ভ্রমে পড়িয়া পরপ্রেমাস্পদ আত্মারে কলুষিত করিতেছ? প্রতিনিবৃত্ত হও। তোমাদের পতি এখনও জীবিত। অনুসন্ধান কর। ইষ্ট আরাধনা কর।

[ঝম্পাদেওয়া নিবৃত্তি স্তব্ধীভাবে দণ্ডায়মানা। এদিকে তনুলতার দৈববাণী শ্রবণে মূর্চ্ছাভঙ্গ।]

তনু। তরু! কি হোলো? কে আমায় এখানে আন্‌লে? (শনৈঃ শনৈঃ উত্থিত হইয়া তরুলতার সমীপে গমন ও তাহার অঙ্গ সঞ্চালন)

তরু। অ্যাঁ অ্যাঁ, কি শুন্‌ল্যেম্? (উপবেশন)

তনু। (উপবিষ্ট হইয়া) সখি! তবে কি স্বপ্ন দেখি নি?

তরু। না ভাই, এ ত স্বপন নয়। আমার বোধ হয়, ইহা আমাদের বাল্য কালের পার্থিব শিবপূজার ফল, দৈববাণী। অবশ্য এ দৈববাণী তার ত সন্দেহ নাই। সখি! এখন কি করি?

তনু। দেখ সখি! এই দৈববাণীর মধ্যে তিনটী কথা প্রকাশ পাচ্চে।

তরু। (ব্যস্তভাবে) কিরূপ সখি! কিরূপ ভাই?

তনু। দেখ ভাই "পতি জীবিত" একথাটি অবশ্য শুন্‌তে পেয়েচ?

তরু। তা আর শুনি নি।

তনু। যাক্, তবেত সখি! এখনও আমরা বাল বৈধব্য নরকে পতিত হই নি? আর দেখ ভাই! তার পর দ্বিতীয় "অনুসন্ধান কর" এই দৈববাণীদ্বারা স্পষ্টই আদেশ

হোল যে, বনে বনে, তীর্থে তীর্থে, ভ্রমণ কর, তাহাতেও যদি অকৃতকার্য্য হও, আপন আপন স্বামীর উদ্দেশ না পাও, তা হলে "ইষ্ট আরাধনা কর।" ইষ্ট আরাধনায় যে ইষ্ট লাভ হবে তার আর সন্দেহ কি। কেমন সখি! এই দৈববাণী দ্বারা এইরূপ ভাবই প্রকাশ পাচ্চে না?

তরু। হাঁ ভাই, আমারও এইরূপই বোধ হচ্চে। তবে এখনই চল না কেন সখি!

তনু। না ভাই, একটু কথা আচে। দেখ, আমরা একে স্ত্রীলোক, তায় আবার রক্ষকহীনা। এ অবস্থায় আমরা, দুষ্ট মতি গণের এক প্রকার খাদ্য সামগ্রী বল্লেই হয়, এদিগে পথে ভয়ানক ভয়ানক অরণ্য ও অসদ্ রাষ্ট্র পাওয়া সম্ভব। অতএব আমাদের উচিত, অগ্রে আমাদের লাবণ্য জ্যোতির আবরণার্থ শরীর মৃত্তিকাদি দ্বারা কদর্য্য করিয়া লই। কেমন, কি বল সখি?

তনু। সখি! এ অতি সুপরামর্শ। কারণ, স্ত্রীলোকের রূপলাবণ্যইত যত সর্ব্বনাশের মূল। হাঃ—রূপলাবণ্য যদি স্ত্রীসম্বন্ধে সৃষ্টি না হোতো, তা হলে কোনো দুষ্কার্য্যই হোতো না—আমরাই কি তাহলে এরূপ বিপদাপন্ন হতেম্ তা যাহোক্, এখন তবে এসো—সাদের কুঙ্কুম লেপন করিগে।

(উভয়েরই তীরে গিয়া মৃত্তিকা লেপন করিতে ২ গান)

গীত।

ভৈরবী। আড়াঠেকা।

কোন্ দোষে দোষী? নাথ! এ দাসী তব চরণে।
ত্যজিয়া দুখিনী, এবে, সখে! আছ কোন্ স্থানে?
এস নাথ, দেখ গিয়ে, দাসী কুঙ্কুম লেপয়ে,
যাহার কারণে তব বিচ্ছেদ বন্ধুর সনে।
বনে বনে ভ্রমি সদা, ত্যজিয়ে সুখ, প্রমদা,
খুঁজিবে জীবন ধনে ত্যজিয়া এবে জীবনে॥

[ধূলি মর্দ্দন করিতে করিতে প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

ভয়ানক অরণ্য।

ব্যাঘ্র ও সিংহের পরস্পর ঘোরতর সংগ্রাম। অনতিদূরে ছিন্নমস্তক মনুষ্যদ্বয় পতিত।

উন্মাদিনী বেশে তরুলতা ও তনুলতার প্রবেশ।
প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাঘ্রসিংহের সংগ্রাম দেখিয়া ভয়ে ঝোপের মধ্যে উপবেশন।

(অনন্তর তরুলতা তনুর দিগে দৃষ্টিপাত না করিয়া শুদ্ধ এক ২ বার ঐ সংগ্রাম ও ঐ রক্তাক্তকলেবর ছিন্ন মস্তক শবদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)

(সোৎকম্পে হৃদয়ে হস্তদান) আঃ, হৃদয়! আজ তুমি কেন এত সাহসহীন? ব্যাঘ্রসিংহের সংগ্রাম দেখে? না, তা নয়, ভয়ানক সংগ্রাম, কার কাচে ভয়ানক? যার দেহে, প্রাণ আচে, প্রাণ—কার দেহে আচে, যার প্রাণাধীশ জীবিতনাথ জীবিত। (তনুর দিকে দৃষ্টিপাত) সখি! আমাদের জীবিতনাথ কি এখনও জীবিত? সত্যই কি জীবিত? না—কখনই না। (কিঞ্চিৎ মৌনভাবান্তে) কৈ সখি! উত্তর দিচ্চ না যে? সখি! তুমি মনে কচ্চো "পতি এখনও জীবিত" এই দৈববাণী শুনেচ—তবে আর কি, ঐ দৈববাণীদ্বারাই আমাদের শুভাদৃষ্ট একেবারে চিরজীবিত হোয়ে গেচে? (মুখ প্রত্যাবর্ত্তন পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ শবদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া) হাঃ নাথ! হাঃ হৃদয়েশ! তোমরা কি এখন এরূপ অবস্থায় পতিত হোয়ে, আমরা পতিপ্রাণা কি না পরীক্ষা কর্‌চো? হাঃ কমলনয়ন! হাঃ বিশালহৃদয়! তোমাদের যদি এইরূপে বনে বনে ভ্রমণ করাই সংসারের সার কার্য্য বোলে স্থির হোয়ে ছিল, তবে নাথ! কেন তোমার অর্দ্ধাঙ্গিনী ভার্য্যারে সঙ্গে নাও নাই?—প্রাণেশ! তুমি কি জান্তে না, দুঃখিতজনের ভার্য্যাই একমাত্র মিত্র? হাঃ তুমি কি আমায় ভার্য্যা বোলে এক মুহূর্ত্ত ও হৃদয়ে স্থান দাও নাই? হাঃ সাবিত্র সতী যমলোকগত গতপ্রাণ স্বামীকেও

জীবিত করে এনেচিলেন, অয়ি বল্লভ! তোমার এই চির অভাগিনী কি এই যৎসামান্য হিংস্রক জন্তু মুখ হতেও রক্ষা কত্তে অপারগ হোতো? অথবা এখন আপৎকাল, সতীত্ব সূর্য্য পাতিব্রত্য কিরণের সহিত অস্তাচলগামী হচ্চেন—সুতরাংই অগ্রাহ্য করেচ।

তনু। না, না, তুমি ক্ষেপেচ না কি? নাঃ, তাঁরা কখনই হবেন্ না। তা হোলে, অনুসন্ধান বা তপস্যা করে বন্ধ্যাপুত্র লাভ কর্‌বো না কি? এও কি সখি সম্ভব? দৈববাণী কি কখনও মিথ্যা হয়?—ও তোমার মনের ভ্রম বেগ মাত্র। আর দেখ সখি! মনুষ্যগণের মস্তকই নাম রূপের পরিচায়ক। মস্তক না থাকলে শুদ্ধ অবয়বদ্বারা ব্যক্তি নির্ণয় হয় না। অতএব আমার পরামর্শ এই, তোমার ভাই যদি নিতান্তই ভ্রম না যায়, তবে চল, একবার সাবধানে ঐ স্থানে গিয়ে মস্তক কোথায় আচে দেখে আসা যাক্ (উত্থিত হইয়া) আমার ত সখি, কিছু মাত্র সন্দেহ হচ্চে না।

[উভয়ের প্রস্থান।

(একজন পঞ্চাস্ত্র বদ্ধ অশ্বারোহি শীকারির প্রবেশ পশ্চাৎ পশ্চাৎ ঢাল তরওয়াল্ হস্তে "মার" ২ শব্দে কতিপয় সৈনিকের প্রবেশ।)

১-ম। ঐ•রে—ঐ ঐ—

২-প। }
৩-প। } মার্ মার্—শালারে মার্।
৪-প। }

৪-প। দেখ্‌রে দেখ, ঐ— ঐ ঐ, হায়, হায়, আমাদের গোলাবসিংহ ও রামসিংহ মামা মারা পড়েচে রে মারা পরেচে !

সকলে। অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ, তাইত তাইত ?

অনন্তর সকলেরই তীর নিক্ষেপ ও নানাবিধ অস্ত্র প্রয়োগ। ব্যাঘ্র ও সিংহের পলায়ন পশ্চাৎ পশ্চাৎ "মার মার" শব্দে সকলেরই প্রস্থান।

পট প্রক্ষেপ।

পঞ্চম অঙ্ক।

কৈলাস পর্ব্বত।

উপত্যকা।

মহাদেবের মন্দির।

উপত্যকার নিম্নে ছিন্ন পত্র কুটীর দ্বয়। তন্মধ্যে কুশাসনো-
পরি তরুলতা এবং তনুলতা সর্ব্বাঙ্গে ভস্মাবগুণ্ঠিতা
বাকলপরিধানা মুদিতনয়না ইতস্ততঃ জটাকলাপে
পরিব্যাপ্তা হইয়া বদ্ধ-পদ্মাসনে
অধোবদনে ধ্যান নিমগ্না।

বীণা বাদনের সহিত সুমধুর গান গাইতে গাইতে
দেবর্ষি নারদের স্বর্গ হইতে অবতরণ।
(প্রবেশ কালে তাঁহার বাহুমূলদ্বয়ে দুইটি
বীণা ঝুলিতেছে।)

গীত।

রাগ ভয়রোঁ—চৌতাল।

(ধ্রুব পদম্।)

জয় শম্ভু শিবশঙ্কর প্রভাকর।
জগত বপু ত্রিণেত্র ত্রিতাপাখ্য ত্রিশূলধর।
হর হর বিশ্বেশ্বর, ভুজঙ্গ জটাধর
গঙ্গাধর, স্মরহর।

কণ্ঠাগত নরকপালে, ধ্বক ধ্বক জলে বহ্নি কপালে,
প্রমথ বেষ্টিত দিগম্বর।
লক্ষ্মীশ নারায়ণ, ত্বং ব্রহ্ম সনাতন
গুণেষু রঞ্জন নির্গুণ হর॥

(তনু ও তরু উভয়ের সমাধি ভঙ্গ। যোগাসন হইতে উত্থিত হইয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণতি)

তরু। (গদ্গদস্বরে) দেব! আপনি কি আমাদের অভীষ্ট দেব?

নার। বৎস! না,—আমি তোমাদের অভীষ্ট দেব নহি, তাঁহার অনুচর। আমার নাম নারদ, আমি ব্রহ্মার মানস পুত্র। তোমাদের অভীষ্ট দেব-দর্শন যাহাতে শীঘ্র হয় তাহারই উপায় উপদেশ দিবার জন্যই আমার এখানে আগমন। আমি ভক্ত গণের উপকারার্থ এইরূপে ত্রিভুবন পর্য্যটন করিয়া থাকি। দেখ বৎসে! আমি এত দিন কিছু মাত্র সংবাদ পাই নাই। সংবাদ পেলে আমি কোন্ কালে আসিতাম। অদ্য আমার পিতা যখন আমার ভগ্নী উষার হরণে প্রবৃত্ত ছিলেন, আমি সেই সময়ে দেবরাজের নন্দন বনে ধুস্তুর পুষ্প চয়ন করিতে ছিলাম। এমন সময়ে হঠাৎ দেবাদি দেব আশুতোষের অনুচর নন্দির সহিত সাক্ষাৎ হয়। তিনি তখন গিরিজার জন্য পারিজাত

পুষ্পা হরণে বড়ই ব্যস্ত ছিলেন। তথাপি তোমাদের এই অত্যাশ্চর্য্য তপস্যার কথা আমায় বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়া বলিলেন যে, তাঁহার ভক্তগণের আয় ব্যয় হিসাব পুস্তকে তোমাদের নাম লেখা হইয়াছে।

তনু। (সাশ্চর্য্যে) প্রভো! সে কি রূপ? তাঁহার ভক্তগণের আয় ব্যয় পুস্তকে এ সামান্য ভক্তিহীন তপস্যা-হীন মানবীর নাম কিরূপে উঠিল?

নার। হাঁ, তাহারও কারণ যাহা শুনিয়াছি, বলি, শ্রবণ কর। আশুতোষের এক দিন তোমাদের তপস্যা বলে মস্তক চালিত হয় সুতরাং নন্দিকে ভক্তগণের হিসাব পুস্তকে সেটুকু লিখিয়া রাখিতে হইয়াছে।

তনু। সে যাহোক, এক্ষণে দেব! আমাদিগকে কি উপায় উপদেশ দেবেন, শীঘ্র ব্যক্ত ক'রে কৌতূহল নিবৃত্তি করুন।

নার। দেখ বৎস সকল, তোমরা অতিরিক্ত তপস্যা কোরেছো, এখন আর বড় তপস্যা কর্‌বার আবশ্যক হোচ্চে না। কারণ, আশুতোষের যখন তোমাদের তপস্যায় মস্তক চালিত হোয়েছে, তখন আর বড় বিলম্ব নাই। এখন এক কার্য্য কর, তোমরা দুইজনে মিলিত হইয়া বীণাস্বর সংযোগে সাম গান করিতে আরম্ভ কর। যে পর্য্যন্ত তাঁহার দর্শন না পাও, ক্ষান্ত হইও না। আশুতোষ আমাদের অত্যন্ত

সংগীতপ্রিয়। শীঘ্রই দর্শন দিবেন। তোমরা এই বন মধ্যে কোথায় আর বীণা পাইবে, এই বিবেচনায় আমি দুইটী বীণা সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি। এই নাও, গ্রহণ কর।

(বাহুমূল হইতে বীণাদ্বয়ের অবতারণ ও উভয়কে প্রদান। উভয়ের গ্রহণ ও ভক্তিভাবে প্রণতি)

তরু। (করযোড়ে) দেব! এ সেবিকাদের উপরে যে আপনার অসম্ভাবনীয় দয়া হইবে, আর এ সেবিকারা যে এরূপ আপনার অলভ্য দর্শন পাইবে, ইহা অস্মদাদির স্থায় হতভাগিনীদের স্বপ্নের অগোচর। যাহোক্, ভগবন্! এখন আমাদের একটী বিষয়ে সন্দেহ আছে, আপনার নির্ভয় বর পাইলে, শ্রীচরণে নিবেদন করিতে সাহসিনী হই।

নার। বৎসে! কি তোমার জিজ্ঞাসা আছে, ব্যক্ত কর, নির্ভয় বর দিলাম।

তরু। দেব! আমরা দ্বিজাতি ক্ষত্রিয়া বটী, কিন্তু আমাদের স্ত্রী জাতিতে কি যজ্ঞাদি কর্ম্মাতিরিক্ত স্থানে বেদোচ্চারণে অধিকার আচে? বিশেষ এ ত সামবেদ।

নার। (ঈষৎ হাসিয়া) বৎসে! তোমাদের এরূপ জিজ্ঞাসা অবশ্য যুগানুরূপই বটে। মহর্ষি বেদব্যাস স্ত্রী শূদ্রের উদ্দেশে অষ্টাদশ পুরাণ ও ইতিহাসাদির সৃষ্টি করিয়াছেন সুতরাং তাঁহারে স্ত্রী শূদ্রের বেদোচ্চারণ নিষেধ করিতে হইয়াছে। সে যাহোক্, এক্ষণে তোমরা এক কার্য্য

ঙ্কর, সামগানের পরিবর্ত্তে যথাসময় প্রচলিত বিশুদ্ধ স্বর, বিশুদ্ধ রাগ রাগিনী ও মূর্চ্ছনা আলাপাদি যুক্ত গান করিয়া তাঁহারে সন্তুষ্ট কর। তাহাতেই বা ক্ষতি কি?

তনু। প্রভো! আমারও কিঞ্চিৎ জিজ্ঞাস্য আছে।

নার। কি বল, শীঘ্র বল, আমি স্বর্গ লোকেই অধিক্ষণ অবস্থিতি করি না, এ ত মর্ত্ত্য লোক!

তনু। দেব! আপনি যে বলিলেন, অদ্য আমার পিতা যখন আমার ভগ্নী ঊষাদেবীর হরণে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন আপনি নন্দনকাননে গমন করেন। প্রভো! এ কি হোল? ব্রহ্মার কন্যাগমনাপবাদ তবে কি সত্য সত্যই! বিশেষ তিনি এরূপ মহাপাপ কার্য্য প্রত্যহই কি করিয়া থাকেন?

নার। (অট্ট হাস্যকরিয়া) হাঃ হাঃ হাঃ, বৎসে! কি আশ্চর্য্য এখনিই কলিতে কি বেদ বিদ্যা একবারে সমূলে লুপ্ত হইয়াছে? হায়! অগ্রে জানিতে পারিলে এ বেদহীন পাপ মর্ত্ত্য ভূমি কি স্পর্শ করিতাম? তা যা হোক্, এক্ষণে অতি সংক্ষেপে তোমাদের সন্দেহ দূর করিয়া দিতেছি, শ্রবণ কর। ব্রহ্মা বলিতে সত্য সত্যই কিছু চতুর্ম্মুখ বিশিষ্ট এক জন জীব বিশেষ বা ঐ রূপ দেব যোনী বিশেষ নহে। যিনি কার্য্য অপেক্ষা বৃহৎ—কারণ স্বরূপ তাঁহারেই ব্রহ্মা কহে। ব্রহ্মা বা কারণ সুতরাং একই পদার্থ জানিবে। পক্ষে, যিনি কারণ স্বরূপ তিনিই এই জগতের

প্রসবিতা অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা, এইজন্যই ইহাঁর নাম সবিতা বা সূর্য্য হইয়াছে। তিনিই আমার পিতা। এদিকে ঊষা রাত্রির নামান্তর মাত্র। সূর্য্যের আবরণ না পড়িলে ইহার উৎপত্তি হয় না সুতরাং জগৎপ্রসবিতা সূর্য্যই ইহার পিতা। এই সম্বন্ধে ঊষা আমার ভগ্নী। এখন দেখ, জগৎপ্রসবিতা যখন উদিত হন, তখন ঊষার হরণ হয় কি না? বৎসে! এ হরণ অদর্শন স্বরূপ। মানব প্রসিদ্ধ উপভোগার্থ গ্রহণ নহে। এইরূপে এই সূর্য্যই প্রজা পালন করেন বলিয়া প্রজাপতি পদবাচ্য জানিবে। (হঠাৎ অন্তর্ধান)?

তরুলতার ও তন্নুলতার এক তানে বীণাস্বর সংযোগে গান আরম্ভ ?

গীত

আলেয়া—ঝাঁপতাল।

আশুতোষ মহেশ।
শান্তি রাশি দেও হে উমেশ॥
স্মরারি শঙ্কর, দেখা দাও হর,
তব পূরণ বেশ॥

লুম ঝিঁঝিট্—আড়াঠেকা।

জয় হর হর।
ভালে ভাতে আধ চাঁদিম সুরেশ শঙ্কর।
বিপদ বারিদ তম—বিনাশনে সক্ষম—দীনার দোষ ক্ষম
তাপ তার অসুরারি সন্তোষ কর॥

পর্ব্বতের উপর হইতে ত্রিশূল হস্ত নন্দি ও ভৃঙ্গির সহিত
বৃষস্কন্ধে আরূঢ় শিঙ্গা ডম্বুরহস্তে মহাদেবের অবতরণ।
তাপসীগণের নিকটস্থ হওন।

(নেপথ্যে শিঙ্গা বাদন)

মহা। বরং বৃণু বরং বৃণু।

(রাজকুমারী দ্বয়ের সাষ্টাঙ্গে প্রণতি। ততঃ কর যোড়ে
দণ্ডায়মানা হইয়া বরপ্রার্থনা)

গীত

বিভাষ—ঝাঁপতাল।

হে দেব ! বর দান কর হে চপল হৃদয়ে
প্রাণ পরম সতীত্ব অমৃত ময়॥
দেহ জ্ঞান, দেহ মান, দেহ স্বামি পদ প্রান্ত,
দেও হে দরশন তাঁর শেষ ভিক্ষা এই হে॥

মহা। (গম্ভীর স্বরে শিরঃ কম্পনপূর্ব্বক) বৎসসকল !
তোমাদের স্বামী মহামায়ার মায়ায় আবদ্ধ। মহামায়ার
রাজ্যে প্রস্থান করিতে পার, কিন্তু—উ—উ।

(হঠাৎ বজ্রপাত উল্কাপাৎ ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার হইল।
মহাদেবের শিঙ্গা বাদন পূর্ব্বক প্রস্থান। সঙ্গে সঙ্গে
কুটীর দগ্ধ, কুমারী দ্বয়ের ভয়ে প্রস্থান)

পটপ্রক্ষেপ।

—০ঃ০—

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কামাখ্যা পুরী, সুরম্য অট্টালিকা। মহারাজ্ঞী
অনঙ্গ পত্নীর মহাসভা।

এক বৃহৎ সিংহাসনের উপরে মহারাজ্ঞী উপবিষ্টা। পার্শ্ব-
দ্বয়ে এক এক জন চামর ব্যজনকারিণী ও এক এক
জন কোষনিষ্কাশিত অসি হস্তে দণ্ডায়মানা
শরীর রক্ষিকা এবং ছত্রধারিণী ও তাম্বূল
করঙ্কবাহিনী প্রভৃতি।
সিংহাসনের সম্মুখে যথাযথ স্থানে রসিকা ও রতি-
রঙ্গিণী নাম্নী মন্ত্রিণী দ্বয় এবং মোহিনী প্রভৃতি
পারিষদ স্ত্রীগণ উপবিষ্টা।
সভাদ্বারে কোষ নিষ্কাশিত অসি হস্তে দুইজন
দ্বার পালিকা পাদ চালন তৎপরা।

রসি। রাজ্ঞি! আমার বিবেচনায় আগন্তুক সেই পুরুষরত্ন দুই টীকে অদ্য এই মহাসভায় আনয়ন করা হোক্।

মোছি। বিশেষ তাঁহারা শুনেচি নাকি অতিশয় রূপ-বান্—এমন কি অনেকে অনুমান কোরেচেন, সাক্ষাৎ কন্দর্পই মানব মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে, মহামায়ার সহিত সাক্ষাৎ কর্‌বার জন্য আগমন কোরেচেন্। এখন আর কিছু নয়—আমার এই ভাবনা হোচ্চে, পাচে ছোট রাণী জানিতে পারিয়া অগ্রেই হাত্ করেন, তা হলেই ত প্রমাদ ?

রতির। না, না—তার জন্য আর বড় ভাবনা নাই ? আমি অগ্রেই তার উপায় কোরে রেখেচি। তাঁরা রাজ্যে প্রবিষ্ট হবা মাত্র আমি তাঁহাদিগকে লয়ে আমাদের মহারাজ্ঞীর জগৎবশীকরণ সেই মদনকূপে স্নান করা-ইয়াচি। আর, কার সাধ্য, পিঞ্জরাবদ্ধ সুবর্ণ বিহঙ্গমকে হস্তগত করে।

মহা-অন। দেখ রতি! তারা নাকি শুন্‌চি অতিশয় বালক ? এখনও শ্মশ্রু উঠে নাই।

রসি। না—না—এও আবার কথা! তাঁহারা বালক কেন হবেন, পূর্ণ যুবা, তবে হাঁ, শ্মশ্রু উঠে নাই বটে—তা নাই উটুক। সকল পুরুষেরি কি সমান সময়ে উঠে থাকে! কেন, রতিরঙ্গিণী! তোমার কি ভাই স্মরণ নাই ? আমাদের মহারাজ্ঞীর সপ্তম পতির চল্লিশ বৎসর বয়ঃ ক্রমেও শ্মশ্রু ছিল না।

রতি। আর না হয় বালকই হোলেন, তাতেই বা ক্ষতি কি? বৃদ্ধ না হোলেই হোল।

(সকলের অনুচ্চ হাস্য)

অন। রসিকে! তবে আর বিলম্ব কেন, তাঁহাদের আহ্বানার্থ দুতী প্রেরণ কর।

রসি। যে আজ্ঞে ধর্ম্মময়ি? (দণ্ডায়মানা দুতীকে ইঙ্গিতে আহ্বান। দুতীর নিকটে আগমন

রসি। দেখ, তুমি সেই অভিনবাগত বনিক্‌ পুত্র দুটীকে শীঘ্র এখানে নিয়ে এসো।

বাগ্বিলাসিনী দুতী। যে আজ্ঞে কামময়ি।? (প্রণাম পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ অগ্রসর হওন?)

রসি। আর দেখ বাগ্বিলাসিনি!।

দুতী। (প্রত্যাবর্ত্তন) আজ্ঞে বলুন।

রসি। তাঁহাদিগকে খুব সম্মানের সহিত যেন আনা হয়।

দুতী। যে আজ্ঞে লাবণ্যময়ি?

[প্রণাম ও প্রস্থান।

অন। কেমন রতি! তাঁহাদের সঙ্গে কি কিছু বাণিজ্য দ্রব্য আছে? আমার বোধ হয় তাঁহারা যখন বনিক্‌ পুত্র শুনেচি, তখন অবশ্য থাকা সম্ভব। অতএব আমাদের এখন উচিত, তাঁহাদের সন্তোষার্থ যত টাকার দ্রব্য সঙ্গে

থাকুক না কেন, সে সমস্তই ক্রয় করিতে হবে। কি বল, তোমার এতে কি মত ?

রতি। তার আবার জিজ্ঞাসা ? আমার ত ইচ্ছে এ রাজ্যই যদি তাঁহাদের অধীনে হয়, তা হলেই বা ক্ষতি কি ?

(বাগ্বিলাসিনী দুতীর সহিত দুইজন বনিক্ পুত্রের প্রবেশ)

মন্ত্রিণীগণ। (উত্থিত হইয়া) আসুন, আসুন, এই দিকে আসিয়া বসুন।

(করস্পর্শ পূর্ব্বক সকলেরই এইরূপে নিজ নিজ সমীপে বসাইতে উদ্যম)

অন। (উত্থিত হইয়া) আসুন, এই আমার নিকটে আসিয়া বসুন। (হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিজ সমীপে বসান)

অন। আপনারা এখানে আসিয়া অবধি কোন রূপ কষ্ট পাইতেছেন ত না ?

মল্লেশ। না রাজ্ঞি। কষ্ট কি, কিছু মাত্র না।

(রসিকার পরিচয় লইবার জন্য মহারাজ্ঞীর ইঙ্গিতে আদেশ)

রতি। আর্য্য বনিক্পুত্রগণ! এক্ষণে আমরা মহারাজ্ঞীর এই মহাসভার প্রচলিত নিয়মে বাধ্য হইয়া, আপনাদের পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি।

মল্লেশ। ভাল, তায় আর ক্ষতি কি ? (স্বগত) তবেই

হোয়েচে ? কি সর্ব্বনাশ। এখন ত দেখ্‌চি আগা গোড়া সমস্তই মিথ্যা বোল্‌তে হোল।

রতি। ভাল, আপনাদের নিবাস ?

মল্লেশ। আমাদের নিবাস—গিয়ে—উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে বেহারের নিকট, 'ধনগাঁও' নামক গ্রামে।

রতি। আপনাদের নাম ?

মল্লেশ। ইহাঁর নাম মল্লার রাও।

মল্লার। ইহাঁর নাম মল্লেশ রাও।

রতি। আপনাদের কি অভিপ্রায়ে এ দেশ পবিত্র করা হোয়েচে ?

মল্লেশ। আমরা বনিক্ পুত্র, জাতিতে বৈশ্য সুতরাং বাণিজ্য ব্যবসারের জন্য সর্ব্বত্রই ভ্রমণ করিতে হয়। সম্প্রতি এখানেও সেই উদ্দেশে আসা হোয়েচে।

রতি। ভাল জিজ্ঞাসা করি—এখানে এমন কোন বস্তু ক্রয্য আছে, যাহা লইয়া গিয়া বিদেশে লাভবান্ হইবেন। আর এখানে এমন কোন বস্তুরই বা অভাব বা অপ্রতুল আছে, যাহা আপনারা দেশান্তর হইতে আনিয়া বিক্রয় পূর্ব্বক লাভবান্ হইতে পারেন। (হুঁঃ কিঞ্চিৎ হাস্য ও শিরঃকম্পন) আপনারা জানেন্ না। এখানে মহামায়া আমাদের মহারাজ্ঞীর রাজ্যে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া দেশের অভাব সকল বিমোচন কচ্চেন।

মল্লেশ। (করজোড়ে) দেখুন আর্য্য রমণীগণ! আপনারা এই মহারাজ্যের মন্ত্রিণী, সকললোকপূজ্যা সুতরাং আপনাদের কথা আমাদিগকে শিরোধার্য্যই করিতে হয়, তথাপি কিঞ্চিৎ বলি, দয়া দৃষ্টি বিতরণ পূর্ব্বক শ্রবণ করুন। মহামায়া শুদ্ধ এই ভূমি টুকুতে প্রাণিগণের অভাব বিমোচন করিতেছেন, এমত বিবেচনা করা, ঈদৃশ মহাসভার সভ্যাগণের যোগ্য হইতেছে না। দেখুন, তিনি আমাদের মানবের ন্যায় পক্ষপাত মহাপাতককে হৃদয়ে স্থান দেন না। তাহাহইলে তাঁহার ঈশ্বরীত্বই আর কি? তবে হাঁ! বিশেষের মধ্যে এই বলা যাইতে পারে, এই স্থান টুকু তাঁহার এই বিশাল জগদ্রূপি রঙ্গ ভূমির নেপথ্য স্থান, সুতরাং এখানে অভিনেত্রী নায়িকাগণের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে।

মোহি। তা যাহোক্, এক্ষণে আমার একটী নিবেদন আছে।

মল্লেশ। কি বল্‌বেন্? বলুন্।

মোহি। আমাদের এই মহামায়া-মহারাজ্ঞীর সাম্রাজ্যে যে কোন বিদেশী পুরুষ আসুন না কেন, আমরা তাঁহাদের এইরূপে প্রথমে পরিচয় গ্রহণ করি, কিন্তু তার পর তাঁহাদের উপরে মহারাজ্ঞীর সম্পূর্ণই দয়া দৃষ্টিপাৎ হইয়া থাকে। বিশেষ আপনাদের ন্যায় রূপবান্ পুরুষগণের ত

কথাই নাই। মহারাজ্ঞী এরূপ পুরুষ রতনকে বড় ভাল-বাসেন। এমন কি জমী জায়্গির বিবিধ মণি মাণিক্য বিবিধ অমূল্য অপ্রাপ্য সাক্ষাৎ রতি তুল্যা এই সকল জগন্মোহিনী কামিনী রত্নও তাঁহাদিগকে অতিপ্রেমের সহিত দান করিয়া থাকেন। অতএব আপনাদিগকে অদ্যই হোক্ বা কল্যই হোক্, সর্ব্ব প্রথমে অতি অল্প করে গুটি দশেক বিবাহ করিতে হইবে। কারণ, অগ্রে বিবাহ না করিলে আপনাদের সহিত আমাদের প্রেম বন্ধনী হইতেছে না। এখন বলুন, কি অভিপ্রায়? অদ্যই কি এই শুভ কার্য্যের আয়োজন করা যাইবে, না কল্য?

মল্লেশ। (মহারাজ্ঞীর প্রতি) রাজ্ঞি! আমাদের বহু দিন হইল বিবাহ হইয়াছে এবং যে জন্য বিবাহ করিতে হয়, তাহাও ঈশ্বরেচ্ছায় সম্পান্ন হইয়াছে অর্থাৎ একটি কন্যা ও একটি পুত্র রত্ন লাভ করিয়াছি। অতএব এক্ষণে শুদ্ধ রতি সুখ সম্ভোগার্থ বিবাহ করিতে ইচ্ছুক নহি। (মহা-রাণীর ঈষৎ বক্রদৃষ্টি পূর্ব্বক হাস্য)

রতি। দেখুন, কুমারগণ; আপনাদের বিবাহ হোয়েচে তায় আর ক্ষতি কি? এদেশে মহামায়া সাক্ষাৎ বিরাজ-মানা। তাঁহার কৃপায় বিবাহিত পুরুষেরাও অতি সম্মানের সহিত গৃহীত হইয়া থাকেন। তার জন্য আর আপনাদের ভাবনা কি? বেস্ তো—আপনাদের পুর্ব্ব বিবাহিত পত্নীর

কন্যা পুত্র হোয়েচে। ভালই হোয়েচে! আপনারা এখন তাঁহাদের ঋণে মুক্ত।

মল্লেশ। (স্বগত)-তবেই আর কি, কৃতকৃতার্থ হোলেম্। কি আপদ্, এমন বিপদেও কি কেউ পড়ে। হাঃ অদৃষ্ট! এখন শেষ যে আর কি কপালে আচে বলা যায় না।

মল্লার। আচ্ছা, তবে আমরা একবার দেশে যাই, গিয়ে, পরামর্শ করে, যাহা স্থির হয় আপনাদিগকে পত্র দ্বারা জানাব।

মল্লেশ। এখন তবে আমরা বিদায় হই।

(প্রণাম, উত্থান। সঙ্গে সঙ্গে মল্লারেরও উত্থান। মন্ত্রিণী-গণ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক পুনশ্চ সবিনয়ে বসাইলেন। অনন্তর সকলেরই পরস্পর গাত্রে হস্ত দান ও অট্ট হাস্য)

রসি। দেখুন বনিকৃপুত্রগণ! আপনারা এক্ষণে অত্যন্ত নির্ব্বোধ অরসিকের ন্যায় কথা কহিলেন। প্রেম কি কাহারো সঙ্গে পরামর্শ ক'রে হয়? তা—যাহোক্, এখন আপনাদিগকে কিঞ্চিৎ উপদেশ দি, শ্রবণ করুণ। এই যে আমাদের মহারাজ্ঞীকে দেখিতেছেন, আপনারা ইহাঁকে কি বিবেচনা করেন? ইনি সত্য সত্যই কি আমাদের ন্যায় মানবী? মনেও করিবেন না—স্বপ্নেও আনিবেন না। ইহাঁর ইচ্ছাতেই, ইহাঁরই অচিন্ত্য কৌশলেই জগৎ স্পন্দিত হচ্চে। ইনিই সেই ত্রিগুণাত্মিকা বৈষ্ণবী মায়া, এঁর ইচ্ছামত কার্য্য

না কর্‌লে, আমি সত্য বল্‌চি আপনাদিগকে ঘোরতর বিপদে পড়িতে হবে। আমাদের এই মহামায়া-মহারাজ্ঞীর আপনাদের ন্যায় পুরুষ কন্দর্পের ক্ষণ কালের জন্যও রাজধানী-বহিষ্কৃত হতে আদেশ নাই। যা হোক্‌, এখন আপনাদিগকে সাবধান করে দিচ্চি। ও কথা, ভ্রম ক্রমেও আর তুণ্ডাগ্রে আন্‌বেন না।

রতির। তা যাক্‌, এখন বলুন্‌, বিবাহের দিন স্থির কবে করা যাবে?

অনঙ্গ। দিন ত আজই ভাল আছে। বিশেষ আজকের রাত্রিরে বই আর নিশীথ সময়ে 'সুতহিবুক যোগ' শীঘ্র পাওয়াও যাবে না। সুতরাং এই রাত্তিরেই শুভকর্ম্ম শেষ হওয়া আমার মত। তবে বল্‌তে পারি নে, মন্ত্রিণীগণের কি মত?

(এই কথা শ্রবণ মাত্র বনিক্‌ পুত্র দ্বয়ের ভয়ে কম্পন ও ইতস্তত দৃষ্টি নিক্ষেপ)

অনঙ্গ। (সহাস্যে) আপনারা দেখ্‌চি কিঞ্চিৎ ভীত হয়েচেন।

মল্লেশ। না, না—ভীত হবার বিষয় আর কি? অত্যন্ত গ্রীষ্ম বোধ হোয়েচে।

রতি। ওরে! প্রহরিণী কে আছিস্‌রে?

(নেপথ্যে) আজ্ঞে—আমি আচি।

একজন প্রহরিণীর প্রবেশ।

রতি। ওরে, শীঘ্র কোরে একজন, তাম্বুল করঙ্ক-বাহিনীকে পাখা নিয়ে এখানে পাঠিয়ে দে।

প্রহ। যে আজ্ঞে কামময়ি! (প্রণাম)

[প্রস্থান।

(ব্যজন হস্তে তাম্বুল করঙ্কবাহিনীর প্রবেশ এবং বণিক্ পুত্রদ্বয়কে ব্যজন করিতে নিযুক্তা)

মল্লেশ। (করযোড়ে) রাজ্ঞি ! আমাদের একটি নিবেদন আচে।

সকলেই। (ব্যস্তভাবে) কি, কি, কি, বলুন ?

মল্লেশ। কথাটা কি—আমরা এখানে এসে একটী বিশেষ গোপনীয় দৈব অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত আচি, তাহাতে আর এক সপ্তাহ লাগ্‌বে। অতএব প্রার্থনা, এই কয়েক দিন, শুভকার্য্য স্থগিত রাখ্‌লে ভাল হয়।

অনঙ্গ। কি বল রসিকে! এরূপ রসিকতায় সম্মতা আচ ?

রসি। আজ্ঞে! হাঁ, আছি বই কি ? কিন্তু—তা হ'লে এক কার্য্য করা যাক্ না কেন ? নিশীথ সময়ের আর ত বড় বিলম্ব নাই। আমরা তবে এখনই উদ্‌যোগ কর্ত্তে আরম্ভ করি না কেন ?

মল্লার। (স্বগত) (করুণস্বরে) হাঃ করুণাময় !

তোমার জগতে থেকেও এরূপ বিপদে পতিত হোলেম্ ! (সক্রোধে) আঃ বেটী কি সম্মতই হলেন্ । আজ রাত্রেই আমায় বিয়ে কর্বেন ! বড় আশা ! জানেন্ না এ দিকেও স্ত্রিলীঙ্গ ! (সকরুণে) হাঃ অদৃষ্ট ! এখন কি হবে ? যেরূপ গতিক দেখ্‌ছি, তাতেত আজ রাত্রিরেই আমাদের আয়ুশেষ হবে, তার আর কোন সন্দেহ নেই । হাঃ স্বামিন্ ! আমি মরি,—মরি, তাতে কিছু ক্ষতি নেই কিন্তু এই বড় মর্ম্মান্তিক যাতনা রইল, আমার চির আশ্রিত, চির অপরিতৃপ্ত দুঃখিত নয়ন দুটিও আমার সঙ্গে সঙ্গে নির্ব্বাণ হবে, হায়্ ! তাদের আশাটাও মিটতে পার্‌লেম্ না ! ! (প্রকাশে) ভাল, আমরা আপনাদের প্রস্তাবেই সম্মতা হোলেম কিন্তু প্রহর খানিকের জন্য এখন একবার আমাদিগকে মহামায়ার মন্দিরে যেতে হবে । সেখানে আমরা ২ প্রহর রাত্রি পর্য্যন্ত যাহাতে একান্ত হয়ে আরাধনা কর্ত্তে পারি এরূপ ব্যবস্থা করে দিতে হবে ।

অনঙ্গ । উত্তম, এতে আর আপত্তি কি ? স্বচ্ছন্দে আপনারা মহামায়ার মন্দিরে যান, আরাধনা করুন গিয়ে । বরং আমি আপনাদের আরাধনার সমুদায় আয়োজনও করিয়া দিতেচি ।

মল্লেশ । না, রাজ্ঞি, ! আমাদের আরাধনার্থ কিছু মাত্র আয়োজনের আবশ্যক নাই । তবে এই মাত্র ভিক্ষা,

এই প্রহর খানিক, সেখানে আমরা দুই জন ভিন্ন অন্য কেহ না থাকে এরূপ ব্যবস্থা হলে ভাল হয়।

অনঙ্গ। তা বেশ্—এ আর বিচিত্র কি? দেখ, রতি-রঙ্গিণি! তুমি ইহাঁদিগকে আমার নিজ চেটীদ্বয়ের সহিত মহামায়ার মন্দিরে পাঠিয়ে দাও। আর ইহাঁরা এই এক-প্রহর কাল সেখানে যাহাতে একান্ত থাকেন তাহার ব্যবস্থা কর গিয়ে। যাও, তবে আর বিলম্ব করো না। এদিগে রাত্রি প্রায় একপ্রহর অতীত হলো।

(নেপথ্যে একপ্রহর রাত্রি সূচক ঘটিকা বাদন)

রতির। তাইত, এরই মধ্যে একপ্রহর রাত্রি হোলো! (বনিক্ পুত্রদ্বয়ের প্রতি) গা তুলুন্ তবে। আর বিলম্ব করা হবে না। আপনাদিগকে মন্দিরে পাঠিয়ে দিয়ে, এদিগে, আমাদিগকে আবার বিবাহ ও রাসের উদ্যোগ কর্‌তে হবে।

মল্লেশ। না! বিলম্ব আর কি? চলুন্ তবে

(উত্থান। মল্লার রাওয়েরও উত্থান। রতিরঙ্গিণীর পশ্চাৎ পশ্চাৎ প্রস্থান)

অনঙ্গ। দেখ, রসিকে!

রসি। আজ্ঞে ইচ্ছাময়ি! (কর জোড়ে)

অনঙ্গ। এখন তবে সভাভঙ্গ করা যাক্।

রসি। যে আজ্ঞে, রাজ্ঞি!

(সকলের উত্থান। মহারাণী, রতিরঙ্গিণী ও রসিকারে দুই পার্শ্বে করিয়া তাহাদের উভয়ের কর স্পর্শ পূর্ব্বক দণ্ডায়মানা হইয়া। মোহিনী প্রভৃতি পরিষদ্‌স্ত্রীগণের প্রতি আদেশ করিতেছেন।)

অনঙ্গ। দেখ, তোমরা সকলে, আমার রাস মণ্ডপে যাও। যত শীঘ্র পার, বিবাহ ও রাসের উদ্‌যোগ কর গিয়ে। আমরা তিনজনে সময় মতই উপস্থিত হব।

মোহিনী প্রভৃতি। যে আজ্ঞে রাজ্ঞি! এখনই আমরা চল্লেম্।

{ এক দিগ্‌ দিয়া মন্ত্রিণীদ্বয়সহ মহারাণীর প্রস্থান।
{ অপর দিগ্‌ দিয়া অন্যান্য স্ত্রীগণের প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

(দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক)

দৃশ্য

[কামাখ্যা]

চারিদিগে উচ্চ উচ্চ পর্ব্বত শ্রেণী, মধ্যে সমতল
পর্ব্বত। তাহার উপরে কামাখ্যা পীঠ।
অর্গল-বদ্ধ স্বর্ণমন্দির।
অনতিদূরে দুইজন কোষনিষ্কাশিত অসিহস্তে
প্রহরিণী দণ্ডায়মানা।

কতকগুলি স্ত্রীযাত্রির পুষ্পের সাজি এবং
পূজোপকরণহস্তে প্রবেশ।

১ প্রহ। (দ্রুতবেগে গিয়া পথপ্রতিরোধ পূর্ব্বক) আরে! তোরা এখন এত রাত্তিরে আর কিজন্যে এলি?

১ যাত্রি। কি বলেন্? জগদম্বার পূজাতে নিষেধ করেন্ ক্যান্?

২য় প্রহ। (মুখে হস্ত দিয়া) চুপ্ চুপ্ চুপ্। একটু থাম্। খানিক্ পরে মন্দিরে যাস্। মহারাণীর যে নূতন দুজন বর এসেচেন্ তাঁরা এখন পূজো কচ্চেন, এসময়ে গেলে কেটে ফেল্‌ব। (অসি স্পর্শ পূর্ব্বক ভয়প্রদর্শন)

সকলেই। না বাপু! তবে কায্ নেই।

[সকলেরই বেগে প্রস্থান।

(মন্দির মধ্যে গীত)

রাগিণী—ঝিঝিট্ ললিত। তাল ধিমা তেতালা।

"যেমন জননী তুমি, জানাইলা জানিলাম আমি গো!
শিববাক্য সত্য জ্ঞানে, বিশ্বাস আছে শ্রীচরণে,
অবিশ্বাস হেতু মায়া, ঘটাও তুমি আমার আমি! ১।
ক্ষণে ক্ষণে দেখাও রঙ্গ, উৎপত্তি প্রলয় ভঙ্গ,
না দেখি তার অঙ্গি অঙ্গ, এই রঙ্গে ভ্রমাও ভ্রমি। ২।
ত্রিগুণে পৃথক্ হোয়ে, সদা থাক মা লুকায়ে,
তুমি কি সামান্যা মেয়ে, কাম শূন্যা হয়ে কামী॥ ৩॥"
এই বারে হলেম হত, রক্ষাকর মা সময় মত,
ভ্রমিতেছি অবিরত, তোমারী শরণ লয়ে আমি॥ ৫॥

(নেপথ্যে দ্বিপ্রহর রাত্রি সূচক ঘটিকা বাদন)

১ প্রহ। (২য় প্রহরিণীর প্রতি) ওলো! শুন্‌লি ত, দুপুর বেজে গেল! চল্ চল্ তবে, এইবারে মন্দির খুল্‌তে বলিগে।

২য় প্রহ। হাঁ, সই! আর দেরি কল্লে চল্‌বে না।

(উভয়ের মন্দির দ্বার দেশে গমন)

১ম। (দ্বারে আঘাত পূর্ব্বক উচ্চৈঃস্বরে) ও গো—ও—গো! কপাট্‌টা খোলো গো! দুপুর বেজে গেল। শীগ্‌গির খোলো। আর দেরী কল্লে মহারাণী মোদের কেটে ফেল্‌বে।

২য় প্রহ। (হাঃ হাঃ হাস্য) ও লো! অত বোল্‌তে হবে না। আপনিই খুল্‌বে। (দ্বারে আঘাত) ও গো! ও পুরুষ! ওগো! কপাট্‌টা খোলো, আর কেন? তোমাদের বিয়ের লগন যে বয়ে জায় । হা! হা! হা!—"যার বিয়ে, তার মনে নেই, পাড়া পরসির ঘুম নেই।"

(মন্দিরের দ্বার উন্মোচন)

(বনিক্‌ পুত্রদ্বয়ের ম্রিয়মাণ হইয়া দ্বারে ঠেস্‌ দিয়া নতকন্ধরে দণ্ডায়মান হইয়া ঘন ঘন দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রক্ষেপ।)

১ প্রহ। চলুন্‌ না গা, আর দেরী করেন কেন? লগ্ন যে বয়ে জায়।

মল্লার। (উদ্‌গ্রীব হইয়া) কোথায় যেতে হবে?

১ প্রহ। এই নিকটেই— মহারাণীর বিলাস বাড়িতে।

মল্লার। কেমন বাছা! সেখানে কি আচে? আমাদিগকে নিয়ে তারা কি কর্‌বে?

প্রহরিণীগণ। (হাস্য) হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ, মশায়! আপনি বলেন কি?—চলুন্‌ ২ আর দেরী কর্‌বেন না। যা হবে, তা দেক্‌তেই পাবেন। (হস্তধারণ করিয়া বল পুর্ব্বক লইয়া যাইতে উপক্রম)

মল্লার। (পায়ে পড়িয়া) তোমার চরণে ধরি (উদ্‌গ্রীব হইয়া করজোড়ে) দেবি! আমাদিগকে নিয়ে মহারাণী কি কর্‌বেন ভেঙ্গে বলুন। আমাদের মন বড় চঞ্চল হোয়েচে।

১ম প্রহ। (শশব্যস্ত হইয়া) আঃ করেন্ কি, করেন্ কি? আপনারা ক্ষেপেচেন্ না কি? কি তাজ্জুবের কতা। সেখানে আজ আমাদের মহারাণী, আপনাদিগকে বিয়ে করে, রাসে উট্‌বেন, তা কি আর আপনারা শুনেন নি? (মুখ প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক ক্রন্দনস্বরে) এ ত ভাল বিপদে পড়্‌লেম বাপু! এখন কি করি? এদিগে দেরী হোলে রাণী মোদের কি রাখ্‌বেন্! এককোপেই নিকেশ্ করে ফেল্‌বেন (সক্রোধে) তোমরা উঠ্‌বে কি না বল, নইলে অপমান করে নে যাব। ভাল চাও ত এখনই উঠো—উঠো—উঠো বল্‌চি! (হস্ত ধরিয়া সবলে উত্তোলন)

২য় প্রহ। আঃ নেকা আর কি? কিছু যেন জানেন না। চল—চল আর দেরী করা হবে না।

[উভয়ে সবলে বণিক্‌ পুত্রদ্বয়কে লইয়া প্রস্থান।

পটপরিবর্ত্তন।

(তৃতীয় গর্ভাঙ্ক)

দৃশ্য।

কামাখ্যা-মহারাজ্ঞীর বিলাস কানন গৃহ।

মধ্যে রাসমণ্ডপ।

কেহ চম্পাকলতা, কেহ তুঙ্গবিদ্যা, কেহ রঙ্গদেবী, কেহ সুদেবী, কেহ ভদ্রলেখা ও কেহ ধনিষ্ঠিকা বেশ ধারণ পূর্ব্বক নানা বিধ পুষ্পমাল্য ও সুগন্ধি দ্রব্যাদি লইয়া স্থানে স্থানে রক্ষা করিতে ব্যগ্রা।

প্রহরিণীদ্বয়ের সহিত বণিক্‌পুত্র দ্বয়ের প্রবেশ, সখিগণের সানন্দে অভ্যর্থনাকরণ। অনন্তর সকলের যথাযথ স্থানে উপবেশন।

চম্পাক। দেখ তুঙ্গবিদ্যে! আজকে আমাদের কি সুখের দিন—কেমন ভাই! আজকে আমরা যেন ব্রজে, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বসে ক্রীড়া কচ্চি না?

তুঙ্গ। হাঁ সখি, তার আর সন্দেহ? দ্বাপরে গোপী গণ একটী মাত্র শ্রীকৃষ্ণ পেয়েচিলেন, আমরা ভাই আজকে যুগল শ্রীকৃষ্ণ লাভ করেচি।

রঙ্গ। আমারত বিবেচনায়—ভাই, এ ব্রজ অপেক্ষাও

অনেক বিষয়ে উৎকৃষ্ট। দেখ, ব্রজে সখিগণের মধ্যে পরস্পর আন্তরিক ঈর্ষা দ্বেষ ছিল, কেমন সই! আজকে আমরাও ত সেই সকল সখি! কৈ, আমাদের মধ্যে, কারো কি কিছু ঈর্ষা দ্বেষ আচে?

সুদে। দেখ রঙ্গ (সহাস্যে) একটু বিশেষ আচে ভাই! তাঁদের একটী বই ত কৃষ্ণ ছিল না? আমাদের ভাই দু—টী।

মল্লেশ। দেখ সখিগণ! তোমরা ব্রজের গোপীগণের অপেক্ষা যে, অনেক অংশে সৌভাগ্যবতী, তার আর সন্দেহ কি? দেখ, তাঁদের সেই শ্রীকৃষ্ণই একমাত্র বল্লভ ছিলেন। তোমাদের সখি দুটী কেন? দুই সহস্র, বা— অসংখ্য বল্লেও ত বলা যেতে পারে! (সকলেরই মৃদু মৃদু হাস্য)

চম্পক। তা যাহোক্, এখনও যে, আমাদের মহারাণী আস্‌চেন না?—লগ্ন ত হয়েচে।

সকলে। না, আর বড় বিলম্ব নেই। এলেন বলে।

চম্পক। তবে এখন শুভ কার্য্যে আর বিলম্ব কেন?

তুঙ্গ। না বিলম্ব আর কি? চম্পক! তুই ভাই ব্যবস্থা করে দে না। আমরা সেই মত করি।

চম্প। আচ্ছা ভাই, আমিই তবে ব্যবস্থা করে দিচ্চি। দেখ, তোমরা দুজনে নৃত্য আরম্ভ কর। আর

সুদেবী ও চম্পকলতা এঁরা দুজনে গান আরম্ভ করুন। আর দেখ, ভদ্রলেখা ও ধনিষ্ঠিকা, তোমরা দুজনে আমাদের কুমারগণের ধড়া চূড়া বন্ধন কোরে শ্রীকৃষ্ণ সাজাও।

(সকলেরই ব্যবস্থা মত কার্য্য করণ)

গীত।

পাহাড়ী পিলু—কারপা।

মলয় মারুত হেলত দুলত।
আওত সজনী দহত আওত সজনী লো,
চাঁদিল অম্বরে, খেলত মন ভরে,
নাচত তটিনী, ভাসত নাচত তটিনী লো।
নাগব বিহান, নবীন পরাণ,
রহবে সঙ্গিনী ক্য (য়) সে রহবে সঙ্গিনী লো॥

মল্লার। (স্বগত) উপায় কি? হাঃ, শিববাক্য কি মিথ্যা হোলো! হায়! দিন কতক থেকে, প্রাণনাথের অনুসন্ধান কর্ত্তে পেলামনা, এখন আর রক্ষা নাই? সকল ভূরই আজ ভেঙ্গে গেল! কি সর্ব্বনাশ!

মল্লেশ। (স্বগত) হায় হায় এখন আর কি হবে, আমাদের আজকেত আর রক্ষা নেই, হাঃ আমাদের অদৃষ্ট কি এত পাপ সঙ্কুল! এমন হবে আগে যদি

জান্তাম, তা হ'লে কেন এরূপ ছদ্মবেশী হোয়ে কাল-সাপিনীদের মুখে এসে পোড়্তাম্—হাঃ অদৃষ্ট !

(নেপথ্যে দুন্দুভি বাদন)

"মহারাণী কামাখ্যাধিপতির জয়"

বারত্রয় পাঠ। রতিরঙ্গিণী ও রসিকার সহিত মহারাণীর প্রবেশ নৃত্যাদির বিরাম। রাজ্ঞী প্রবিষ্ট হইয়াই বণিক্ কুমার-গণের নিকট সাবেগে হস্ত স্পর্শ পূর্ব্বক—

—কেমন, আপনাদের আমাদিগকে বিবাহ-সুধা দানে আর কোন আপত্তি নেই ?

মল্ল। না, আর কি আপত্তি! তবে কি আমাদের এই একটু আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে, যাঁরা স্বয়ংই সুধার ভাণ্ড তাঁরাও আবার সুধার প্রার্থিনী !

রতি। (সহাস্যে) দেখুন, সমুদ্র অপরিমিত জলে পরি-পূর্ণ, তথাপি তাহাতেই ত নদ নদী সকল প্রবেশ করে, কৈ অল্প জল জলাশয় কি সেরূপ আশাও করে থাকে ?

অনঙ্গ। নাও এদিকে লগ্ন অতীত হয়। শুভ কার্য্য আরম্ভ হোক্, আর বিলম্ব কেন ?

রতি। না রাজ্ঞি ! আর বিলম্ব কি, এখনি আরম্ভ হোচ্চে। (অন্যান্য সখিগণের প্রতি) কেমন তোমরা সকলেই প্রস্তুত ?

সকলে। সকলেই প্রস্তুত।

অনঙ্গ। দেখ, বিবাহের পরে রাসলীলা হবে, অতএব তোমরা কে কে, কোন্ কোন্ সখি হয়েচো বল দেখি?

মল্লিকা। আজ্ঞে (করজোড়ে) আমি ও মালতী দুজনে তুঙ্গবিদ্যা ও রঙ্গদেবী সেজেচি, আর জুথী ও নব-মল্লিকা এঁরা দুজনে ভদ্রলেখা ও ধনিষ্ঠিকা সেজেচেন, এইরূপে আমরা সমুদয়ে ছয় জন সখি সেজেচি, এখন ললিতা, বিশাখা ও রাধিকা এই তিন জন সখি কে হবেন তারই একটা স্থির হলে হয়।

অনঙ্গ। কেন আমি ত স্বয়ং রাধিকা আছি আর আমার এই রতিরঙ্গিণী ও রসিকা এঁরা দুজনে ললিতা আর বিশাখা বেশে আমার সঙ্গেই আছেন।

মল্লিকা। যে আজ্ঞে কামময়ি! তবে আর কি এখনই শুভকার্য্য আরম্ভ হচ্চে।

(সখিগণের মাল্যাদি হস্তে অগ্রসর হওন)

অনন্তর মহারাণী অবধি সমুদয় সখিগণেরই কুমারগণের সহিত, একে একে মাল্য বদল, উলুধ্বনি।

নেপথ্যে মঙ্গলবাদ্য।

অনঙ্গ। দেখ স্বামিগণ! এক্ষণে তোমরা আমাদের স্বামী, তা—তা—

মল্লা। তা অবশ্য। আমাদেরও ঐ ভাব জান্‌বেন।

অনঙ্গ। (স্বগত) পুরুষ দুটী পেয়েছি ভাল, কিন্তু বড় অরসিক। হুঁঃ—হাঁসিও পায়—দুঃখও হয়। বলে কি না—“আমাদেরও ঐ ভাব” এর অর্থ কি? আমরা পুরুষ নাকি, যে আমাদিগকে স্বামিভাবে ভক্তি কর্ব্বেন। যাক্—বাগমত কথা কইতে কি সব পুরুষেই পারে? (প্রকাশ্যে) দেখ প্রাণনাথ! এখন তোমাদিগকে আমাদের একটী মনস্কামনা সিদ্ধ কর্ত্তে হবে।

মল্লা। কি বলুন, আপনারা আমাদের শেষ জীবন! আপনাদের জন্যই এই শরীর বিধাতা সৃজন করেছিলেন অতএব এই শরীর নিয়ে আপনাদের যা ইচ্ছা করুন্, তায় আমাদের কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

অনঙ্গ। দেখুন, আমাদের এদেশের নিয়ম, বিবাহের পরক্ষণেই স্বামির সঙ্গে রাসলীলা কর্ত্তে হয়। অতএব একবার আমাদের এই অষ্টসখিগণের মধ্যে মুরলী হস্তে ঐ রাসমণ্ডপের মধ্যে দাঁড়াতে হবে।

উভয়েই। ভাল,—তাতেই বা ক্ষতি কি?

সকলেরই কুমারদ্বয়কে ধরাধরি করিয়া রাসমণ্ডল মধ্যে আনয়ন ও তাঁহাদের উভয়েরই হস্তে মুরলিপ্রদান ও উভয় কুমারের মধ্যে মহারাণীর রাধারাণীবেশে অবস্থান। এবং অষ্ট সখিগণের পরস্পর হস্ত ধরিয়া বেষ্টন পূর্ব্বক নৃত্য ও গীত।

(রাসলীলা।)

খাম্বাজ—খেমটা।

কিশুভ দিন আজি প্রেমেতে মাতিনু।

যুগল শ্রীকৃষ্ণ সনে, ললাম ললনা জনে,

অষ্ট সখি মিলি গানে, রাসরঙ্গেতে খেলিনু।

(নেপথ্যে নৃত্য গীত আরম্ভ)

একজন প্রহরিণীর প্রবেশ।

প্রহরি। জয় মহারাণীর জয় (প্রণাম) এখানে দুজন নর্ত্তকী রাসলীলা দেখবার জন্য নৃত্য কর্ত্তে কর্ত্তে আসবেন। তাহাদিগকে প্রবেশ কর্ত্তে দেবে ত?

(মহারাণীর হস্তভঙ্গীদ্বারা প্রবেশার্থ আদেশ)

প্রহরি। যে আজ্ঞে ধর্ম্মময়ি! (প্রণাম)

[প্রস্থান।

গাইতে ২ নাচিতে ২ দুইজন নর্ত্তকীর প্রবেশ।

নেপথ্য হইতে পুষ্পবৃষ্টি।

গীত।

রাগিণী বেহাগ—তাল খয়রা।

"রাস মণ্ডলে সই নাচে নব নাগর ঐ নাগরী!

মণি নির্ম্মিত স্তম্ভ বিদ্রুম, জবা কুসুমাবলী বিভ্রম,

চন্দ্রাতপ চন্দ্রমণ্ডল মুক্তা সারি সারি॥

মরকত মণি চিত্রিতাঙ্গ, বঙ্কিম ভ্রূ ত্রিভঙ্গি ভঙ্গ,
বঙ্কিম লোচন পঙ্কজ বঙ্কিম চূড়া ধারী।
বঙ্কিম করে বংশীবদনে, বাজিছে রতন নূপুর চরণে,
উরসি হার পীতাম্বর গোপিকা মনোহারী॥
পুটিত-হেম-কান্তি-গৌরী, ত্রিভুবনে একা ঐ লো সুন্দরী।
নীলাম্বরী মরি কি মাধুরী, উপমা নাহি তাহারি॥
চরণ কমলে কমল লাজে, পদতলে জবা কুসুম সাজে,
বাজে নূপুর ঝুনুর ঝুনুর, শ্রবণে গোহে সবারি॥"

যবনিকা পতন।

যবনিকার এক পার্শ্ব দিয়া সুত্রধারের প্রবেশ।

সুত্রধার। (করজোড়ে) সভ্য মহোদয়গণ! করুন শ্রবণ,
বিনয়ে নিবেদি আমি বিশেষ বচন।
"যুগল নায়িকা" রঙ্গ একই নিশীতে
অপারগ অভিনয়ে সম্পূর্ণ করিতে।
প্রথমভাগের আজি হোলো অভিনয়
দ্বিতীয় রাত্রিতে পূর্ণ হইবে নিশ্চয়।

[প্রস্থান।
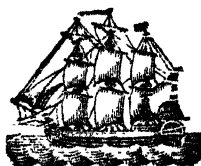
কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

অদ্য পুনশ্চ যে যে মহোদয় আমার (এই নাটকের সাহায্য চ্ছলে) সামবেদের সাহায্য করিবেন বলিয়া পত্র দ্বারা সংবাদ পাঠাইয়াছেন, নিম্নে তাঁহাদের নাম ও সাহায্যপরিমাণ প্রকাশপূর্ব্বক কৃতজ্ঞতাস্বীকার করিলাম।

১ম। পণ্ডিতবর শ্রীগঙ্গাচরণ বেদান্তবাগীশ নাটক - - - - - ২৫ খানি।

২য়। পণ্ডিতবর শ্রীকামিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় নাটক - - - - - ২৫ খানি।

৩য়। ডাক্তার শ্রীশ্রীহরি ঘোষ, নাটক ২০০ শত।

৪র্থ। কলিকাতার প্রসিদ্ধ গ্রেট্ ন্যাশন্যাল থিয়েটরের অবৈতনিক অধ্যক্ষ (Director) পরম কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত বাবু কেদারনাথ চৌধুরী, ২৫ খানি নাটক এবং ইহার অভিনয় করিয়া ২টী বেনিফিট্ [Benifite] দিবেন অর্থাৎ দুই রাত্রের অভিনয়লব্ধ সমস্ত আয় আমার হস্তে প্রদান করিবেন। ইতি

কৃতজ্ঞঃ

শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।

বিজ্ঞাপন।

এই নাটক, মদীয় প্রধান সাহায্যকারী কল্যাণীয় শ্রীযুক্ত শরৎ বাবুর পরামর্শে দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। সম্প্রতি প্রথম ভাগ প্রকাশিত হইল। দ্বিতীয় ভাগ অতি শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে। অতঃপর যাঁহারা সাহায্য করিবেন দ্বিতীয় ভাগে তাঁহাদের নাম ধাম প্রকাশ করিতে বাসনা রহিল।

সম্প্রতি প্রথম ভাগের মূল্য ৷৶০ নয় আনা ধার্য্য করা হইল। মদীয় বন্ধুবান্ধবগণের নিকট এবং বঙ্গ রঙ্গভূমির অভিনেতৃবর্গের নিকট ইহার মূল্য গৃহীত হইবে না, তবে তাঁহারা স্ব স্ব ক্ষমতানুসারে যথাসাধ্য এই মহৎ কার্য্যে সাহায্য করিতে ইচ্ছুক হইলে, সাদরে কৃতজ্ঞতা স্বীকার পূর্ব্বক গৃহীত হইবে।

এই নাটক কলিকাতা কলেজষ্ট্রিট ৫৬ নং ক্যানিং লাইব্রেরীতে ও গোলদিঘার দক্ষিণধারে সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয়ে রাধাবাজার প্যারিমোহন শূর এণ্ড কোং কাগজের দোকানে কাব্যপ্রকাশযন্ত্রে আমার নিকট এবং চিৎপুর রোড ৩২১নং হ্যানেমেনিয়াল লাইব্রেরীতে পাওয়া যাইবে। মফঃস্বলে অতিরিক্ত ৵০ আনা ডাকমাশুল লাগিবে।

প্রকাশক

শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।

যুগল নায়িকা।

ষড়্ রসামোদ নাটক।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রকাশ্যমান

সামবেদবিক্রয়...

কাশীনিবাসী

পূজ্যপাদ পরমহংস পরিব্রাজকাচার্য্য

শ্রীমদ্ভারকব্রহ্মানন্দ সরস্বতী যতীন্দ্র বরের

অন্তেবাসী

সামবেদ ও শ্রীমদ্ভাগবতের

সম্পাদক

শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ি ভট্টাচার্য্য

বিরচিত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা

কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রালয়ে

শ্রীকালিদাসসেন যন্ত্রসম্পাদক দ্বারা

অতি যত্নে মুদ্রিত।

১২৮৪

কৃতজ্ঞতা স্বীকার।

কাকিনীয়া রাজধানীর প্রধানামাত্য মান্যবর শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু গোবিন্দমোহন দেব রায় মহাশয় আমার বেদের সাহায্যার্থ এই নাটক ২০ খানি লইয়া উপকৃত করিয়াছেন।

কৃতজ্ঞঃ

শ্রীব্রহ্মব্রতশর্ম্মা।

সপ্তম অঙ্ক।

(প্রথম গর্ভাঙ্ক)

মহাসমুদ্র

মহাসমুদ্রমধ্যে একটী সুবর্ণ পদ্ম ভাসমান। পদ্মের উপরে চতুর্ম্মুখ রক্তবর্ণ ব্রহ্মা মালা ও কমণ্ডলু হস্তে করজোড়ে দণ্ডায়মান। সম্মুখে—

বৈকুণ্ঠলোক।

সূর্য্যকান্তমণিময় অট্টালিকা।

অট্টালিকার মধ্যে রত্ন সিংহাসন।

তদুপরি ভগবান্ উপবিষ্ট।

ভগবানের বর্ণ উজ্জ্বল শ্যাম। পদ্মচক্ষু। পরিধান পীতাম্বর। অতিকমনীয় আকার। চতুর্ভুজ। ঊর্দ্ধ দক্ষিণ হস্তে পদ্ম। নিম্ন দক্ষিণহস্তে শঙ্খ। ঊর্দ্ধ বাম হস্তে গদা। নিম্ন বাম হস্তে চক্র। কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডল। মস্তকে মুকুট। বক্ষঃস্থলে ভৃগুপদচিহ্ন ও স্বর্ণরেখা। গলে দোদুল্যমান কৌস্তুভ মণিযুক্ত বনফুলমালা।

শ্রীমতী মহালক্ষ্মী সিংহাসনের সম্মুখ পার্শ্বে পদ্মাসনে বসিয়া ভগবানের দোদুল্যমান চরণদ্বয়ের সেবা করিতেছেন।

মহালক্ষ্মী গৌরবর্ণা সুরূপা। চতুর্ভুজা। মস্তকে
মুকুট। সর্ব্বালঙ্কার বিভূষিতা।
ভগবানের সিংহাসনসন্নিকটে চারি জন পার্ষদ।
দুই জন চামর ব্যজনকার্য্যে নিযুক্ত এবং
দুইজন ছত্র ধারণে নিযুক্ত।
সকলেই ভগবানের ন্যায় অবয়ব বিশিষ্ট।
কেবল বক্ষঃস্থলের স্বর্ণরেখা ও ভৃগুপদ চিহ্ন নাই।
দেবর্ষি নারদ সম্মুখে বসিয়া বীণাস্বর
সংযোগে স্তুতি গান করিতেছেন।
গণেশ মৃদঙ্গ বাজাইতেছেন।
মহাদেব এক পার্শ্বে বসিয়া শিরঃ
কম্পন করিতেছেন।
বিহঙ্গমরাজ গরুড় ভগবানের সিংহাসনের
অনতিদূরে বীরাসনে করজোড়ে উপবিষ্ট।
দ্বারদেশে ভগবানের ন্যায় অবয়ব বিশিষ্ট
জয় বিজয় নামক প্রহরীদ্বয় দণ্ড হস্তে
পাদচালন করিতেছেন।

নারদের গীত।

রাগিণী ইমন কল্যাণ—সুরফাক্ তাল।

" আদি-নাথ প্রণবরূপ সম্পূরণ
দেও হে তব প্রসাদ, শান্তি সিন্ধু মহেশ সকল গুণ নিধান

অযুত লোক অকথিতবাণী তোমারি হে
মোহন রব অনুপম পূরে মহাগগণ, ভাবে মোহি জগজন।
অনুপম অবিনাশি, অনন্ত, অগম, অপার,
সুন্দর অতি অপূর্ব্ব ভাতি নিরঞ্জন।
সকল সুখকারণ, সকল দুখ দলন,
তারণ ভয় ভঞ্জন, সুর নর মুনি বন্দন ॥ ”

(নারায়ণের সিংহাসন হইতে উত্থান)

(সকলেরই বিষণ্ণভাব)

মহালক্ষ্মী। (উত্থিত হইয়া করজোড়ে) প্রভো! আপনার এরূপ বিষণ্ণ ভাব কেন হলো?

নারা। দেবি! আমার হৃদয়ে সমধিক আঘাত লাগিয়াছে।

(পরিক্রমণ)

মহালক্ষ্মী। দেব! আপনারে কোনো ভক্ত পুরুষ বুঝি বিপদে পড়ে স্মরণ কচ্চেন?

নারা। হাঁ দেবি। দুটী রাজকন্যা ভ্রমে পড়িয়া স্বাধীনা হয়। এক্ষণে তারা কাম্যাখ্যায় এসে, সেই স্ত্রীস্বাধীনতার ফল ভোগ কচ্চে। উঃ, উঃ—দেবি! আমি অস্থির হলেম, আর সহ্য হয় না। আহা! তারা অত্যন্ত কাতরা হয়ে, আমাকে একান্ত হৃদয়ে ডাকুচে। প্রহরিন্! প্রহরিন্!

(জয়ের প্রবেশ)

জয় । প্রভো ! কি আজ্ঞা ?

নারা । দেখ, তুমি এখনিই কামাখ্যায় আমার আদেশ পাঠাও । মহামায়াকে আমার যথাবিহিত সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে আমার ভক্ত দুটীর উদ্ধারের নিমিত্ত অনুরোধ কর্‌তে বল্‌বে । তাঁহার রাজ্যে, তাঁহার প্রতি-নিধি বলিয়া গৌরবান্বিতা কামাখ্যামহারাণীর ক্রোধে পড়ে তাহারা এক্ষণে পাতালতলের কারাবাস গৃহে জন্মের মতন অবরুদ্ধা হয়েচে । আহা মুহুর্মুহুঃ আমায় আত্মসমর্পণ কচ্চে, অতএব যেরূপে হয় সেই বিপন্ন ভক্তদুটীকে মুক্ত করাই আমার অভিপ্রায় ।

জয় । যে আজ্ঞে প্রভো ! (সাষ্টাঙ্গ প্রণতি)

(গমনোদ্যত)

নারা । আর দেখ,

(জয়ের প্রত্যাবর্ত্তন)

নারা । মহামায়া যদি জিজ্ঞাসা করেন, ঐ বিপদা-পন্ন মানবীদ্বয় আমার ভক্ত কিরূপে ? তা হলে,তাকে বলে দিও, সে, যেন বলে, তাহারা শিবের উপাসক হউক কিন্তু শিবে ও আমায় “হরিহরাত্মা” বিশেষ, যেঃ যে উপাসকই হউক না কেন, সকলই আমার উপাসক ; কারণ, আমি আকাশের ন্যায়, সকল ঘটে সমান ভাবেই আছি । আর

নাম রূপের কল্পনা? সে ত চিত্তের স্থিরতা সম্পাদনার্থ কল্পনা মাত্র। ফলতঃ উপাসকেরা যখন উপাসনা কর্‌তে কর্‌তে সমাধি লাভ করেন, তখন কি আর কোন প্রকার নাম বা রূপ থাকে? কিছুই না। সমুদায়ই বিলীন হইয়া যায়। সুতরাং সকল প্রকার উপাসকেরই সমাধি অবস্থায় সেই এক সত্তা ও চিদানন্দরূপে আমিই লক্ষিত হইয়া থাকি। এই জন্যই আমি সকল প্রকার উপাসকেরই অধীন। বিপদে পড়িয়া তাহারা একবারও "মধুসূদন!!" বলিয়া ডাকিলে, আমার হৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠে।—যাক্‌,—এখন তবে যাও। বিলম্ব ক'র না।

জয়। যে আজ্ঞে দেব! (সাষ্টাঙ্গ প্রণতি)

[প্রস্থান।

ভগবানের পুনঃ পূর্ব্ববৎ স্বস্থানে উপবেশন। মহালক্ষ্মীরও পূর্ব্ববৎ পাদসেবা আরম্ভ।

নারদ। (বীণাস্কন্ধে উত্থিত হইয়া) দেব! আমার একটি জিজ্ঞাসা আছে।

নারা। বৎস! কি জিজ্ঞাসা? কর। (স্বগত) লোকশিক্ষার্থই এ জিজ্ঞাসা, নতুবা নারদে ও আমায় ভেদ!

নারদ। ভগবন্! আপনি যে এখন দেবীর নিকটে বলিলেন, আপনার স্মরণকারিণী বিপদার্ণবে পতিতা রাজকুমারীদ্বয় স্ত্রীস্বাধীনতার ফল ভোগ কচ্চে, এ কিরূপ

কথা হোলো ? তবে কি স্ত্রীলোকের স্বাধীনতা ভ্রম-বিজৃম্ভণ মাত্র ? তারা কি তবে সত্য সত্যই স্বভাবতঃ পরাধীনা ? দেব ! ইহার কারণ কি ? আমার ত বিবে-চনায় পুরুষজাতির যেমন স্বাধীনতা স্বভাবসিদ্ধ, তদ্রূপ স্ত্রীজাতিরও। যেহেতু এক উপাদানেই উভয়জাতির উৎ-পত্তি। এক উপাদানে উৎপন্ন অথচ বিভিন্ন স্বভাব—কৈ, কুত্রাপি ত দৃষ্ট হয় না ?

নারা। অবশ্য দৃষ্ট হয়। এই আমার চতুর্দ্দশ ভুবন এক উপাদানেই উৎপন্ন কিন্তু সমস্তই দেখ, বিভিন্ন স্বভাব। বাপু ! বিভিন্ন স্বভাবের আবির্ভাবের নামই ত সৃষ্টি। বিশেষ বিবেচনা করিলে, আরও চমৎকৃত হইবে। দেখ, সৃষ্ট স্থাবর জঙ্গম উদ্ভিদ স্বেদজ অণ্ডজ কাল কেতু গ্রহ নক্ষত্র বিদ্যুৎ চন্দ্র সূর্য্য প্রভৃতি সকল তত্ত্বেই দেখিতে পাইবে,সকলেরই এক একটী যুগ্ম আছে। সেই সকল যুগ্ম, অতীব বিচিত্র। তাহারা পরস্পর একত্র অবস্থিতি করে বলিয়াই যুগ্ম নামে প্রসিদ্ধ কিন্তু পারমার্থতঃ দেখিতে গেলে, তাহারা পরস্পর বিরোধি স্বভাব। সাধারণের সামান্য বুদ্ধিতে তাহাদের একত্রাবস্থান সম্ভাবিত নহে। দুই একটি উদাহরণ প্রদর্শন করি, মনোযোগ কর। যেমন শীত ও গ্রীষ্ম, সুখ ও দুঃখ। দেখ বৎস ! এস্থলে ইহারা যে পরস্পর বিরোধি স্বভাব তাহা ত স্পষ্টই আছে।

নারদ। আজ্ঞে হাঁ, শীত গ্রীষ্ম, সুখ দুঃখ, ইহারা যে পরস্পর বিরোধি-স্বভাব, তাহা অবগত আছি, এক্ষণে ইহাদের পরস্পর একত্র অবস্থিতি কিরূপে? তাহাই আমাদের শ্রোতব্য।

নারা। ভাল, তাহাই বলিতেছি। এই যে জগৎ সৃষ্টি করিয়াছি, ইহাতে এমন কোন্ বস্তু দেখাইতে পার যাহাতে ত্রিগুণের একত্র অবস্থান নাই?

নারদ। দেব! তাহা কিরূপে দেখাইতে পারিব? ইহাও কি কখন সম্ভব? ত্রিগুণময়ী মায়া দ্বারা যখন ইহার নির্ম্মাণ হইয়াছে তখন কিরূপে আর তদীয় গুণ-ত্রয়ের পৃথগবস্থিতি দেখাইতে সমর্থ হব? বিশেষ, গুণের অর্থাৎ সত্ব রজস্তমের গুণ বলিয়া যে ব্যবহার তাহা দ্বারা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে, যে, ত্রিগুণ কখনই পরস্পরের একত্রাবস্থান পরিত্যাগ করে না। অর্থাৎ যে, একেবারে পৃথক্ হয় না, কেবল কখন কখন গৌণভাবে অবস্থান করে, তাহাকে গুণ কহে। প্রভো! এই ত গুণশব্দের অর্থ। তবে কিরূপে আর ইহাদের পরস্পর পৃথগবস্থিতি সম্ভব হবে?

নারা। সাধু বৎস! সাধু! এখন তবে বিবেচনা কর, শীত গ্রীষ্ম বা সুখ দুঃখ, ইহারা গুণত্রয়েরই কার্য্য কি না?—গুণত্রয়েরই কার্য্য নিঃসংশয়?

নারদ। আজ্ঞে হাঁ, নিঃসংশয়!

নারা। উত্তম, এদিকে তিনগুণই তবে একাধারে অবস্থিতি করে, ইহাও নিঃসংশয়?

নারদ। আজ্ঞে হাঁ—নিঃসংশয়।

নারা। তবে "শীত গ্রীষ্ম ও সুখ দুঃখ ইহারা পরস্পর বিরোধি স্বভাব হয়ে কিরূপে একত্রে অবস্থান করিবে?" এরূপ সন্দেহও আর নাই?

নারদ। আজ্ঞে না, আর ওরূপ সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহাতে প্রকৃতে কি হইল?

নারা। শ্রবণ কর। প্রকৃত প্রস্তাবে এই সিদ্ধ হল। যখন জাগতিক নিয়ম দ্বারা ইহা স্পষ্ট অবগত হওয়া গেল যে, সকল পদার্থেরই এক একটী যুগ্ম আছে। আর ঐ সকল যুগ্ম, এক উপাদান হইতে উৎপন্ন হইয়া এক উপাদানেই অবস্থিত অথচ পরস্পর বিরুদ্ধ স্বভাব-সম্পন্ন। এখন এদিগে দেখ, স্ত্রী ও পুরুষ, ইহারা শীত গ্রীষ্ম সুখদুঃখাদির ন্যায় যুগ্ম কি, না? আর যদি যুগ্ম হল, তবে ইহারা এক উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়ে এক উপাদানেই অবস্থিত কি না?

নারদ। (চিন্তা করিয়া) আজ্ঞে হাঁ, যুগ্মও বটে, আর এক উপাদান হইতে উৎপন্ন হয়ে এক উপাদানে অবস্থিতও বটে, ইহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই?

নারা। বৎস! তবে ইহারা যে পরস্পর বিরোধি স্বভাব সম্পন্ন,তাহাতেও আর সন্দেহ কি। যখন বিরোধি স্বভাব হল তখন আর উভয়ই স্বাধীন প্রকৃতি বা উভ-য়ই পরাধীন প্রকৃতি কখনই স্থির করিতে পার না। তবে অবশ্য এরূপ সন্দেহ করিতে পার যে, এই স্ত্রী পুরুষ যুগ্মের মধ্যে পুরুষই পরাধীন প্রকৃতি আর স্ত্রীই স্বাধীন প্রকৃতি হউক না কেন? তাহার উত্তর এই। পুরুষের পারতন্ত্র্য অসম্ভব। কারণ, পুরুষ সৃষ্টিতে আমার যে সকল ধর্ম্ম অর্থাৎ কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি, সেই গুলিই সমধিকরূপে আছে আর স্ত্রীসৃষ্টিতে আমার মায়ার যে সকল ধর্ম্ম, অর্থাৎ ভোগ্যত্ব পরাধীনত্ব প্রভৃতি, সেইগুলিই স্বভাবতঃ আছে। ভাল বাপু! স্ত্রীশরীরের অঙ্গগঠন ও কোমল স্বভাব দ্বারা কি পরাধীনতা তাহাদের স্বভাবসিদ্ধ বলিয়া প্রতীত হয় না? ফলতঃ এরূপে যদি আমি সৃষ্টি না করিতাম, তা হলে, এই বিচিত্র জগৎ কিরূপে আর সৃষ্টি করিতে সমর্থ হতাম? আর কিরূপেই বা আমি যেরূপ একবার সৃষ্টি করি তদনুরূপ সৃষ্টিপ্রবাহ অনাদিকাল হইতে অবিচ্ছেদে চলিয়া আসিত? দেখ, এ বিষয়ে আমি একটি সামান্য দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করিতেছি। মনে কর, আমার প্রজারা সকলেই রাজা, এক ব্যক্তিও ইহাদের মধ্যে প্রজা নাই। এরূপ অবস্থা হলে কিরূপ হত? তাহা

হইলে কি কখনও জগৎ থাকিত? আমি এই জন্যই বিরোধি স্বভাব যুগ্ম পদার্থ সকল সৃষ্টি করেছি। আর এই জন্যই স্ত্রীপুরুষ যুগ্মের মধ্যে একের স্বাতন্ত্র্য অপরের পারতন্ত্র্য রূপ বিরুদ্ধ স্বভাবের সৃষ্টি করি। বৎস! বোধ হয় আর তোমাকে এ বিষয়ে বিশেষ করিয়া বলিতে হইবে না। যদি ইহা হইতেও বিশদরূপে অবগত হতে ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে আমার জগতে বহুবিধ দর্শনশাস্ত্র আছে, (হাস্য) সে সকল তুমি অবগত নহ এমন নহে। যা হোক্ সেইগুলিই পুনঃ পুনঃ সম্যক্‌রূপে আলোচনা কর, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবে, স্ত্রীস্বাধীনতা জগতের অমঙ্গল, কি মঙ্গল।

নারদ। যথাজ্ঞা দেব! (সাষ্টাঙ্গ প্রণতি। পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ বীণাবাদন করিতে লাগিলেন।)

শচী সহ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রবেশ।

উভয়েরই সাষ্টাঙ্গে প্রণতি। দণ্ডায়মান হইয়া করজোড়ে স্তুতি।

রাগিণী যোগিয়া। তাল ঢিমে পোস্তা।

"হে রমেশ! দিব্যবেশ! সর্ব্বদেশ বর্ত্তন।
যোগিহৃদ্য পাদপদ্ম! ভক্তসদ্ম নর্ত্তন!
হে দয়াল! বিশ্বপাল* মোহজাল নাশন!
আদিদেব! সৎপিতেব! বিত্তসেব শাসন!।১।

হে শরণ্য লব্ধপুণ্য মর্ত্ত্যগণ্য মানসে,
শ্রীনিবাস ! কালপাশ ভেদনেশ ! রাজসে।
হে বিধাত রাদ্যতাত ! বিশ্বজাত দেহিনঃ !
স্বপ্রকাশ ! পীতবাস ! আধিনাশ ! পাহি নঃ ।২।

হে মুকুন্দ ! দেববন্দ্য ! দুষ্টবৃন্দসঙ্কুলে,
ভূমিভার দূরকার ণাবতার ভূতলে।
হে স্বরূপ ! বিশ্বরূপ ! চিৎস্বরূপ ! সারদ !
আত্মলাভ ! কান্তশোভ ! পদ্মনাভ ! পারদ ।৩।

হে বিরিঞ্চ ! সপ্রপঞ্চ ভূতপঞ্চ ভাবন !
আত্মরাম ! পূর্ণকাম ! সর্ব্বধাম পাবন !
হে অনাথনাথ ! ভূতনাথচিত্ততোষণ !
শ্যামরূপ কামকূপ ! ধর্ম্মভূপ পোষণ ।৪।

ত্বং হি সর্ব্ব-গর্ব্ব-খর্ব্ব-কারকোঽসি রোষিতঃ
প্রাণদোঽসি মানদোঽসি হৃদ্গতোঽসি তোষিত।
রক্ষ রক্ষ পুষ্করাক্ষ ! সর্ব্ব রক্ষণাস্পদম্
দেব ! দেহি নির্জ্জিতাহি সর্ব্বমোহি তে পদম্ ।৫। ”

(স্তবান্তে)

পুনঃ পূর্ব্ববৎ উভয়েরই সাষ্টাঙ্গে প্রণতি এবং কর-
জোড়ে অবস্থিত হইয়া।

ইন্দ্র। ভগবন্ ! সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কারিন্ ! এ অধীনের একটী অভিযোগ আছে।

নারা। স্বস্ত্যস্তু দেব! (উত্থিত হইয়া দেবরাজের সমীপে গিয়া) কি দেবরাজ! তোমার কি অভিযোগ আছে? এসো, বৎস! এসো, এই স্থানে তোমরা উপ-বেশন কর। (একটি বিশেষ আসনে উপবেশন করাইয়া স্বয়ং পুনঃ স্বস্থানে উপবেশন পূর্ব্বক) বৎস! তোমরা এক্ষণে সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে আছ ত?

ইন্দ্র। ভগবন্! সর্ব্বাঙ্গীন কুশলে থাকিলে, কি ভগবানের নিকটে অদ্য অভিযোগ করিতে আসিতাম? দেব! আজ কাল মর্ত্ত্যলোকে দৈত্যরাজ সম্রাট্ হওয়াতে তদীয় আমাত্যপ্রধান কলির দৌরাত্ম্যে ঘোরতর বিপদে পতিত হইয়াছি। লোক সকল আপন আপন ধর্ম্ম হইতে চ্যুত হইয়া একান্ত ক্লিষ্ট হইয়াছে। কাহারও আর আর্য্য ধর্ম্মে শ্রদ্ধা নাই। বেদ ও বেদবিহিত যজ্ঞাদি কার্য্য সকল একেবারে উচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে। বর্ণধর্ম্ম আশ্রমধর্ম্মের ত আর নাম গন্ধ নাই। ফলতঃ কিরূপেই বা আর থাকিবে, দেখুন দেব! যেকালে মহারাজ পরীক্ষিৎ কলিকে স্বীয় রাজ্যে রাজবেশে প্রবিষ্ট হইয়া বৃষরূপী ধর্ম্মকে পদাঘাত করিতে দেখেন, সে অবস্থায় তাহাকে একেবারে প্রাণেই বিনাশ করিতেন কিন্তু কি করেন, তখন সে শরণাগত হইয়া পড়ে সুতরাং একেবারে বিনষ্ট না করিয়া বলিয়া-ছিলেন, "দেখ্, তুই আজ্ অবধি যেখানে দ্যূতক্রীড়া সুরা-

পান, বেশ্যা ও প্রাণিহিংসা এই চতুর্ব্বিধ অধর্ম্মের পাদ-চতুষ্টয় বর্ত্তমান থাকিবে, সেইখানে গিয়া বাস কর্।” প্রভো! এখন দৈত্যরাজের কৌশলে সর্ব্বত্র ঐরূপ চারি পাদেই অধর্ম্ম বিরাজমান সুতরাং এ অবস্থায় কলিরই বা আর কি রূপে দোষ দেওয়া যায়। সে, যথাজ্ঞাই প্রতি-পালন করিতেছে। হে আদিদেব! হে অনন্ত! এখন প্রজাগণের অবস্থা আপনি যদি একবার অবলোকন করেন তাহা হইলে আশ্চর্য্য হন। তাহারা সকলেই একমাত্র দৈত্যরাজের মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষা করিতে অভিলাষী, সকলেই তাহার দাসত্বে নিজের গৌরব বিবে-চনা করিতেছে। প্রভো, বলিব কি, বলিতে হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে। যে বেদ, আমরা বিশ্বাস করিয়া ভূদেব ব্রাহ্মণ-গণের হস্তে সমর্পণ করি। দৈত্যেরা পাছে ইহা প্রাপ্ত হইয়া আমাদের ও আমাদের প্রজাবর্গকে উচ্ছিন্ন করে, এই ভয়ে আমরা এক ভূদেব ব্যতীত অন্য কাহারো হস্তে সমর্পণ করি নাই। হায়্ হায়্ এখন এরূপ কাল উপস্থিত, যে, সেই ভূদেবেরাই সকল সর্ব্বনাশের কারণ হইয়াছেন। তাঁহারা অনায়াসে সেই বেদ ধর্ম্ম, দৈত্যদের হস্তে সমর্পণ করিয়া অকৃতজ্ঞ, বিশ্বাসঘাতক, আত্মাবঘাতক ও ধর্ম্ম-বিপ্লাবক হইয়া উঠিয়াছেন। নরাধমেরা তাহাদের হস্তে দিয়াই কেবল নিশ্চিন্ত নহে, আবার তাহারাই যেরূপ

ব্যাখ্যান করিয়া দিতেছে তাহাই ভক্তিসহকারে সত্য বলিয়া গ্রাহ্য করিতেছে। হে জগৎকর্ত্তা! হে অনন্তশক্তি! আপনি ত সমস্তই অবগত আছেন, তথাপি আমাদের কর্ত্তব্য কার্য্য আপনার নিকটে জানান সুতরাং জানাইতে বাধ্য হইলাম।

নারা। অবশ্য, জানাইতে পার। বৎস! আরও কিছু জানাইতে ইচ্ছা আছে?

ইন্দ্র। আজ্ঞে হাঁ। অনুমতি হয় ত বলি।

নারা। বল,—অকাতরে, নিরুদ্বেগে বল।

ইন্দ্র। হে ত্রিভুবন-কারণ! এক্ষণে আমি আর একটি বিষয়ে, বিশেষ চিন্তিত হইয়াছি। আপনার এই জগৎ অকালে মহাকালের করালবদনের আয়ত্ত হইবে বলিয়া আমার বিবেচনা হইতেছে। কারণ, আজকাল পূর্ব্ব কল্পের প্রলয় সময়ের ন্যায় পুনশ্চ বৃত্রগণ দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠিয়াছে। তাহাদিগকেত আর আমি বধ করিতে সমর্থ হইতেছি না। দেব! অগ্রে ব্রাহ্মণেরা যজ্ঞাদি কার্য্য দ্বারা আমার সহায়ী হইতেন সুতরাং আমি অনায়াসে তাহাদিগকে যথাসময়ে বধ করিতাম। এবং তাহারাও যথা সময়ে বারিবর্ষণ পূর্ব্বক জগতে বারিদ নামের সার্থক্য সম্পাদন করিত, এক্ষণে ব্রাহ্মণগণের যজ্ঞধূমের বিনিময়ে অহরহ আসুর যন্ত্রধূমই উত্থিত হইতেছে। এঅবস্থায় দেখুন আমার

আর কি দোষ ? প্রজাগণ এই সকল কারণেই যথাসময়ে বৃষ্টি নাপাইয়া সতত দুর্ভিক্ষে প্রপড়িত হইতেছে। প্রলয় কালীন মহামারী দশাগ্রস্ত হইয়া অকালেই জীবনবিসর্জ্জন করিতেছে।

নারা। বৎস দেবরাজ ! ইহাতে তুমি কিছু মাত্র শঙ্কিত হইও না। ইহাতে তোমার আর দোষ কি ? ভূদেব ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞাদিদ্বারা তোমার সহায়ী না হইলে, তুমি একা আর কি করিতে পার ? তা যাক্, এখন কিঞ্চিৎ কাল আর অপেক্ষা কর। আমি শীঘ্রই ইহার প্রতি বিধান করিতেছি। তুমি এখন নিশ্চিন্তমনে স্বরাজ্যে বিচ রণ কর।

নারদ। (উত্থিত হইয়া) দেব ! আমার বিবেচনায় দেবরাজেরই সম্পূর্ণ দোষ।

নারা। (কিঞ্চিৎ হাস্য করিয়া) কেন, দেবর্ষি ! এরূপ কথা বলিলে ?

নারদ। ভগবন্ ! উনি, আজকাল মর্ত্ত্যলোকে গুরু-পত্নী অহল্যা দেবীর জার বলিয়া বিখ্যাত। ইহাতেই বিবেচনা করুন না কেন ? উনি কিরূপ দেবরাজ ! আর এই-রূপ মহাপাতকগ্রস্ত সম্রাট্ হোলে, তাঁর রাজ্য কিরূপে আর সুখ স্বচ্ছন্দে থাকিতে পারে ? হে অনন্ত ! এখন আপনার উচিত, যতশীঘ্র পারেন, ইহাঁকে ইন্দ্রত্ব

পদ হতে চ্যুত করিয়া অন্য কোনো পুণ্যবান্ ব্যক্তিকে এই পদে অভিষেক করেন নতুবা আপনার জগৎত আর কিছুতেই থাকে না।

ইন্দ্র। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! ধর্ম্মজ্ঞ জীবন্মুক্ত অমরশ্রেষ্ঠ নারদ, তাঁহার মুখ হইতে এরূপ ভ্রম বাক্য নির্গত হোলো! সকলই কালের মহিমা! এখন দেখা যাক্ ভগবানের কি ইচ্ছা, আর আমারই বা কিরূপ অদৃষ্ট।

নারা। বৎস নারদ! তুমি ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছ, কি অনুমান দ্বারা অবগত হইয়াছ? অথবা কিম্বদন্তীমূলক অবগত হইয়াছ?

নারদ। প্রভো! আমি ইহা প্রত্যক্ষ করি নাই। অনুমান দ্বারাও অবগত হই নাই। তবে, অবশ্য কিম্বদন্তী মূলক অবগত হইয়াছি বটে। এক দিবস আমি মর্ত্ত্য-লোকে ভ্রমণ করিতেছি, এমন সময়ে কোন পুণ্যবান্ বিদ্যাবান্ ব্যক্তিকে কামান্ধ হইয়া স্বীয় গুরুপত্নীর হরণে সমুদ্যত হইতে দেখি, তাহাতে তাঁহার সেই গুরুপত্নী অনিচ্ছা প্রকাশ পূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন, "তুমি আমারে ইচ্ছে করে কেন মহাপাতক গ্রস্ত হও? আমি তোমার গুরুপত্নী" তাহাতে তিনি বলিলেন্ "তাতেই বা ক্ষতি কি, দেখ, আমাদের দেবরাজ ইন্দ্র—তিনিই যখন অহল্যার

জার হয়ে ছিলেন, তখন আমরা ত অল্পবুদ্ধি মানব, আমাদের এতে আর দোষ কি ?" ভগবন্ ! এইরূপ মাত্র অবগত হইয়া ছিলাম। এখন যাহা ভগবানের সাধু বিবেচনা হয় তাহাই করিতে পারেন।

নারা। বৎস নারদ! সে কিছু নয়। পাপমতি মানবগণ শব্দের ভিন্ন প্রকার অর্থ সম্পাদন পূর্ব্বক স্বীয় স্বীয় মনোভিলাষ চরিতার্থ করিতেছে মাত্র। অবশ্য ইহা স্বীকার করি, সুরপতি অহল্যার জার বটেন, কিন্তু প্রথমত সুরপতি শব্দে ইন্দ্র হইলেই—ইনি নহেন। ইন্দ্র আমার অনেক গুলি আছেন, তাহা অবশ্য তুমি জান ?

নারদ। আজ্ঞে হাঁ, জানি। ইন্দ্রশব্দে বায়ু। ইন্দ্রশব্দে সূর্য্য। ও ইন্দ্র শব্দে ভগবন্ ! আপনিও।

নারা। উত্তম। এখন শ্রবণ কর।

নারদ। বলুন্।

নারা। এস্থলে অহল্যার জার ইন্দ্র, বৃত্রাসুরের হন্তা বায়ুনামে প্রসিদ্ধ ইনি নহেন কিন্তু সূর্য্য বুঝিতে হইবে।

নারদ। তবে ইঁহার কিছু দোষ নাই। (দেবরাজের দিগে মুখ প্রত্যাবর্ত্তন ও করজোড়ে) দেবরাজ ? আমায় ক্ষমা করিবেন। আমি আপনার রাজত্বের অমঙ্গল শ্রবণ করিয়া এরূপ আশঙ্কা করিয়া ছিলাম।

ইন্দ্র। না মহর্ষি! তাহাতে আর কি দোষ! লোক শিক্ষার্থ এরূপ ভ্রম প্রমাদ দেবতারাও স্বীকার করিয়া থাকেন।

নারা। দেখ মহর্ষি!

নারদ। (মুখ প্রত্যাবর্ত্তন, করজোড়ে, সসম্ভ্রমে) আজ্ঞে ত্রিলোকীনাথ!

নারা। তৎপরে শ্রবণ কর। বিশেষ রূপে বলি। দেখ, ঐ সুরপতি সূর্য্য, 'অহল্যার জার' একথা সত্য। কিন্তু এস্থলে জার শব্দের অর্থ ভিন্ন প্রকার। যে, দিবস প্রাপ্ত হইলে বিলীন হয়, তাহারে অহল্যা কহে। সুতরাং এ অর্থে অহল্যা শব্দে রাত্রি। বাস্তবিক কিছু কোন শরীরী স্ত্রীলোক নহে। এইরূপে জার শব্দেও উপপতি নহে। কিন্তু যে, স্বীয় তেজোদ্বারা তাহারে জীর্ণ করে অর্থাৎ তিরোহিত করে তাহারে জার কহে। এখন দেখ, এ অর্থে রাত্রিরূপিণী অহল্যার তিরোধান কারক জার সূর্য্য কি না?

নারদ। দেব! সত্য, কিন্তু অহল্যা শব্দে যদি রাত্রি তবে ইনি গোতমের পত্নী কিরূপে।

নারা। বৎস! তাহারও কারণ আছে। গো বলিতে জ্যোৎস্না। গোতম বলিতে জ্যোৎস্না বিশিষ্ট। অর্থাৎ চন্দ্র। এদিকে রাত্রি রূপিণী অহল্যা, চন্দ্রের পত্নী, ইহা

প্রসিদ্ধই আছে। দেখ, এইজন্যই চন্দ্রকে নিশানাথ কহে। কেমন, এখন তোমার সমুদায় সংশয় অপাকৃত হলো ?

নারদ। আজ্ঞে হা, সমুদায় সন্দেহই আমার অপাকৃত হোলো।

[প্রণাম। যথাস্থানে উপবেশন)

একজন অপ্সরার প্রবেশ।

(প্রণাম। করজোড়ে অবস্থিত হইয়া)

অপ্সরা। প্রভো ! এ সেবিকা সবিনয় কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে অভিলাষিণী।

নারা। স্বস্তি, কি বল। তোমাদের অপ্সরা লোকে মহালক্ষ্মীর প্রসাদে মঙ্গলত ?

অপ্সরা। আজ্ঞে হা, শ্রীচরণ প্রসাদে, মহালক্ষ্মীর স্নেহে সমস্তই মঙ্গল। সম্প্রতি আমাদের অপ্সরা লোকে দুই জন জীবন্মুক্ত পুরুষ সশরীরে স্বর্গে আস্‌বেন বলে স্বর্গদ্বারে অপেক্ষা কর্‌চেন। আমি এক্ষণে স্বর্গদ্বারের প্রহরিণী কার্য্যে নিযুক্তা। তাই অনুমতি লতে এসেচি। তাঁহাদিগকে কি দ্বার উন্মুক্ত করে দেব ?

নারা। উত্তম। তুমি যথাস্থানে যাও। তাঁহাদের সহিত উচিতমত ব্যবহার কর্‌বে।

[অপ্সরার প্রণাম ও প্রস্থান।

ইন্দ্র। আমিও এক্ষণে তবে বিদায় প্রার্থনা করি।

নারা। “স্বস্তি”

[ইন্দ্রের সাষ্টাঙ্গ প্রণাম ও প্রস্থান।

নারা। (লক্ষ্মীর দিগে অবলোকন করিয়া) দেবি! তুমি কিঞ্চিৎক্ষণ অদৃশ্য হয়ে আমার অদৃশ্য রূপের সেবা কর। আমার জীবন্মুক্ত পুত্র দুটী এই ভক্ত বাঞ্ছিত মদীয় কল্পিত রূপ দর্শন পূর্ব্বক স্বীয় ২ কামনা পরিপূর্ণ করিবে। সেই জন্যই এক্ষণে আমাকে যাইতে হইতেছে।

লক্ষ্মী। যে আজ্ঞে নাথ! (লক্ষ্মীর অন্তর্ধান)

[সকলেরই প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

(স্বর্গদ্বার)

ধ্যানে নিযুক্ত জীবন্মুক্ত পুরুষদ্বয় উপবিষ্ট।
দুই দিগ্‌ দিয়া দুইজন অপ্সরা চামর
ব্যজনে নিযুক্তা।
হঠাৎ স্বর্গের দ্বার উন্মোচন।
দ্বারের ভিতরে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বর দণ্ডায়মান।

হরি নাম করিতে ২ বীণা বাজাইতে বাজাইতে
নারদের প্রবেশ। ধ্যান নিমগ্ন মুক্ত
পুরুষের সম্মুখে আসিয়া নৃত্য
(অর্থাৎ অঙ্গচালন)
ও গীত

রাগিণী রামকেলী—তাল কাওয়ালী।

"জয় নারায়ণ ব্রহ্ম পরায়ণ শ্রীপতি কমলাকান্তম্।
নাম অনন্ত কঁহা লাগে বর্ণ, শেষ ন পায়ো অন্তম্। ১।
শিব সনকাদি আদি ব্রহ্মাদিক সভহীঁ ধ্যান ধরন্তম্।
রাম রূপ ধরি রাবণ মারে কুম্ভকর্ণ বলবন্তম্॥ ২॥
বসুদেব গৃহে জন্ম লিয়ো হ্যাঁয়্ নাম ধরি যদুনাথম্।
কৃষ্ণরূপ ধরে, অসুর সংহারে, কংসকী প্রাণহরন্তম্॥ ৩॥"

জীবন্মুক্ত দ্বয়ের ধ্যান ভঙ্গ। উত্থিত হইয়া চারিদিগ
অবলোকন করিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণতি।

নারা। বৎস দ্বয়! তোমরা আমার প্রিয় পুত্র নারদের সহিত আগমন কর। কিন্নর লোক গন্ধর্ব্ব লোক প্রভৃতি সমস্তই দেখাইব। আর যখন যে লোকে যাইবে আমরা তোমাদের সঙ্গেই থাকিব।

উভয়েই। (করজোড়ে) যে আজ্ঞে প্রভো! আদি নাথের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

(প্রণতি)

নারায়ণাদির অন্তর্দ্ধান।

[নারদের সহিত জীবন্মুক্ত দ্বয়ের প্রস্থান।]

পটপরিবর্ত্তন।

তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

(অপ্সরালোক)

উর্ব্বশী, তিলোত্তমা, মেনকা, রম্ভা, প্রভৃতি

অপ্সরা গণের নৃত্য

ও গীত।

রাগিণী বেহাগ। তাল কাওয়ালী।

অপ্সরা লোকে নাচি সদা, মোরা সবে অপ্সরী।
মণি মাণিক খচিত ভূম, দুলিছে কিবা মুক্তা বিদ্রুম,
চন্দ্রাতপে চন্দ্র যেন জলিছে সারি সারি॥
চম্পক, পারিজাত ও জাতি, মল্লিকা মালতী জূথী,
থরে থরে ঝুলিছে সকল সৌরভ বিতরি।
"মরি কি শোভা হেরি নয়নে" মোহিছে হৃদয়,
নাচিছে চরণ, মাধবীলতা মিলিছে পুন্নাগে পুলকভরী॥

কি বা মনোহর ত্রিভুবনে, বহুপুণ্যে লভয়ে জনে,
প্রকৃতি সুন্দর পরম পবিত্র প্রেমধারী।
কি সুখ এবে মুক্তপুরুষে, আনিছেন পুণ্য দেখিয়ে হরিষে,
ইচ্ছা মাত্র সৃজন পালন লয় কারী হরি॥

নারায়ণ, শিব ও ব্রহ্মা অগ্রে, তৎপশ্চাতে জীবন্মুক্ত
দ্বয়কে সঙ্গে করিয়া নারদের প্রবেশ।
মধ্যস্থিত সর্ব্বোচ্চ মণিময় সিংহাসনে নারায়ণের
উপবেশন। তন্নিম্নে সামান্য আসনে দুই পার্শ্বে
ব্রহ্মা ও শিব করজোড়ে দুই দিগে দণ্ডায়মান।
নারদ বীণাস্কন্ধে বাদন করিতে করিতে
পাদচালন তৎপর।
উর্ব্বশী ও তিলোত্তমার ভগবানের সম্মুখে
আগমন। করজোড়ে স্তুতি।

গীত।

বেহাগ—একতালা।

দেব! প্রণমি তব পায়।
প্রেম-হৃদয় ভক্তি-পয়োধর-ভার-ভূমিতে অবশ প্রায়।
সদা পুণ্যময় নশ্বর সুখেতে, আছিনু ডুবিয়ে, কবে উদ্ধারি,
তব নিত্য গোলক ধামে লইবে? সতত ভাবনা হায়।
তোমার স্মরণ নাহি ঘন ঘন, কিন্তু এবে মম মানস, জীবন,

মাতিছে, নাচিছে, খসিছে বন্ধন, দেব ' তোমারে হেরে।
পুণ্যেরো সম্পদ, ভাবি বিপদ, অনিত্য সম্ভোগে করে গদ
গদ, লভিতে দেয় না নিত্য পদ হায়।

(অন্যান্য অপ্সরাগণের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক)

এসো এসো সখি সবে, আনন্দে নাচি, কি শুভ দিন
আজি সম্মুখে হেরো, হরি বিরিঞ্চি আদি
আছেন সবে স্বরূপ প্রকাশি হায়॥

(নারায়ণ প্রভৃতি সকলের উত্থান)

নারা। এসো বৎস! এখন চল, তোমাদিগকে আমার গোলকে লয়ে যাই।

[সকলেরই প্রস্থান]

পটপ্রক্ষেপ

অষ্টম অঙ্ক।

(কামাখ্যা)

পাতালপুরী [অন্ধকার] কারাগারগৃহ।

মধ্যস্থলে দুন্দুভি।

সামান্য ছিন্ন বস্ত্র পরিহিতা তরুলতা ও তনুলতা
কপোলে কর বিন্যাস পূর্ব্বক সবিষাদে আসীনা।

তরু। (দীর্ঘ নিঃশ্বাসপ্রক্ষেপ) হায়্ হায়্ সখি ! এ কি পাতাল, না রৌরব নরক ! (কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন) হাঃ কেনই বা আমরা পুরুষ বেশ ধারণ করেছিলেম্ ! উঃ—সখি ! আর যে যাতনা সহ্য হয় না !

(তনুর ক্রোড়ে পতন তনুব ও তৎপরে উপুড় হইয়া পতন)

তনু। হায়্ হায়্ সখি ! চেটীরা যা বলে আমাদিগকে এখানে ফেলে গেল, তা কি সত্যই (অর্দ্ধ রোদন স্বরে) সখি ! তা হলে ত দিন রাত্তির সবই মিথ্যে। উঃ দেবাদি-দেব মহাদেবেরও বাক্য কি মিথ্যে হোল !

তরু। (উদ্গ্রীব হওত পুনঃ পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট হইয়া, অর্দ্ধ রোদন স্বরে) সখি! আমাদের এ দগ্ধ অদৃষ্টে কোন্‌টা সত্য, আর কোন্‌টাই বা মিথ্যে—তা ত কিছুই বোধ হচ্চে না। আমরা যখন আজন্মের মতন স্বামী, পিতা, মাতা, বন্ধু, বান্ধব বিহীন হয়ে এই অন্ধকার পাতালতলে কারারুদ্ধ হয়েচি, আর কি সেই প্রেমপূর্ণ স্বামীবদন নিরীক্ষণ কর্ত্তে পাব। সখি! আর কি সেই সুশীতল মাতৃবক্ষে আলিঙ্গিত হব? কখনই না। তবে কি করে বলি, মহাদেবের বাক্য সত্য! সখি! আমার ত বোধ হচ্চে, এ নিশ্চয়ই স্বপ্ন। (বক্ষঃস্থলে হস্ত প্রদান) ওঃ, বিপদে পড়্‌লে একান্ত হৃদয়ে মধুসূদনকে ডাক্‌লে, মানব, নিশ্চয়ই উদ্ধার পায়, সখি! একথাটাও কি মিথ্যে হলো! আমরা অনেক্ষণ থেকেত ডাক্‌চি, কৈ, কিছুত মুক্তি হবার উপায় দেক্‌চি নে! (কিয়ৎক্ষণ নীরবান্তে) হে মধুসূদন! হে অন্তর্য্যামী! হে বিপদপরিত্রাতা! হে দীনবন্ধু! হে অনাথস্বামিন্‌!

(ঊর্দ্ধাবলোকন, করজোড়ে)

নাথ! রক্ষা কর। রক্ষা কর। এ অবোধ বালিকাগণের অপরাধ ক্ষমা কর। ওঃ—মধুসূদন! মধুসূদন!

কালী ও করালী নাম্নী দুইটী রমণীর প্রবেশ।

কালীর এক হস্তে খাদন কাষ্ঠ, অপর হস্তে একটি প্রদীপ।

করালীর পুষ্প চন্দনাদি পূজোপকরণ হস্তে প্রবেশ।

উভয়েরই বন্দিনীদ্বয়ের নিকটে উপবেশন।

কালী। দেখ, বন্দিনীগণ! তোমরা কিছু মাত্র আর ভীত হয়ো না। আমরা নিশ্চয় বোল্‌চি, তোমাদের এত-দিনে দুর্দ্দৈব দূর হোলো। এই যে দেকুচ, বাদন কাষ্ঠ, ইহাই তোমাদের পতিলাভ ও এই কারাগার হতে মুক্ত হবার একমাত্র উপায় জান্‌বে।

তরু (ব্যগ্রভাবে) কি, কি, কি বল্লে? দেবি! তোমরা কি আমাদিগকে স্বপ্ন সুখ অনুভব করাতে এলে?

করালী। আরে না, না,—এ স্বপন্‌ নয় গো! স্বপন্‌ নয়। তোমরা এপর্য্যন্ত একেবারে নিরাশ কূপে পতিত হোয়েছিলে, তার পর, হঠাৎ আমাদিগকে দেখ্‌লে, আবার আমাদের মুখে এরূপ অসম্ভাবনীয় কথাও শুন্‌লে, তাই এত আশ্চর্য্য বোধ হচ্চে। তা যাকৃ, এখন তোমরা সতর্ক হও। ধৈর্য্য ধর। দেখ, আমরা এই দণ্ড খানিকের মধ্যেই তোমাদিগকে উদ্ধারের পথ দেখিয়ে দিচ্চি। এখন এক-বার এদিগে এসো ত।

(হস্ত ধরিয়া উভয়ের উত্তোলন)

কিঞ্চিৎ পরিক্রমণানন্তর উভয়কে এক পার্শ্বে বসাইয়া মধ্যস্থিত দুন্দুভিতে বাদন কাষ্ঠ দ্বারা সবলে কিয়ৎক্ষণ আঘাত করণ।

কিয়ৎক্ষণ পরে প্রাতঃকালীন

সূর্য্যালোকের ন্যায় চারিদিক্ আলোকিত হইল ।।

কুমারীদ্বয় । (চমকিত হইয়া) একি ! একি !

কি আশ্চর্য্য হঠাৎ প্রাতঃকালীন সূর্য্যালোকের ন্যায় চারিদিগ্ আলোকিত কেন হোল ?

অন্তরিক্ষ হইতে মহাযোনি আদিবিদ্যার

আবির্ভাব । ইনি লোহিত শুক্ল কৃষ্ণবর্ণের তিনটী

রেখা বিশিষ্ট, ত্রিকোণস্বরূপ ।

ইহাঁর মধ্যে শত শত সূর্য্যালোকের ন্যায় প্রভা প্রতিভাত

হইতেছে । গৃহভিত্তিতে সৌর কিরণস্থিত দর্পণের

প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব যেমন প্রজ্জ্বলিত হয়

ইহা ততোধিক জ্বলিতে লাগিল ।

করালী । দেখ, বন্দিনী গণ ! এখন তোমরা এক কার্য্য কর ।

উভয়েই । (করজোড়ে) কি বলুন দেবি !

করালী । এখন তোমরা এই আমাদের আনীত পুষ্প চন্দনাদি পূজোপকরণ লয়ে, মহামায়ার পূজা আরম্ভ কর । তার পর, যা হবে, দেকুতেই পাবে ।

উভয়ে । যে আজ্ঞে । দেবি ! মহামায়া কোথায়, দেখিয়ে দিন্ ।

করালী । (হাস্য পূর্ব্বক) আ রে ক্ষেপী ! এখানে

কি আবার মহামায়ার উপাসকগণ-কল্পিত-চতুর্ভুজা, শবের উপরে অবস্থিতা, লোলজিহ্বা, কালীমূর্ত্তি দেকতে পাবি! এখানে আমরা মন্ত্র বলে তাঁর প্রকৃত ত্রিশক্তি মূর্ত্তির প্রত্যক্ষ করি। আর যথাসাধ্য সেই ত্রিশক্তিরই অর্চ্চনা করে, স্বীয় স্বীয় মনোভীষ্ট লাভ করে থাকি। ঐ— ঐ দেখ, সম্প্রাত তোমাদের জন্য মন্ত্রপড়ে দুন্দুভিবাদন করে, মহামায়ারে আবির্ভূত করেচি।

উভয়েই। অ্যাঁ, অ্যাঁ, মহামায়া!—মহামায়া!

(সাষ্টাঙ্গে প্রণতি ও উত্থান।)

করালী। দেখ বন্দিনীগণ! তোমরা এতে কিছুমাত্র আশ্চর্য্য হয়ো না। (সহাস্যে) তোমরা ঋগ্বেদের অন্তর্গত ত্রিপুরোপনিষদ্ (*) খানি একবার দেখো, তাহলেই এঁর প্রকৃত মহিমা ও প্রকৃত স্বরূপাদি, সমস্তই অবগত হবে।

কালীর পূজোপকরণ গুলির অগ্রসর করণ।

কুমারীগণের পূজা আরম্ভ।

কালী। কেমন, তোমরা এই মহা যোনি আদিবিদ্যার প্রকৃত ত্রিশক্তিমূর্ত্তিখানি দেকতে পাচ্চ ত?

উভয়েই। হাঁ, দেবি! প্রকৃত ত্রিশক্তিমূর্ত্তিই প্রত্যক্ষ কচ্চি।

---

* বাস্তবিক ঋগ্বেদের অন্তর্গত কি না তদ্বিষয়ে পূর্ণ সন্দেহ আছে। ইহা তন্ত্রবিশেষ বলিয়াই সম্পাদকের পূর্ণ বিশ্বাস।

কালী। আচ্ছা—বল দেখি, ঐ কোন তিনটী কি ? আর ঐ কোনগুলির উপরে কেউ বসে আছেন কি না ?

তক্ত। আহা ! দেবি ! কি অপরূপ মুর্ত্তি ! আমরা যেন স্পষ্ট দেক্‌তে পাচ্চি এই তিন কোণ, সত্ব রজ ও তমো-গুণাত্মক পরব্রহ্মের শক্তিত্রয়ের তিনটী উজ্জ্বল রেখামাত্র। আর উঁহাদের মধ্যে সত্ত্বগুণস্বরূপ শুভ্র রেখার উপরে প্রজাপালক নারায়ণ, রজোরূপী লোহিতবর্ণ রেখার উপরে প্রজাপতি ব্রহ্মা ও তমোরূপী কৃষ্ণ রেখার উপরে সংহার কারক রুদ্র উপবিষ্ট আছেন। এবং ইহাঁর মধ্যে যে একটি চিহ্ন বিশেষ দেখা যাচ্চে, ঐটী যেন বোধ হচ্চে, সহস্র রশ্মিতুল্য প্রদীপ্ত দিবাকর কর স্বরূপ।

কালী। বেশ্ বেশ্, দেখ, ঐটীই পরমাত্মার প্রতি-বিম্ব জেনো। মহাযোনি ত্রিশক্তিরূপিণী এই মহামায়াতে পরমাত্মার ঐরূপ প্রতিফলিত প্রতিবিম্ব পাতেই সমস্ত জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হচ্চে। তা যাক্, এখন যথাজ্ঞান আরাধনা কর। নিশ্চয় জেনো, তোমাদের কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই উদ্ধার হবে।

উভয়েই। যে আজ্ঞে দেবি !

কিঞ্চিৎ পরেই স্তুতি গান আরম্ভ।

রাগিণী সুরট্ সারঙ্গ—তাল একতালা।

"সামাল মাত ! ডুবলো তরি
ভবতরঙ্গের দেখি রঙ্গ ভারি।

কর্ম্ম বাতাস, মায়া মেঘ, সদাই পড়ে মোহ বারি।
চঞ্চলা চপলা ভ্রমে ঘন ডাকে ঘটা করি ॥ ১ ॥
ভাঙ্গিল মাস্তূল মন, সুকর্ম্ম পাইল্ গেল, পড়ি তরি ঘুর্ণিত হয়
আবর্ত্ত কামে পাপে ভরায় হয়ে ভারি ॥ ২ ॥
জ্ঞান সূর্য্য অস্ত হ'লো, অজ্ঞান তিমিরে ঘেরি।
একুল ও কুল পাথার, হত হৈল বুদ্ধি ডাঁড়ি ॥ ৩ ॥
ভেবে ধন্দ আমাদের কপাল মন্দ হৈল ভারি।
করুণা নোঙ্গর করো মা গো, কর্ণধার দয়ারে করি ॥৪॥”

[দৈববাণী]

“ এখনই তোমাদের উদ্ধার হবে ”

(মহামায়ার অন্তর্দ্ধান।)

একপার্শ্ব দিয়া গর্দ্দভ পৃষ্ঠে আরূঢ়া হইয়া একজন
ডাকিনীর একটি মেষহস্তে প্রবেশ।

অপর পার্শ্বদিয়া তদ্রূপ মেষহস্তে গর্দ্দভপৃষ্ঠে আর
একজন যোগিনীর প্রবেশ।

উভয়েরই কুমারীগণের নিকটে অবতরণ।

কালী ও করালী। ঐ ঐ দেখ,মহামায়ার পরিচারিকারা তোমাদের স্বামী দুটী ও ঐ বাহনদুটী নিয়ে আস্‌চেন।

তরু ও তনু। (আশ্চর্য্য ভাবে তটস্থ হইয়া) এ কি! এ কি হোলো! এমন অদ্ভুত মায়া ত কখনও দেখি নাই!

তরু। (স্বগত) এ কি বলে, আমা—দের—স্বামী! কৈ—

অনন্তর রাজকুমারীদের ডাকিনী ও যোগিনীর
দিগে করজোড়ে অবস্থিতি।

কৈ? দেবি! স্বামি? কি বল্‌চেন? সে কেমন?

ডাকিনী। স্থির হও ২। আশ্চর্য্য হয়ো না। সব ভেঙ্গে বল্‌চি। আমরা যোগমায়ার অনুমতি ক্রমে তোমাদের মেষরূপী স্বামিদুটীকে সঙ্গে করে এনেচি। এখন এসো, এই গাদার উপরে উঠত। এখনই উদ্ধার করে নিয়ে যাবো। কিন্তু দেখ, পথে যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে, 'তোমরা কার অনুচর?' তা হলে বোলো, 'আমরা ডাকিনী, যোগমায়ার অনুচর।' তা কেউ জিজ্ঞাসাই কর্‌বে না। গাদার উপরে যাচ্চো দেখে, সকলেই আপনা আপনিই ডাকিনী বলেই স্থির কর্‌বে—নাও, এখন আর বিলম্ব করো না। এই দণ্ড খানিকের মধ্যে তোমাদিগকে আমাদের উপর উদ্ধার কর্‌বার আজ্ঞে আচে, তার পর আর আমরা কারো কথা শুন্‌ব না।

(তরু ও তনুর তটস্থভাবে পরস্পর
মুখনিরীক্ষণ)

কালী। কর কি? কর কি? বিলম্ব করো না। শিগ্‌গীর উঠো। এই নাও, তোমাদের আপন আপন স্বামিকে কোলে নিয়ে বোসো।

ডাকিনী ও যোগিনীর হস্ত হইতে মেষ গ্রহণ।
এবং কুমারীদের হস্তে প্রদান।
কুমারী দ্বয়ের মেষ দ্বয় গ্রহণ পূর্ব্বক
গর্দ্দভ পৃষ্টে আরোহণ।

তরু। (করুণ স্বরে) দেখ, ডাকিনীগণ! এক্ষণে আমাদের আপনাদের কাছে সবিনয়ে একটী প্রার্থনা রইল। জগতে, আমাদের এই দুর্দ্দশা যেন আপনাদের দ্বারা বিশেষ রূপে প্রচারিত হয়। যাঁরা স্ত্রী স্বাধীনতার পক্ষপাতিনী তাঁহাদিগকে আমাদের এই গর্দ্দভারোহণের সুখানুভবটী অনুভব কর্‌তে অনুরোধ কর্‌বেন। (দীর্ঘ নিশ্বাস প্রক্ষেপ) হাঃ অদৃষ্ট!!

ডাকিনীগণের গর্দ্দভ পৃষ্ঠে লগুড়াঘাত করিতে করিতে
গর্দ্দভারূঢ়া কুমারীদ্বয়কে সঙ্গে লইয়া প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপ

নবম অঙ্ক।

[প্রয়াগ তীর্থ]

(ত্রিবেণী)

গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতীর

সঙ্গম স্থল।

গুপ্ত সরস্বতীর কুণ্ড।

কুণ্ডেরউপরে একটি অশ্বত্থ বৃক্ষের উপমূলে মাধবীলতা
ও বিদ্যুল্লতার সহিত তরুলতা ও তমুলতার
মেবদ্বয় এবং পুষ্প চন্দনাদি প্রভৃতি
পূজোপকরণ লইয়া অবস্থিতি।
ভীমাকার রক্তোষ্ণীষ-মস্তক প্রহরী দ্বয় কোষ
নিষ্কাশিত অসিহস্তে পাদচালন তৎপর।

মাধবী। (রাজকুমারীদ্বয়ের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) সখি! আর বিলম্ব কেন, মুহূর্ত্ত বয়ে জায়, এখন তবে পূজা আরম্ভ হোক্।

তরু। (চারিদিগে দৃষ্টি পাত সহ) কৈ? পূজার কি সমুদায় আয়োজন হয়েচে?

বিদ্যুৎ। হাঁ সখি! সব আয়োজনইত হোয়েচে, ঐ দেখ, ফুল চন্দন, আর এই নাও ধূপ ধুনা নৈবিদ্য। নৈবিদ্যি সব শুদ্ধ তিন খানি করেচি (অগ্রসর করণ)।

তরু। আ আমার পোড়া কপাল!—আর দুখানা যে চাই! গঙ্গা, যমুনা সরস্বতীর এক এক খানা, আর এই আমাদের পোড়াকপালে মেষ স্বামি দের জন্য দুখানা চাইনে?

মাধবী। ও ভাই, তা ওত বটে (স্বগত) কি জ্বালা! ভাল ভেল্‌কিই দেখাচ্চে! (প্রকাশে) ভ্রম হোয়েচে ভাই! তা হোক্, এখনি আমি করে দিচ্চি। তোমরা সখি ততক্ষণ গঙ্গা যমুনার পূজা আরম্ভ করে দেও না কেন।

মাধবী ও বিদ্যুতের আর দুই খানা নৈবেদ্য প্রস্তুত-
করণ, কুমারীগণের পূজা আরম্ভ।

তনুর ইঙ্গিতে ধূপ ধুনা জালিয়া দিতে আদেশ।

বিদ্যুৎ। এই নাও সখি! (তথাকরণ)

মাধবী। আমাদেরও নৈবিদ্য সাজানো হ'লো। এই নাও। (অগ্রসর করণ)

তনু। হুঁ, হুঁ, (ইঙ্গিতে মেষদ্বয়ের স্বসমীপে আনয়নাজ্ঞা)

বিদ্যুল্লতার মেষদ্বয় লইয়া তাঁহার সমীপে উপবেশন মেষপূজা আরম্ভ।

তরু }
তনু }

মং মেষং যাউ ডাকিনী সরস্বতী মহামদন কামকূপে, হোং মানুষ মহামায়া কামাখ্যার আজ্ঞে। পং পতি ভাবুইং লং ষং শং সং হুঃ ফট্‌।

এই মন্ত্র বার ত্রয় পাঠ করিয়া কুণ্ডমধ্যে মেষদ্বয়ের উন্মজ্জন নিমজ্জন।

সহসা কুণ্ড মধ্যে মনুষ্য বাক্যের প্রতিধ্বনি শ্রবণগোচরিত হইল।

"প্রিয়ে! মদনিকে! প্রিয়ে! রতিসোহাগিনি! তোমরা কোথায় গা? একবার এদিগে এসো। শীগ্গির এসো। আমাদিগকে দুখানা কাপড় ফেলে দাও। স্নান কর্ত্তে কর্ত্তে জলের বেগে আমরা উলঙ্গ হয়ে পড়েচি।" এইরূপ হঠাৎ পুরুষ বাক্য শুনিয়া সকলেই চকিত ভাবে নিস্তব্ধ। সসব্যস্ত হইয়া সকলেরই অবগুণ্ঠন টানিয়া উপবেশন। এক এক বার উদ্গ্রীব হইয়া কুণ্ডমধ্যে দৃষ্টিনিঃক্ষেপ।

তনু। ও ভাই! মাধবি! নে, এই কাপড় দুখানা কুণ্ডের মধ্যে ফেলে আয় না।

মাধ। না রাজকুমারি! আমাদের সাধ্যি নয়। তোমাদের ভেল্কি ভাই তোমরাই কর। আমারত ভাই ভয়ে গা কাঁপ্‌চে। (ভয়ের অভিনয়)

বিদ্যুৎ। আমি ত ভাই, পালাই। (স্বগত) ও মা— কি হবে! এমন ত কখনও দেখিনি। ভেড়াও কি আবার মন্ত্রের বলে মানুষ হয় গা!

[বেগে প্রস্থানোদ্যম—

প্রহরী। কঁহা যাও গে? (বাধা দেওন) ময়্ নই জানে দেউঁগা (শ্মশ্রুতে তা দিতে দিতে) আগে সরকার মাইকা হুকুম্ লে আও, তব্ ছোঁড়ুঁগা।

অপ্রতিভ হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক এক পার্শ্বে অধোবদনে অবস্থিতি।

তরু। (দীর্ঘ নিঃশ্বাস প্রক্ষেপ) আচ্ছা ভাই! কারো গিয়ে কাজ নেই। আমিই দিয়ে আসচি।

তরুলতার কুণ্ডমধ্যে বস্ত্রদ্বয় প্রক্ষেপ।

পুনশ্চ পূর্ব্ববৎ অবগুণ্ঠন টানিয়া উপবেশন।

কুণ্ড হইতে রণসিংহ ও বীর সিংহের প্রবেশ।

বীর। (আশ্চর্য্যভাবে ইতস্তত দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) উঃ কি অদ্ভুতমায়া! এ আবার কোথায় এলেম্?

রণ। তাইত দাদা! এ—ত, দেকুচি সে স্থান নয়। কি অদ্ভুত! মহামায়ার লীলাত ভাই বোজা ভার।

বীর। তা আর একবার করে! আমাদের এ অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা শুন্‌তে ও শোনাতেই ভাল, কিন্তু ভাই, ভগবান্ না করেন যেন শত্রুকেও এরূপ অবস্থায় পড়্‌তে হয়। উঃ—দেখ দিকি, কোথায় সেই দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুমূর্ষু হয়ে পড়ি, তার পর দেখ, মহামায়ার মন্ত্রবলে মহূর্ত্তখানিকের মধ্যে সেই কামাখ্যাতেই আবার এসে পড়ি। তার পর দেখ, কোথায় তারা আমাদিগকে মেষ অবস্থায় স্নান করাতে পুষ্করিণীতে নিয়ে এসে, কি আশ্চর্য্য! আবার তার পর দেকুচি কি না, আমরা আর সে রাজ্যে নাই। দিন থাকুতেও আমাদের আর সে মেষরূপও নাই। (অধোবদনে কিঞ্চিন্মৌনাবলম্বন) ভাল, ভাই! এখন রাত্রিত বটে! না, তাও বা কি করে বলি, (ইতস্তত দৃষ্টিনিক্ষেপ) আমি স্বপন্ দেখ্‌চি না কি (সহাস্যে অঙ্গুলি প্রদর্শন) ঐ—ত স্পষ্ট সূর্য্য রয়েছেন। আচ্ছা, আপনাকেই দেখি দিগি, (স্বীয় শরীরাবলোকন) এখন মানুষ আছি, কি ভেড়া? (উদ্গ্রীব হইয়া রণসিংহের প্রতি অবলোকন) কেমন রণ! ভাই তুই আমায় কি দেকুচিস্, মানুষ না ভেড়া?

রণ। দাদা তুমিই বল না আগে, আমাকে কি দেকুচ, মানুষ না ভেড়া?

বীর। (অগ্রসর হইয়া গাত্রে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক) কি আশ্চর্য্য ? (পরিক্রমণ) রাত্রিও ত নয়, এ ত বেশ্ স্পষ্ট দেকচি, দিবা, দুই প্রহর বেলা। তবে মানুষই বা হোলেম্ কি করে ? আর এখানেই বা এলেম্ কি করে ? (হঠাৎ সখীগণের প্রতি দৃষ্টিপাত) একি ! একি ! এঁরা আবার কে ? (কিঞ্চিৎ আনন্দের অভিনয়) হয়েচে, হয়েচে—ও ভাই রণ ! এঁরাই তবে আমাদের উদ্ধার করেচেন তার আর সন্দেহ নাই।

রণ। যথার্থ বলেচেন, এঁরাই আমাদের উদ্ধার করে-চেন। আচ্ছা দাদা! একবার জিজ্ঞাসা করেই দেখা যাক্ না কেন ?

(মাধবীর নিকটে আগমন)

মাধবী। আপনারা কিছুমাত্র আশ্চর্য্য বা ভীত হবেন্ না। আপনারা যে, কিরূপে এখন মানুষ হলেন, তা পরে জানাচ্চি। (করজোড়ে) কিন্তু—আগে আমাদের একটী প্রার্থনা পূর্ণ কর্ত্তে হবে।

বীর। (অগ্রসর হইয়া) কি বল বল, অবশ্য পূর্ণ কর্‌বো আমাদের সম্পূর্ণ বিশ্বাস হচ্চে তোমরাই আমা-দিগকে মায়াবিনীদের কুহক হতে উদ্ধার করেচ অতএব তোমাদের জন্য, আমাদের কিছুই অদেয় নাই। প্রাণ পর্য্যন্ত দিয়েও যদি উপকার হয় তাতেও সম্মত আছি।

মাধ। (করজোড়ে) আজ্ঞে না না, আর কিছু নয় তবে এইমাত্র জিজ্ঞাসি। আপনারাত গুজরাটে পরস্পর দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহত হয়ে পড়েন। তার পর কিয়ৎক্ষণের মধ্যেই আপনাদের সেই মৃতপ্রায় শরীর, কে সজীব কর্‌লে ? কোথাই বা আপনারা চলে গেলেন ? আর কি রূপেই বা কামাখ্যায় মায়াবিনী রাক্ষসীদের হাতে এসে পড়্‌লেন ? এই বৃত্তান্তগুলি সংক্ষেপে জান্‌তে ইচ্ছা করি।

বীর। ভদ্রে !—সে অনেক কথা ? সে সকল দুঃখের কথা বল্‌তে গেলে, তোমাদের উপকথা বলে বিশ্বাস হবে।

বিদ্যুল্লতার শশব্যস্ত হওয়া মাধবীর
নিকট আগমন।

বিদ্যুৎ। না, না, তা কেন, উপকথা বোল্‌বো কেন, আপনি বলুন মশায়, (অগ্রসর হইয়া করজোড়ে) বলুন, আমরাও দেকে শুনে 'জড় সড়' হয়েচি।

বীর। আচ্ছা, তবে সংক্ষেপেই বলি, শোনো। দেখ, প্রায় পাঁচ ছয় বৎসর হলো, একবার আমরা এই দুই বন্ধুতে মিলে মৃগয়া কত্তে কত্তে কামাখ্যায় গিয়ে পড়ি। তার পর সেখানকার মায়াবিনী স্ত্রীলোকেরা আমাদিগকে অনেক যত্ন করে সেখানকার মহারাণীর সঙ্গে সক্ষাৎ করিয়ে দেয় ও বলপূর্ব্বক আমাদিগকে প্রায় কুড়ি জন স্ত্রীলোকে মিলে বিবাহ করে। তাতে মহারাণীও একজন ছিলেন। তার

পর, পাছে আমাদিগকে কেউ দেখে, সেই ভয়ে মন্ত্রবলে দিনে মেষ ও রাত্তিরে মানুষ করে আপন আপন নিকৃষ্ট বৃত্তি চরিতার্থ কর্ত্তে লাগ্‌ল। তার পর কিছুদিন পরে, আমরা দৈবাধীন তাদের পরম শত্রু অপর একজন মায়াবিনীর সাহায্যে মুক্ত হবার মন্ত্র শিক্ষা করে সেখান হতে পলায়ন করি। কল্যাণি! তার পর আর বোল্‌বো কি? আমাদের এরূপ দুরদৃষ্ট যে, মুক্ত হয়েও বৃথা হোলো। আমরা ঐরূপে মন্ত্রপ্রভাবে প্রকৃত অবস্থা পেয়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে পালিয়ে আস্‌চি, এমন কি যখন কামাখ্যাপীঠের গণ্ডির বাইরে এসে পড়েচি, তখন দেখি কি না, সেই মায়াবিনী রাক্ষসীরা পশ্চাৎ২ দৌ—ড়ে আসচে, আর কেবল এই কথা মুখে বল্‌চে "প্রাণনাথ! তে মরা বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে যাচ্চো, ভাল, যাও, কিন্তু একটী কথা বোলে রাখি, তোমরা যখন বিপদে পড়্‌বে, তখন আমাদের প্রদত্ত এই মন্ত্রটী—উচ্চারণ করে, আমায় স্মরণ করো, তাহলেই বাঁচ্‌বে" এই বল্‌তে ২ দ্রুতবেগে আমাদের কাছে এলো, ও একটী এক অক্ষরের মন্ত্র আমাদের কানে২ বলেই অন্তর্দ্ধান হোলো। তার পর, আমরা যখন গুজরাটে রাজকুমারী তরুলতার জন্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে মুমূর্ষু হয়ে পড়ি, তখন সেই কথা পরীক্ষা কর্‌বার জন্য ঐ মন্ত্রটী পাঠ করে তাহাদিগকে স্মরণ করি। স্মরণমাত্র দেখি কি, তারা

অন্তরীক্ষ হতে এসে আমাদের গায়ে মন্ত্রপাঠ কচ্চে— তার পর আর আমরা কিছুই জান্‌তে পারি নাই। কিন্তু কিঞ্চিৎ পরেই দেখি কি, সেই কামাখ্যার বিলাস ঘরে, সেই পালঙ্কের উপরেই আবার শয়ন করে আছি। আর সেই সকল রাক্ষসীরাই আবার আমাদের চারিদিগে ঘেরে বসে আচে ও সেবা কচ্চে। এইরূপে তারা আমাদিগকে সেবা শুশ্রূষা করে ভাল কল্লে বটে কিন্তু পুনশ্চ পূর্ব্বকার ন্যায় দিবাভাগে মেষ ও রাত্তিরেতে মানুষ কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে।

মাধ। (ব্যগ্রভাবে) তার পর, তার পর ?

বীর। তার পর আর কি ? তার পর যেমন প্রতি দিন দিনের বেলা মেষ অবস্থায় স্নান করাতে নিয়ে এসে, তেমনি আজও স্নান করাতে নিয়ে এসে ছিল। কিন্তু তার পর এই দেকুচি, যে, সে রামও নেই আর সে অযোধ্যাও নেই।

ভক্ত। (জনান্তিকে মাধবীর প্রতি) ওলো ! এখনও কি ভাই ! তোর বিশ্বাস হয় নি, আর কেন ? উহাঁদিগকে এখন বাড়ি নিয়ে চল্‌। তাব পর যত পারিস্‌ পরিচয় নিস্‌।

মাধ। না রাজকুমারি, বিশ্বাস হবে না কেন, তবে কি না—(কিঞ্চিৎ চিন্তা) আচ্ছা ভাই ! তাই সই। ওঁআ-দিগকে তবে এখন এখান হতে নিয়েই যাওয়া যাক্‌।

বীর। (করজোড়ে) ভদ্রে! এইত আমাদের সংক্ষেপে দুঃখের কাহিনী শুন্‌লে, এখন বল, তোমরা কে? আর আমাদিগকে তোমরা কিরূপে ও কেনই বা উদ্ধার কল্লে? যদি কোন বাধা না থাকে, তবে শীঘ্র বোলে উৎকণ্ঠা দূর কর।

মাধ। অবশ্য, এখন বোল্‌তে বাধা আছে। মশায়! এ বিদেশ, আপনাদিগকে আগে একটা বাসা করে দি, তার পর সমস্তই জান্‌তে পার্‌বেন।

বীর। (রণের দিকে অবলোকন পূর্ব্বক) রণ! তাই তবে এঁদের সঙ্গেই যাওয়া যাকু, কি বল?

রণ। আচ্ছা,—তবে সেই ভাল।

সখীগণ অগ্রে ২—পশ্চাৎ পশ্চাৎ কুমারগণ—
তৎপশ্চাৎ প্রহরীদ্বয়ের প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপ।

দশম অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

গুর্জ্জর দেশ।

দ্বারপণ্ডিত ব্যঙ্কটরাম শাস্ত্রীর পাঠশালা।

কতিপয় ছাত্র পুস্তক নিষ্কাশন পূর্ব্বক উপবিষ্ট।

ত্রিবেদী। ওহে দুবে! কতবার বলে দেব, এখন অভ্যাস কর না।

দুবে। মহারাজজী! আর একবার তবে—(করজোড়ে)

ত্রিবে। আচ্ছা আয়্ তবে, আবার বলে দি—

দুবের পুস্তক প্রদান।

এই নাও, ভাল করে মনোযোগ কর। আর বলে দেবো না। (পুস্তক দেখিয়া) মার্কণ্ডেয় উবাচ। ইতি তস্য বচঃ শ্রুত্বা সুরথঃ স নরাধিপঃ—

দুবে। থাক্ থাক্ ঐ পর্য্যন্তই এখন থাক্। অধিক হোলে মুখস্থ কর্ত্তে পার্ব্বো কেন?

ত্রিবে। আচ্ছা, তবে যাও, এইটুকুই অভ্যাস করগে।

দুবে। (পুস্তক দেখিয়া) মার্ ২ কণ্ডে ৩। মার্ ২

কণ্ডে ৩। মার্ ৫। কণ্ডে ৮। মার্ কণ্ডে ২। কণ্ডে মার্ ৪। য় উ বা ৪। মার্ ৩। য় উ বা মার্ ৩। চ চ চ চ চ। মার্ চ ৫। মার্ ২ কণ্ডে ৪। ইত্যাদি।

ত্রিবে। তবে আমিও ব্যাকরণের পাঠটা অভ্যাস করি। আর ব্যর্থ সময় নষ্ট কর্‌বার আবশ্যক কি? (পুস্তক নিষ্কাশন) উখ, উখি, বখ বখি, মখ মখি, ণখ ণখি, রখ রখি, লখ লখি, ইখ ইখি, ঈখি, বল্গ, রগি লগি, অগি বগি মগি, তগি ত্বগি, শ্রগি শ্লগি, ইগি রিগি লিগি গত্যর্থাঃ (*)।

মিশ্রের একখানি পত্রহস্তে ত্রিবেদীর নিকটে আগমন।

মিশ্র। তেওয়ারীজী! আমাকে একটু পাঠ বলে দিতে হবে?

ত্রিবে। আঃ তোমরা ত ভাল ব্যতিব্যস্ত কল্লে হে? আমি কি আর আপনার পাঠ কণ্ঠস্থ কর্ব্বো না।

মিশ্র। এই একটু খানি (করজোড়ে)

ত্রিবে। দাও, কৈ? কি বলে দিতে হবে? (পুস্তকপত্র গ্রহণ) চুবি বক্ত্রসংযোগে। চুম্বতি চুচুম্ব চুম্বিতা।

মিশ্র। আজ্ঞে তবে, এই পর্য্যন্তই থাকুক। এক্ষণে আমার একটী সন্দেহ আছে।

---

* ইহারই অভ্যাসের তারতম্যে হাস্য জনক হইবে।

ত্রিবে। কি বল?

মিশ্র। এই বক্তু সংয়োগের অর্থ কি?

ত্রিবে। বক্তু সংযোগ অর্থাৎ মুখে মুখ সংযোগ।

মিশ্র। আজ্ঞে—সে কিরূপ?

ত্রিবে। ওরে মূর্খ! চুম্বন আর কিরূপ হয় তাও জানিস্ নে?

মিশ্র। আজ্ঞে তবে কি, সেই সেই যে, কাব্যে পড়েছিল্যেম "প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষ শ্চুচুম্বে" এখানে তাই কি বোধ হবে?

ত্রিবে। (বিরক্ত হইয়া) হাঁ হে হা, তাই বোধ হবে।

মিশ্র। যে আজ্ঞে। (দূরে গিয়া) চুবি বক্তু সংয়োগে স চুম্বতি অর্থাৎ তিনি প্রিয়ামুখ চুম্বন করিতেছেন। ত্বং চুম্বসি অর্থাৎ তুমি প্রিয়ামুখ চুম্বন করিতেছ। অহং চুম্বামি অর্থাৎ আমি প্রিয়ামুখ চুম্বন করিতেছি।

ব্যঙ্কটরাম শাস্ত্রী এবং পুরোহিত রামকিশোর তর্কচঞ্চু মহাশয়ের প্রবেশ।

শিষ্যগণের উত্থান ও প্রণাম।

ব্যঙ্ক। ওহে! অদ্য আমি রাজকার্য্যে বিশেষ ব্যস্ত আছি। সুতরাং তোমাদের আজ আর পাঠ হবে না। এক্ষণে তোমরা আপন আপন আলয়ে প্রতিগমন কর।

শিষ্যগণ। যে আজ্ঞে। প্রণাম ও প্রস্থান।

পুরো। তবে,এক্ষণে উপায় কি স্থির করেছেন বলুন।

ব্যঙ্ক। মহাশয়! আর উপায়? আমাদের দেশীয় নাগরিকগণ, ভয়ানক নাস্তিক। তন্ত্র শাস্ত্রের মহিমা তারা কিছুমাত্র জানে না। ভাগ্যে আপনি একজন পুরুষানু-ক্রমের বঙ্গদেশীয় তান্ত্রিক পুরোহিত ছিলেন, তাই রক্ষা নতুবা না জানি এতক্ষণ কি হোতো? হয় ত রাজকুমারী-গণকে কুলটা বলে মহারাজ বনবাসেই দিতেন।

পুরো। শাস্ত্রীজী! কেবল আমি বঙ্গদেশীয় পুরোহিত আছি বলে কেন? মহারাজও আমাদের ভাগ্যে, ভাগ্যে তান্ত্রিক নতুবা আমার সাধ্য কি যে, এরূপ অবস্থায় একক কৃতকার্য্য হই। তা যাহোক্, এক্ষণে কর্ত্তব্য কি বলুন।

ব্যঙ্ক। আর মহাশয়! কর্ত্তব্য আর কি বল্‌বো, এদে-শাবচ্ছেদের পণ্ডিতেরা তন্ত্র শাস্ত্র মানে না। সকলেই এক বাক্যে বল্‌ছে, রাজকুমারী তরুলতার মৃত স্বামীর কামাখ্যা হতে উদ্ধার ও তাঁহাদের মেষশরীরের মন্ত্রবলে মনুষ্যশরীর হওয়া সমস্তই অলীক। এ অবস্থায় পরিণাম যে—কি হবে, তা আর কি বল্‌বো বলুন। আর এতে আমাদেরই বা সাধ্য কি বলুন।

পুরো। শাস্ত্রীজী! আপনিও কি মন্ত্রবল আন্তরিক বিশ্বাস করেন না? মহাশয়! আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, মহারাজ যখন আমাদের বঙ্গদেশীয় পণ্ডিতগণকে একত্র

করেছেন তখন (হুঁ আমি মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি) এদে-শীয় পণ্ডিতগণকে পরাভূত হতেই হবে। তবে আপনার কাছে আমার এইমাত্র প্রার্থনা, আপনি যেন বিচারসময়ে স্বদেশ পক্ষপাতী হবেন না বিশেষ এও বিবেচনা করে দেখ্‌বেন, এই উপস্থিত বিচারে যদি এদেশীয় পণ্ডিতগণ জয়লাভ করেন, তাহলে মহারাজেরও চিরকলঙ্ক হবে।

ব্যঙ্ক। তর্কচঞ্চু মহাশয়! আপনি কেন আর বৃথা ভাবনা কচ্চেন? এও কি কথন সম্ভব, আমি স্বদেশ পক্ষপাতী হয়ে মহারাজের অনিষ্ট কর্‌বো? তা যাহোক্ এখন বেলা অধিক হয়ে উঠ্‌লো, এক্ষণে তবে চলুন, বাটী যাওয়া যাক্। (প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া) হাঁ মহাশয়! আর একটী কথা শুনেচেন?

পুরো। কি কি, কি কথা? কৈ, আরত কিছু শুনিনি।

ব্যঙ্ক। সেই আপনাদের গতসভায় যে বঙ্গদেশীয় এক জন নৈয়ায়িক আস্ফালন করে বলেছিলেন, আমি মন্ত্রবল মানিনে যুক্তিদ্বারা কেহ যদি বল্‌তে পারে যে মেষও মনুষ্য হতে পারে তাহলে আমি স্বীকার করি।

পুরো। আজ্ঞে হাঁ, তাত জানি, সেও এক পাপাত্মা নাস্তিক এর বিপক্ষ বটে। আঃ মহারাজ যে আবার হতভাগা নৈয়ায়িক গুলোকে কেনই বা নিমন্ত্রণ করে আন্‌লেন, তা জানিনে, যাক্, তার পর?

ব্যঙ্ক। তার পর আর কি হবে, আমাদের এদেশীয় পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে, তারা সেই বঙ্গদেশীয় নৈয়া- য়িককেই আপনাদের প্রতিনিধি স্বরূপ করে, মহাশয়দের সহিত বিচার করাবেন। মহারাজার ভয়ে তাঁরা সভায় স্বয়ং উপস্থিত হবেন না।

পুরো। বটে ? এরূপ ব্যবস্থা হয়েছে। ভাল, দেখা যাবে, আমিও কিছু কিছু ন্যায়শাস্ত্র জানি,তার জন্য চিন্তা কি ? তা হোক, এক্ষণে তবে আমি চল্লেম, আমার আবার আজ প্রাতঃসন্ধ্যা পর্য্যন্ত হয় নাই।

ব্যঙ্ক। যে আজ্ঞে, তবে সভায় শীঘ্র শীঘ্র আস্‌বেন।

পুরো। তা আর একবার। (উভয়ে গমনোদ্যত) (প্রত্যাবর্ত্তন) হাঁ ভাল শাস্ত্রীজী ! আর একটী শুভ সংবাদ দি।

ব্যঙ্ক। কি মহাশয় ! কি সংবাদ ?

পুরো। আমাদের ভাবী বৈবাহিক রাজা রঘুপৎ সিংহের যে পুরোহিত মহাশয় এসেচেন, তিনিও শুন্‌চি বঙ্গদেশীয় ও আমাদেরই ন্যায় ঘোর তান্ত্রিক।

ব্যঙ্ক। অবশ্য, এ শুভসংবাদ বটে। দেখা যাক্‌, এক্ষণে মান রক্ষা—সেই জগদীশ্বরেরই ইচ্ছা।

পুরো। আজ্ঞে তা বটে, কিন্তু ঘটনাগুলি অবশ্য শুভ সূচক বোধ হচ্চে বলতে হবে।

ব্যঙ্ক। তা আর এক বার করে। যে আজ্ঞে। তবে আসুন। [উভয়েয় প্রস্থান

পটপরিবর্ত্তন

(২ য় গর্ভাঙ্ক)

রামকিশোর তর্কচঞ্চু মহাশয়ের অন্তর্ব্বাটী
দেব গৃহ অর্থাৎ ঠাকুর ঘর।

পুরোহিতপত্নী সৌভাগ্যবতী অম্বরপরিধানপূর্ব্বক উপবিষ্ট হইয়া পূজা আহ্নিকের উদ্যোগ করিতেছেন।

ফলপুষ্পাদি বিবিধ উপকরণ হস্তে মিশ্রাইনের প্রবেশ।

মিশ্রাইন। মাজী! এই নিন্। সব এনেছি।

সৌভা। দাও মা, দাও। আমি ভাবছিলুম, মিশ্রাইনজী আজ এখনও এলেন না কেন, এদিগে কর্ত্তার আস্‌বার সময় হোয়ে এলো।

(উপকরণ গুলি গ্রহণ করিতে করিতে) তাইত এখন রাজু এলে হয় যে?

শিব মৃত্তিকা হস্তে রাজবালার প্রবেশ।

এই নাম কর্ত্তে ২ ই রাজু আমার এসেছে। দে মা দে। অনেক বেলা হয়ে গেল। মা! তুই এই ফল ফুলরি গুলি ছাড়া, আমি শিব গড়াই।

রাজবালার ফল ফুলরি দিয়া নৈবেদ্য প্রস্তুত করণ
এবং সৌভাগ্যবতীর পার্থিব শিব নির্ম্মাণ।

মিশ্রা। কেমন মাজি! একটী কথা কি জিজ্ঞাসা কর্ব্বো?

সৌভা। কি মিশ্রাইন জি! কি কথা মা?—ওলো রাজু! মিশ্রাইন জীকে একটু সুরতি দিয়েচিস্?

মিশ্রা। না মাজি! এই যে সুরতি আমার আঁচলেই বাঁধা আছে। থাক্ আর কাজ নাই। (অঞ্চল হইতে সুর্তি বাহির করিয়া ভক্ষণ)

সৌভা। তা হোক্, আমি তোমার জন্য ভাল তামাকের পাতা আনিয়ে কত যত্নে সুর্তি প্রস্তুত করিয়ে রেখেচি।

মিশ্রা। তা—তা—মাজির আমার উপরে এমনিই ভাল বাসা বটে। (রাজবালার গৃহে প্রবেশ।)

পুনঃ বাহিরে আগমন এবং মিশ্রাইনকে সুরতি প্রদান
এবং পুনশ্চ নৈবেদ্য প্রস্তুত করিতে উপবেশন।

সৌভা। মিশ্রাইন্জী! তুমি কি জিজ্ঞাসা কর্বে বল্ছিলে না?

মিশ্রা। না, আর কিছু নয়, বলি, আপনাদের বাঙ্গালা মুলুক্ হতে নাকি অনেকগুলি পণ্ডিত এসেচেন? তা মহারাজ তাঁদের ডেকেচেন কেন? তাই জিজ্ঞাসা কচ্চি?

সৌভা। আর মা! সে কথা আর বল্ব কি?

আপনাদের দেশের পণ্ডিতগণের খুরে দণ্ডবাৎ (উদ্দেশে প্রণাম করণ) তাঁরাইত এই রাজসুয় যজ্ঞের আড়ম্বর করে-চেন। তাঁরা যদি তন্ত্র মন্ত্রে বিশ্বাস কর্ত্তেন, তা হলে কি আমাদের মহারাজ এত আয়োজন কত্তেন?

নেপথ্যে। (তম্বুরাবাদন সহ) সীতাপতি রামচন্দ্র রঘুবর রঘুরাই ইত্যাদি।

সৌভা। মিশ্রাইনজী, ঐ ভিক্ষুকটীকে একবার এখানে ডেকে আন না। আহা বেশ্ ভজন গাচ্চে।

মিশ্রা। আচ্ছা মা! আমি এখনই ডেকে আন্‌চি।

একজন রামাইত ভিক্ষুকের একতন্ত্রী তম্বুরা বাজাইতে বাজাইতে প্রবেশ।

ভিক্ষুক। দণ্ডায়মান হইয়া গীত।

ঝিঝিট একতালা।

সীতাপতি রা॰ চন্দ্র রঘুবর রঘুরাই।
রসনা ৺স নাম লেত সন্তানকো;
দরশ দেত বিহসিত মুখচন্দ্র মন্দ সুন্দর সুখদাই।
দশন দমক চঁওর চাল, অয়ন বয়ন দৃগবিশাল,
ভ্রুকুটী মন অদন পায়, নাসিকা সুহায়ী।
কেশরকো তিলক ভাল, মানু রবি প্রাতকাল,
শ্রবণ কুণ্ডল ঝলমলাত রতিপতি সবিশাঁই।
গলমে শোভে মোতিমাল, তারাগণ উরুবিশাল,
মানু গিরিশেখর উপর সুরসর চলি আই।

ভিক্ষুক। মাজি! রামচন্দ্র বড়ায় রখেখ! দরিদ্রকো ভিচ্ছা মিলে।

সন্ধ্যাত্রাণ করিতে করিতে পুরোহিত তর্ক চঞ্চু মহাশয়ের প্রবেশ।

রাজবালার ব্যস্ত হইয়া পাদ প্রক্ষালনের জলপাত্র প্রদান।

তর্ক। বলি, পূজা আহ্নিকের উদ্‌যোগ সব হোয়েছে না কি কেবল ভজনেই মাতা হয়েছে?

ভিক্ষু। মাইজী! ভিচ্ছা মিলে।

পুরো। অরে বাপু! একটু অপেক্ষা কর্। ভিচ্ছা মিল্‌চে। রাজু! যা তো মা, গোসাঞিজীকে চাট্টি ভিক্ষা এনে দেত!

রাজবালার প্রস্থান ও এক সরা চাউল লইয়া প্রবেশ। এবং দ্বারের বাহিরে অবস্থিত ভিক্ষুককে দ্বারের ভিতরে থাকিয়া ভিক্ষা প্রদান এবং ভিক্ষুকের প্রস্থান।

সৌভা। বলি রাজু! তোর এ কিরূপ ভিক্ষা দেওয়া হলো? জানকীর রাবণকে ভিক্ষা দেওয়া অবধি এরূপে ভিক্ষে দেওয়ায় বড় দোষ হয়,তাত তোকে কতবার বলেছি, কি আশ্চর্য্যি তোর্ দেবারই বা আবশ্যক কি ছিল? কেন, এই মিশ্রাইনজীর হাতে দিলেওত হোতো?

রাজু। তাতে আবার দোষ কি হোলো? (বিরক্ত-ভাবে) তা আমার এত মনেও ছিল না।

সৌভা। আবার উত্তর! দোষ করে আবার উত্তর! কচি খুকি আর কি, এঁর মনে ছিল না। আবার বলা হচ্চে দোষ কি? শিক্ষে দেবো না।

রোদন করিতে করিতে রাজবালার প্রস্থান।

মিশ্রাইন। তবে মাইজী আমি এখন আসি।

সৌভা। আচ্ছা মাই।

[মিশ্রাইনের প্রস্থান।

তর্ক। বলি ব্রাহ্মণী, তুমি তো এই সব দেখ্‌চি পূজার পর্য্যন্ত আয়োজন করেচ। আমিত আজ পূজা কর্ত্তে পার্ব্বো না, আমি এক্ষণে কেবল দুটো সন্ধ্যে সেরে কিঞ্চিৎ জলযোগ করে, সভায় যাব। তার পর হরিপদ এলে পূজা কত্তে বলো।

সৌভা। ভাল, তবে তুমি বসে আহ্নিক কর। আমি রাঁধ্‌বার উদ্‌যোগ দেখিগে।

[ব্রাহ্মণীর প্রস্থান।

পুরোহিত মহাশয়ের ঠাকুর ঘরে গিয়া
আহ্নিক করিতে উপবেশন।

পুরো। (আচমন প্রাণায়াম করিয়া কটিদেশ হইতে নস্যের শঙ্খ বাহির করিয়া নস্যাঘ্রাণ করিতে করিতে)

তা যা হোক্, সমারোহ ত খুব হোচ্চে। এবার আমাদের লাভও কিছু স্বল্প গোচ্ হবে না। বোধ হয়, এবারকার লাভে ব্রাহ্মণীর এক ছড়া সোনার চন্দ্রহার গড়িয়ে দিতে পারবো। তা হোলেই একদফা তাঁর নথ-নাড়া মুক্ ঝাম্টা থেকে ত বাঁচল্যেম্। (স্বর পরিবর্ত্তন) সম্প্রতি আজকের সভাটায় মান রক্ষ্যে হোলে বাঁচি। যে সব হোম্রা চোম্রা ভট্চায্যি গুলো শুন্‌চি একত্র হোয়েচে, তাতে আবার সব গুলিই প্রায় ন্যায় শাস্ত্রেরই অধ্যাপক। তর্ক ই জানেন, তর্ক ই জানেন! আরে বাপু!—তর্ক, জান্‌লেই কি সব্ জায়গায় খাটাতে হয়! স্থান অস্থান কি নেই? শত্রুকে লাটিটে মারে, তাতেও স্থান অস্থান বিবেচনা আছে?—এ হোলো একটা পাবার স্থান! এখানে যেমন করে হয় কিছু বাগাতে পাল্লেই পাণ্ডিত্য। (কিঞ্চিৎ মৌনভাব) হুঁঃ—কেনই বা না মান রক্ষে হবে। আমি কি আর ন্যায় শাস্ত্র পড়ি নেই! আমি কি বিচারে কোনো অংশে ন্যূন! সভায় বিচার যে কিরূপে কর্ত্তে হয়, আর সভা জয়ই বা কিরূপে কর্ত্তে হয়, তার কৌশল কোন্ বেটা আমা অপেক্ষা অধিক জানে?

সূর্পে চাল ঝাড়িতে ২ ব্রাহ্মণীর নিকটে আগমন।

সৌভা। বলি ও কিও! কেবলিই যে বকুচ দেক্‌চি, আজ্‌কে কি আর সন্ধ্যে আহ্নিক সারা হবে না?

তর্ক। (অন্যমনস্কে) হুঁ হুঁ।

সৌভা। হাঁ হে, হাঁ, তা বুজিচি। আর বোল্‌তে হবে না। আজ্‌কে রাজসভায় রাজকুমারীগণের ভেড়া স্বামি নিয়ে দেকৃচি, তোমাদের একটা কুলুক্ষেত্তর্‌ ব্যাপার হবে। তা হোক্‌ ভাই! কিন্তু হাতাহাতিটে যেন না হয়, হিঃ হিঃ হিঃ (হাস্য) হ্যাঁগা! কেমন্‌ কোরে ভাল, তোমরা ভেড়ার মানুষ হওটা সত্যি বোলে ব্যবস্থা দেবে? আচ্ছা যা হোক্‌!

তর্ক। হুঁ হুঁ হুঁ—(দৃষ্টিপাত) স্থাং স্থিং স্থিরা ভব।

সৌভা। পোড়া কপাল, ও আবার কি? আমি প্রতিমা নাকি! যে, আমাকে "স্থাং স্থিং স্থিলা ভুব" বলে প্রতিষ্ঠা করা হোলো? বলি ক্ষেপলে নাকি?

তর্ক। ওঃ তুমি, ব্রাহ্মণী! ভ্রম হোয়েচে "মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ" তা যা হোক্‌, কি বোল্‌চো? ঘরে অন্নপূর্ণা বাড়ন্ত না কি? না আর কিছু?

সৌভা। না—না, তা নয়। এই কাল সন্ধ্যেবেলা রাজবাটী থেকে নিজেই ত দশমন চাল এনে দিলে, আজ আর কি করে বাড়ন্ত হোলো? তা ত নয় আমি বল্‌চি এই, আজ্‌কে তোমার সন্ধ্যে কত্তে কতক্ষণ গেলো বল দিকি! (সহাস্যে) হাঁ, বুজিচি, আর বল্‌তে হবে না, এক বছরের সন্ধ্যে, একেবারে আওড়ে রাখা হচ্চে না?

তর্ক। (অট্ট হাস্যে) ভালা ব্রাহ্মণী! তুমি আমার

ব্রাহ্মণী হোয়ে, এমন অশাস্ত্রীয় কথাটা কি কোরে বল্লে বল দিগি !

সৌভা। কেন, তোমরা যখন মধ্যাহ্ন সন্ধ্যে প্রাতে ও প্রাতঃকালের সন্ধ্যে মধ্যাহ্নে কর্ত্তে পার, তখন আগে-কার বছরের সন্ধ্যে এবছরের শেষ এক দিনে ও গেল বছ-রের সন্ধ্যে এবছরের প্রথম এক দিনে কেন না হবে ? অবশ্য হবে। আমি ব্যবস্থা দিচ্চি, হবেই হবে। কেন, আমি ত তোমাদের কাঁচকলা খেকো বামুন পণ্ডিতের মতেই ব্যবস্থা দিচ্চি।

তর্ক। বেশ্ বেশ্ এই যে ব্রাহ্মণীরও বেশ্ তর্ক-শক্তি আছে। (সহাস্যে) তা, তা তা—হবে না কেন ! আমারি ত ব্রাহ্মণী !

সৌভা। বলি, এইরূপে ত তুমি সভা জয় কোর্‌বে ? হোয়েচে, ছিঃ ছিঃ, আমারই সঙ্গে বিচারে হেরে গেলে ! সভাজয় যত কোর্‌বে তা জানা গেল !

তর্ক। আ, আ, আ রে তোমার উত্তরে কি প্রত্যুত্তর দিতে আচে ? শাস্ত্রে যে নিষেধ আছে, "উত্তরে নোত্তরং দদ্যাৎ গুরুষু, লঘুষু, বহুষু" অর্থাৎ গুরুজন, লঘুজন ও বহুজন এঁরা যদি কোন একটী কথা পোড়্‌লে তার বিরুদ্ধে উত্তর দিয়ে বসেন, তা হোলে, আর তার প্রত্যুত্তর দেবে না। তা জান ?

সৌভা। আচ্ছা কর্ত্তা!—আমি তবে এই তিনের মধ্যে কি? তাই বল।

তর্ক। তুমি—তুমি গিন্নি, (চিন্তান্তে) তুমি, এই তিনই হোচ্চো।

সৌভা। মন্দ নয়, ভাল, তিনই হোলুম্ কি করে বল?

তর্ক। শুন্‌বে—শুন্‌বে, দেখো, আগে রাগ কোর্‌বে না বল। তার পর বল্‌চি।

সৌভা। না—না, রাগ কোর্‌বো কেন? শিগ্‌গির বল, আমি তিনই হোলুম্ কি করে?

তর্ক। দেখ, সৌভাগ্যবতি! তুমি যখন আমাকে গয়না গয়না কোরে ক্ষেপিয়ে তোল, তখন তোমার ঠিক্ ইতর লোকের ন্যায় ব্যবহার হয়। সেই সময়ে তুমি লঘু! কেমন, যথার্থ কি না?

(অধোবদনে ব্রাহ্মণীর অবস্থিতি)

থাক্, তবে আর বলা হোলো না। তুমি রাগ কোর্‌লে?

সৌভা। না, না, না, রাগ করে আর কি কোর্‌বো? তার পর?

তর্ক। তার পর তোমার বদন কমল খানি যখন পূর্ণ রাগ প্রাপ্ত হয়, সে সময়ে আমার সঙ্গে, বিশেষ পাড়ার প্রতিবেশিনীগণের সঙ্গে, নথ্ নেড়ে—এলোচুল কোরে—

যখন ঘোরতর ঝগড়া কোর্‌তে আরম্ভ কর, সে সময়ে তোমায় দেখ্‌লে, বোধ হয় একাই এক শ! সুতরাং তখন তুমি বহু।—যাক্‌ দের হোলো, আর বোল্‌বো না।

সৌভা। না গো—না—না রাগ করিনি। বল বল; না বল'ত আমার মাতা খাও, মরা মুখ দেখ।

তর্ক। (স্বগত) কি আপদ্‌! ভালা বিপদেই পড়েচি এগুলেও বাপ্‌ নির্ব্বংশ, পেচুলেও বাপ্‌ নির্ব্বংশ। (প্রকাশে) আচ্ছা, তবে শুনো। দেখ, রেতে যখন তুমি বিচ্‌নায় শুতে এসো, তখন আমার গুরু হও—গুরুত বরং পথে আছেন, তুমি তার চেয়েও বাড়া হও। অর্থাৎ পরাৎপর ইষ্টদেব বল্লেও বলা যেতে পারে।

সৌভা। (সরোষে) হোয়েচে২ আর বোল্‌তে হবে না। বোজা গেচে। আমার যেমন পোড়া কপাল—

(কপোলে করাঘাত পূর্ব্বক বেগে প্রস্থানোদ্যম)

তর্ক। আরে ও ব্রাহ্মণী! শুন শুন (উত্থান) তোমার পায়ে পড়ি। একটু এদিকে এসো। আর একটি কথা শুনে যাও।

সৌভা। (রোদনস্বরে) আঃ কি জালা! কি? আরও কিছু বাঁকি আচে না কি? (নিকটস্থ হওন)

তর্ক। আরে না—না। তোমার সঙ্গে পরিহাস কাচ্চি। কিছু মনে করো না। (স্কন্ধে বাহুদান)

সৌভা। কেন পরিহাস কেন? (সরোষে বাহুর দূরে ক্ষেপন) হোয়েচে ত—আমি লঘুও বটি, বহুও বটি আর তোমার গুরুও বটি। দেখ' এখন হোতে আমার সঙ্গে বুজে চলো।

তর্ক। কি জ্বালা! একটু কি ছাই পরিহাসও কোর্ব্বো না? তবে শোনো।—তুমি লঘু, বহু ও গুরু এই তিনই কিরূপে হোচ্চো যথার্থ ব্যাখ্যা কোচ্চি। দেখ প্রিয়ে! (চিবুক ধরিয়া) তুমি যখন আমার ভার্য্যা—সতী—স্ত্রী-লোক সুতরাং স্বাধীনা নও, তখন তোমারে আমা অ-পেক্ষা লঘু বই আর কি বলা যেতে পারে? আর দেখ,-তোমার গর্ভের আমার পুত্র কন্যাগুলি তোমারইত অংশ সুতরাং তুমি একা হোয়েও বহু। আর তোমারে বিবাহ কোরে আমার ঔদ্ধত্য লাম্পট্য প্রভৃতি দোষ সকল সং-শোধিত হোয়েচে, রীতিমত স্বধর্ম্মে মতি হোয়েছে, দেবতা ব্রাহ্মণে ভক্তি জন্মেচে, এমন কি এখন সমাজকে পর্য্যন্ত ব্যাঘ্রের ন্যায় ভয় কোরে চলি। এখন বল দিকি ব্রাহ্মণি! তুমি আমার গুরু না হোলে, কিরূপে আর আমার এত শিক্ষা ও এত উন্নতি হোতো? (পূর্ব্ববৎ স্কন্ধে বাহুদান) কেমন প্রেয়সি! এইবারে ঠিক্ ব্যাখ্যা হোয়েচে ত?

সৌভা। (সস্মিত বদনে) এতও তুমি জান? তা যাক্ এখন বোসো, একটু শিগ্গির২ করে আহ্নিকুটে সেরে

নাও। আর বিলম্ব কোরো না। এখনই হয় ত রাজবাটী হতে লোক্ এলো বলে।—তবে এখন আমি যাই, চালকটা চড়িয়ে আসিগে।

(ব্রাহ্মণীর প্রস্থানোদ্যম)

তর্ক। (আসনে বসিতে ২) দেখ ব্রাহ্মণি ! চাল চড়াতে যাচ্চো বটে কিন্তু আমার বোধ হচ্চে আহার করাটা ঘটে উট্‌বে না। তা চেয়ে এক কাজ কর, কিছু জলখাবার নিয়ে এসো।

সৌভা। আচ্ছা, তাই তবে আনিগে।

[প্রস্থান।

তর্ক। (স্বগত) আঃ বাঁচল্যেম্। এখনই হোয়েছিল আর কি ? ভাগ্যে ২ সময় মত ভাল ব্যাখ্যাটা যুগিয়ে গেল ! তা বেশ্ হয়েচে, ব্রাহ্মণী আমার মনে মনে খুব্ সন্তুষ্টই হোয়েচেন। আর না হবেনই বা কেন, হাঃ হাঃ (হাস্য) আমার মতন (আত্মপানে দৃষ্টিপাৎ) এরূপ সুরসিক নবদুর্ব্বাদল শ্যামল তনুরুচি কোমল পতি, আর পাবেনই বা কোথায় ? যাক্ এখন সন্ধ্যে টুক্ শেষ কোরে নি। (ইতস্ততঃ দৃষ্টিপাৎ) উঃ তাই ত সভার বেলা প্রায় হোয়ে এলো যে !

(পুনশ্চ সন্ধ্যা আরম্ভ)

তর্ক। (মার্জ্জন করিয়া) গোলোযোগটা ত বড় কম

হবে না দেক্‌চি? স্পষ্টই ত দেখা যাচ্চে যে, পশু ধ্বংস পূর্ব্বক পশু সমবায়ে বা অন্য সমবায়েই হউক, মনুষ্যোৎপত্তি এক জন্মে ত অপ্রসিদ্ধ। জন্মান্তরে হোলেও বাঁচি। এ, তাও নয়। তবে কি কোরেই বা এ মতের রক্ষা করি? যাক্‌ সেই সময়ে সময়েই বোজা যাবে। এখন ত সন্ধ্যেটা সেরে নি।

গায়ত্রী পড়িয়া তিন গণ্ডুষ জল প্রদান ও
উত্থিত হইয়া সূর্য্যোপস্থান।
বসিয়া তর্পণান্তে।

আমি আবার তা'তে কুল পুরোহিত' চিরকাল হোতে এই রাজবাটীরই অন্নে শরীর। বিষম বিভ্রাট্‌ উপস্থিত! এখন কি করি? যদি মনুষ্যোৎপত্তিত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি মেষাদি পশু পিণ্ড ধ্বংসত্বেন কারণতার স্থাপন না করি, তা হলেই ত দেক্‌চি সর্ব্বনাশ! বিবাহত হওয়া "দূরতঃ পরাহতঃ" এদিকে আমারেও সপরিবারে মারা পড়্‌তে হবে, তার আর অণুমাত্র সন্দেহো নাস্তি"

(পুনঃ নস্য গ্রহণ)

তা হোক্‌—চেঁচিয়ে বিতণ্ডা করেই সভা মেরে দেবো। কার সাধ্য! আমার বিচারের তোড়ে স্থির হবে?

বালক ক্রোড়ে সন্দেশ হস্তে পুনশ্চ
ব্রাহ্মণীর প্রবেশ।

প্রবেশ সময়ে এইরূপ আপনাপনিই "বিড়্ বিড়্ বিড়্" করিতে লাগিল। যথা,—

"আঃ কি জালা গা! এতক্ষণ বেশ্ শুয়েছিল। ছেলেটাও কি আবার সময় বুজে জেগে উঠ্লো গা। এখন আমি কোন্ দিগ্ সামলাই। ছেলে সাম্‌লাই, না কর্ত্তাকে জলখাবার দি, কি করি? ওদিগে আবার জাল্‌টাও হয় ত নিবে গেল। রাণীর এখন রাগ হয়েচে, অভিমান হয়েচে, হায়২ (রোদনস্বরে) এমন পোড়াকপালে মেয়েও আমি পেটে ধরেছিলুম! একটু দয়ামায়াও নেই গা! মা যে ওর একেবারে ধড়্‌ফড়্ করে সারা হোলো তা একবার দেকেও দেকে না। (স্বরপরিবর্ত্তন) এ কথা আবার কর্ত্তাকেও বল্‌বার যো নেই। তা হলে আঁর রক্ষে থাক্‌বে না।"

(নিকটে আসিয়া)

সৌভা। নাও ত গা, একবার ছেলেটা ধর ত। আমি জলখাবার সাজিয়ে দি। (ক্রোড়ে বালক দানোদ্যম)

তর্ক। যাযা যাযা, যাঃ (বিরক্তভাবে ঘুরিয়া বসিলেন)

সৌভা। ষাট্২ ষষ্ঠির দাস্ আমার, পোড়া কপাল আর কি?—কেন কি হোয়েচে?

তর্ক। (দন্ত নিষ্পীড়ন করিয়া) হোয়েচে কি—তা আর তোমাকে কি বোল্‌বো? তুমি আর তার কি বুজবে বল। তোমরা হ'লে স্ত্রী জাতি, তোমাদের খাওয়াটা—আর

শোওয়াটা—এই দুটী দিব্বি কোরে হোলেই হোলো ?

সৌভা। (অত্যন্ত ক্রোধে) দেখ, দেখ, মিন্সের রকম খানা দেখ্——

সন্দেশের হাঁড়ি ও রেকাব্‌ রাখিয়া বালক
সাম্‌লাইয়া প্রস্থানোদ্যম—

তর্ক। (স্বগত) তাইত অন্য মনস্ক হয়ে কি বলে ফেল্লেম্। (প্রকাশে) ব্রাহ্মণী! ব্রাহ্মণী! বলি ও ব্রাহ্মণী!

সৌভা। (কিঞ্চিৎ প্রত্যাবর্ত্তন ও সরোষে দৃষ্টিপাৎ পূর্ব্বক) কি—

তর্ক। আরে এদিকে এসো, এদিকে এসো, রাগ কোরো না গিন্নি; রাগ করো না, দাও—ছেলে দাও।

উত্থিত হইয়া ক্রোড় হইতে সবলে বালক গ্রহণ
এবং হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণীরে সবলে
নিজ সমীপে করণ ও উভয়ের উপবেশন।

তর্ক। হোয়েছে কি, আমি আজ আর আমাতে নেই।

সৌভা। বুজিচি, তা আর বড় বোল্‌তে হবে না।

তর্ক। দেখ গিন্নি, আমি আজ বিষম বিভ্রাটে পড়েচি। এরূপ বিপদে পড়া অপেক্ষা শতগুণে সহস্রগুণে কেতাবতী লেখাপড়া ছিল ভাল। কেনই বা মর্ত্তে এছাই ব্রাহ্মণ পণ্ডিতি ব্যবসা শিক্ষে কোরেছিল্যেম্।

সৌভা। ভাল ২ সে দুঃখু এখন আর কল্লে কি

হবে বল। এখন শুনি; বিভ্রাট্‌টা কিরূপ হোয়েচে।

তর্ক। দেখ গিন্নি, আমরা যে যে পুঁথি পড়েচি, তাতে ত পশু, বা পশুর ধ্বংস, মনুষ্যের কারণ একথা কোনো খানেই নেই। তাই তদ্বিষয়ে একটু চিন্তা কচ্চি।

সৌভা। ভাল, তা বোজা যাবে। এখন একটু জল খাও। তার জন্য আবার এত চিন্তে কি ?

তর্ক। কিরূপ চিন্তা, শুন্‌বে ? অবশ্য, তুমি রাম-কিশোর তর্কচঞ্চুর ভার্য্যা, হবে না কেন, শুনো তবে, বলি।—আমি এরূপ চিন্তা কচ্চি যে, সামান্য মনুষ্যত্ব সমানাধিকরণমনুষ্যত্বাবচ্ছেদকতাত্ত্বাবচ্ছিন্নপ্রতিযোগিতাবচ্ছেদকতাপর্য্যাপ্ত্যনুযোগিতাবচ্ছেদকরূপাবচ্ছিন্নানুযোগিতা সম্বন্ধেন পশুধ্বংসং প্রতি তত্তদবয়বনিষ্ঠ তত্তদবয়বপরমাণুরই কারণতা স্বীকার কর্‌ব। কেমন ব্রাহ্মণি ! এরূপ নিবেশ্ কল্লে, —এ, বোধ হয়, একপ্রকার ঠেলে উঠ্‌বো, কি বল ?

সৌভা। (স্বগত) আমার যেমন পোড়া কপাল ! এমন্ পণ্ডিত মূক্‌খু অল্পবিদ্যে বামন পণ্ডিত স্বামী যেন শত্রুরও না হয়। (প্রকাশে) হাঁ গো হাঁ, বোজা গেচে। তা, তুমি বেশ্ ঠেলে উঠ্‌বে। তার জন্য আর ভাবনা কি, কিন্তু তাও বলি, আমার কাচে যত ঠেলে উঠ্‌লে; সভায় গিয়ে এরূপ ঠেলে উট্‌তে পার তবে ত ? তা হোক্ এখন একটু জল খাও ত।

(জলখাবার রেকাবীর অগ্রসর করিয়া দেওন)

তর্কচঞ্চু জলখাবার নিবেদন করিয়া স্বয়ং খাইতেছেন
এবং বালকের হস্তে কিঞ্চিৎ২ দিতেছেন, এমন
সময়ে (নেপথ্যে) তর্কচঞ্চু মশায়! ২
বাড়ী আছেন গা?

তর্ক। হুঁ—হুঁ—(বিকৃতস্বরে) আছি গো, আছি। তিষ্ঠ—তিষ্ঠ—

(নেপথ্যে) আমি মহারাজার সভাহতে আস্‌চি। সভায় সকলেই এসেচেন্। মন্ত্রী মহাশয়গণ আপনাকে শিগ্‌গির কোরে যেতে বোলেচেন।

তর্ক। হাঁ হে হাঁ, চল চল। তুমি অগ্রসর হও। এই আমি এল্যেম্ বলে।

(নেপথ্যে) যে আজ্ঞে। তবে আমি চল্লেম্ আপনি শিগ্‌গির্ করে আসুন।

তর্কচঞ্চু মহাশয় ব্যস্ত সমস্ত সহকারে টপ্২ করিয়া
গোটাকতক সন্দেশ মুখে ফেলিয়া দিয়া
তামার ঘটির এক ঘটি জল, ঢক্২
করে খেয়ে ফেল্লেন্।

তর্ক। ব্রাহ্মণি! এই নাও, প্রসাদ রয়েল। দেখ, আমার সভা যাবার পরিচ্ছদটা শিগ্‌গির এনে দাও-ত।

সৌভা। আমি ত আর পারি নে। ওদিগে জাল হয়ে গেল। কেন, তুমি আপন আদুরি মেয়েকে ডাক না।

তর্ক। আচ্ছা। রাজবালা! রাজু—ও রাজু!

(নেপথ্যে) কেন বাবা! কি বোল্‌চো গা?

তর্ক। মা! আমার সভা যাবার পরিচ্ছদটা শীগ্‌গির করে নিয়ে আয়্‌তো মা!

(নেপথ্যে) আচ্ছা, আন্‌চি।

তর্ক। দেখ ব্রাহ্মণি! হরিপদ এলে বোলো, আজ্‌কে ঠাকুরকে ৫টী তুলসী পাতা যেন অধিক কোরে দেয়। বুজ্‌লে?

সৌভা। আচ্ছা, বেশ্‌ তা বোল্‌বো।

সভার পরিচ্ছদ হস্তে রাজবালার প্রবেশ।

রাজু। নাও বাবা! (একে ২ পরিচ্ছদ প্রদান)

তর্ক। দাও মা? দাও। আর বিলম্ব সয় না।

পরিচ্ছদ গ্রহণ করিয়া পরিধান করিতে ২ বেগে প্রস্থান।

সৌভা। রাজু নেত মা! এই সকল কোশা কুশি আসন টাসন তুলে নেত।

উভয়ের সেই গৃহের সামগ্রি সকল হস্তে করিয়া প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

রাজ উদ্যান।

উদ্যানের চারিদিকে অষ্টোত্তর শত মহাদেবের মন্দির।

মধ্য স্থলে কৃত্রিম সরোবর।

সরোবরের তীরে জল সংলগ্ন জলবায়ু সেবন গৃহ।

শ্রীল শ্রীমহারাজ জয়সিংহের মহা সভা।

মহারাজ জয়সিংহ ও তাঁহার বন্ধুবর পেষোওয়া-
রাধিপতি শ্রীলশ্রীমহারাজ বিজয়সিংহ
পৃথক্ ২ সিংহাসনদ্বয়ে উপবিষ্ট।

প্রত্যেক মহারাজার পার্শ্বদ্বয়ে চামর ব্যজন কারিণী
ও কোষনিষ্কাশিত অসি হস্তে শরীর রক্ষক-
গণ ও ছত্রধর দণ্ডায়মান।

সভা গৃহের প্রবেশ দ্বারে পঞ্চাস্ত্রবদ্ধ দুই জন
প্রহরী পাদচালন তৎপর।

সুমতি ও সুচতুর মন্ত্রী মহারাজদ্বয়ের
অতি সন্নিকটে উপবিষ্ট।

অনতিদূরে মন্ত্রিবর দীর্ঘদর্শী ও বুদ্ধিসাগর মহারাজ
ধনপৎসিংহ ও মহারাজ রঘুপৎসিংহের
প্রতিনিধি হইয়া উপবিষ্ট।

মহারাজ রঘুপৎ সিংহের পুরোহিত রামনিধি বিদ্যা-
নিধি মহাশয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের সভার

মধ্যে উপবিষ্ট। এবং কতিপয় ব্রাহ্মণ
পণ্ডিতগণ উপবিষ্ট।

মহারাজ জয়সিংহের পুরোহিত রামকিশোর
তর্কচঞ্চু মহাশয়ের নস্য আঘ্রাণ
করিতে ২ প্রবেশ।

মহারাজ ও মন্ত্রি-প্রভৃতির সকলেরই উত্থান, অভ্যর্থনা।
পুরোহিত মহাশয়ের "স্বস্ত্যস্তু মহারাজাভ্যাম্" ও
"ব্রাহ্মণেভ্যো নমঃ" বলিয়া উপবেশন।
সকলের পুনঃ উপবেশন।

তর্ক চ। বলি, আমাদের ভাবী বৈবাহিক শ্রীলশ্রী মহারাজ বীর ভূপাল রঘুপৎ সিংহ, তথা ধনপৎসিংহ মহোদয়ের প্রতিনিধি স্বরূপ এক জন পুরোহিত এবং দুজন প্রধান মন্ত্রির আগমন বার্ত্তা শুনেছিল্যেম তা তাঁরা উপস্থিত হয়েছেন কি ?

পুরোহিত রামনিধি ভট্টাচার্য্য এবং মন্ত্রিবর বুদ্ধিসাগর
ও দীর্ঘদর্শীর নিকটে আসিয়া উপবেশন।

পুরো। আজ্ঞে হাঁ আমরা অনেকক্ষণ উপস্থিত হয়েচি। মহাশয়ের অনুপস্থিত নিবন্ধনই এপর্য্যন্ত বিচার আরম্ভ হয় নাই।

তর্ক। তবে আর বিলম্ব কেন ? (বিদ্যারত্নের প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক) মহাশয় ? এই বিদ্যারত্ন মহাশয়ই যত

নষ্টের গোড়া! ইনি মনে কর্‌লে একমুহূর্ত্তে ত্রিভুবন দগ্ধ কর্ত্তে পারেন।

বিদ্যা। (কিঞ্চিৎ ক্রোধে) কেন কেন মহাশয়! অমন কথা যে বল্লেন্‌। আমার অপরাধ?

তর্কচ। তা, তা, তা যাইহোক্‌, এখন আর তবে বিলম্ব কেন? সকলেইত উপস্থিত। গত সভায় আপনার কি আশঙ্কাটা হোয়েছিল এখন ব্যক্ত করুন। তা হোলেই ত সব বোজা যাবে।

বিদ্যা। (মৌনভাবে অধোবদনে অবস্থিতি)

চূড়া। অহে বিদ্যারত্ন দা! তোমার জন্যই ত এত সভার আড়ম্বর, এখন মৌন হলে কেন? কি আপত্তি করেছিলে, ব্যক্ত কর। অগ্রসর হও। নাচ্‌তে বসে আর ঘোম্‌টা কেন?

দুই চারিজনা দর্শকের মুখে বস্ত্র দিয়া হাস্য।

বিদ্যা। (নস্যাঘ্রাণ করিতে ২) না—না—তবে কি না—একটা কথা কি—

তর্কর। আরে আর কথাটা কি? তাতে আর সঙ্কোচ কেন? যা আশঙ্কা থাকে শীঘ্র ব্যক্তই কর না ছাই!

বিদ্যা। (মন্ত্রিগণের প্রতি দৃষ্টিপাত ধীরে২) কেমন মহাশয়! দশচক্রে ভগবান্‌ ভূত হবেন্‌ না তো?

বুদ্ধি। ছি,ছি, এ একি আবার কথা! আমাদের মহা-

রাজের সভায় কি কোনোরূপ পক্ষপাতিত্ব আছে। এ কি সেরূপ সমাজ ? আপনি যা বল্‌বার্‌ হয় অনায়াসে বলুন, তাতে আমাদের সম্পূর্ণ অভিমতি আছে।

বিদ্যা। যে আজ্ঞে। তবে শুনুন।

(টেঁক হইতে সামুক বাহির করিয়া নস্য সুঙিতে ২)

ভাল, মধ্যস্থ কে হবেন ?

তর্ক। কেন, মধ্যস্থ—আ—আ, আমাদের উভয় পক্ষেরই মন্ত্রি মহাশয়েরা হবেন। তার জন্য আর ভাবনা কি ?

বিদ্যা। বেশ্‌ ২ সেই ভাল। তবে বলি। আশঙ্কাটা হচ্চে কি, মেষ হতে মনুষ্য হোলো কিরূপে ? কেন না, মনুষ্যত্বাবচ্ছিন্নোৎপত্তিত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি সমবায়ি কারণ হতে গিয়ে মনুষ্যই হবে—মনুষ্য পরমাণুই হবে, মেষ পরমাণু আর কি করে হোতে পারে ? যেমন ঘটত্বাবচ্ছিন্নোৎপত্তিত্বাবচ্ছিন্নং প্রতি কারণ হতে গিয়ে ঘটীয় পরমাণুই হয়, পটীয় পরমাণু কিছু হয় না। যদি হ'তো, তা হলে, অবশ্য ঘট হতে পট, পট হতে ঘট, মানুষ হতে মেষ, মেষ হতে মানুষ, অশ্ব হতে ব্যাঘ্র, ব্যাঘ্র হতে গোরু, গোরু হতে মানুষ, মানুষ হতে ষাঁড়, ষাঁড় হতে ভাঁড়, ভাঁড় হতে গাধা এবং গাধা হতে রাজা, কিন্তু কৈ ? তাত হয় না ?

সুমন্ত্রী। (স্বগত) দেকেচ, দেকেচ, এই বিট্‌লে বামুনে বেটার আক্কেল্‌! বেটা—অনায়াসে এই সভার মাজ্‌খানে, আমাদের মহারাজগণকে প্রকারান্তরে, আর প্রকারান্তরেই বা বলি কেন, স্পস্টই ত বল্লে, গাদার জন্মা আচ্ছা থাক, থাক, এর প্রতিশোধ নেবো! এতবড় আস্পর্দ্ধা।

চূড়া। আরে না না, তা কেন? সেস্থলে তোমার কার্য্যকারণভাবই ভাল কোরে করা হয় নাই! হুঁঃ—কার্য্যকারণভাব তোমার আঁটা থাকুলে কি, তুমি এরূপ অর্ব্বাচীনের ন্যায়, যা ইচ্ছে তাই বল! আমরা ত আর গোরু নই। তোমার ব্যঙ্গোক্তি কি আর বুজতে পারিনে? তা বেশ্‌ ২ এখন অন্য কথায় আর কাজ নেই। শুনো, সেখানে বিশেষ সম্বন্ধ নিবেশ কর্ত্তে হবে। কালিক সমবায়ান্যতর সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন মনুষ্যত্ব সমানাধিকরণ যে জীবত্ব বিশেষ, তাদৃশ জীবত্তত্ত্বাবচ্ছিন্ন প্রতিযোগিতাবচ্ছেদকাবচ্ছিন্ন মনুষ্যত্বাবচ্ছিন্ন মনুষ্যোৎপত্তৌ জীবত্তত্ত্বাবচ্ছিন্ন জীববিশেষই কারণ হবে। কি আশ্চর্য্য, কি মূর্খতা, মেষ কি আর নির্জ্জীব পদার্থ, না, তোমার ন্যায় অপদার্থ, যে কারণ হবে না?

তর্ক চ। অহে বিদ্যারত্ন! অহে বিদ্যারত্ন! তুমি ত বড় ব্যল্লীক? ছি ছি, তুমি এমন কাণ্ডজ্ঞানানবচ্ছিন্ন? ভাল, কার্য্যকারণভাবই যদি কর্ত্তে না এসে তবে মর্ত্তে এরূপ

আশঙ্কারই উত্থান করে ছিলে কেন? চূড়ামণিদা, যা বল্লেন্ তার ভাব্ শুনো,—আ—আ—আমি বল্‌চি; শুনো তবে শুনো—

(সাম্বুক ঠুকিতে ২ অগ্রসর হওন)

সমানকালিক শুদ্ধকালিক সমবায় সংযোগতাদাত্ম্যাত্ম্যন্যতম সম্বন্ধাবচ্ছিন্ন মনুষ্যত্বসমানাধিকরণ মনুষ্যত্বাবচ্ছিন্নাভাবাভাবীয় প্রতিয়োগিতাবচ্ছেদকতাত্ত্বাবচ্ছিন্নাবচ্ছেদকতাক প্রতিযোগিতাক পর্য্যাপ্তনুযোগিতাকত্ব সম্বন্ধেন পশুত্ব যদি মনুষ্যের উৎপত্তির প্রতি কারণ না হয় তা হোলে, আজ হোতে আমিই পশু হোলেম্ জান্বে।

এই সময়ে একজন সভ্য দর্শক একপার্শ্বে উত্থিত হইয়া অন্যান্য দর্শকবৃন্দের প্রতি অনুচ্চস্বরে (ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের বিচার সময়ে পোঁদ ঘষ্টে২ অগ্রসর হওয়াতে কচ্ছ নিঃসৃত হইয়াছে, তৎপ্রতি লক্ষ্য করাইয়া) ঐ দেখুন, ইহারেই "কচ্ছ নিঃসার পাণ্ডিত্য" বলে।

সভ্যগণের মুখে বস্ত্র দিয়া অনুচ্চ হাস্য।

বিদ্যা। (স্বগত) তা অবশ্য। তুমি যেরূপে নিবেশ্ কর্‌লে তাতে আমি আর, এই মহারাজগণের সম্মুখে কি বোল্‌বো, বিশেষ তুমি রাজপুরোহিত!—কিন্তু তোমাকে পশুতেও যে পশু বল্‌বে, তার আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

দর্শক। ভট্চায্যি মহাশয়গণ! মধ্য হতে আম্মিও কিঞ্চিৎ বোল্‌তে ইচ্ছা করি। অসভ্যতা মাপ্ কর্‌বেন।

তর্ক। কে হে! (পশ্চাৎ দৃষ্টিপাৎ) কে, তুমি বাপু? তা বেশ্ ২ কি বোল্‌বে? বল, তাতে আর ক্ষতি কি?

দর্শক। বিদ্যারত্ন মহাশয়ের আশঙ্কার স্থূল তাৎপর্য্য ত এই, মনুষ্যেরপূর্ব্বাবস্থা পশু হতে পারে না! অতএব যুবরাজেরা মেষ হয়েও আবার মানুষ হবেন কি করে? আর আপনারা বোল্‌চেন মনুষ্যের পূর্ব্বাবস্থা পশুও হোতে পারে। সুতরাং মেষ হয়েও আবার মানুষ হওয়া যায়। এইত আশঙ্কা, না আর কিছু?

তর্ক চ। হাঁ বাপু! বেশ্ বোলেচ "আকরে পদ্ম-রাগাণাং জন্ম কাচমণেঃ কুতঃ!" এই ত বটে, এইই ত আশঙ্কার স্থূল তাৎপর্য্য।

দর্শক। যাক্, এরূপ আশঙ্কার উত্তর ত সহজেই হোয়ে আছে। বোধ হয় আপনারা অদ্ভুত পুরাণ অবশ্য দেখে থাকবেন। তাতে লেখা আছে, লবণ সমুদ্রের পশ্চিমতটে 'ইন্দুলক্ষণ' নামে একটী প্রসিদ্ধ নগর আছে। সেখানকার বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতেরা নির্ণয় কোরেচেন, সকল মনুষ্যই পূর্ব্বাবস্থায় বানর ছিল। বানরের যেমন লোমলঙ্গুলাদি আছে তদ্রূপ মনুষ্যগণেরও ছিল। পরে যেমন সভ্য হতে লাগ্‌ল, তেমনি ক্রমশঃ লোমলাঙ্গুলাদিও ঝরে যেতে

লাগ্‌ল। অতএব এ সিদ্ধান্তে, মনুষ্যের পূর্ব্বাবস্থা যদি বানর হওয়া বিশ্বাস্য হল, তখন মেষ হওয়া বা মেষ হতে পুনশ্চ মানব হওয়া ত কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

চূড়া। বেশ্ বাপু! বেশ্। এ কথা তোমার অতীব সঙ্গত। মনুষ্যের পূর্ব্বাবস্থা শুদ্ধ বানর বা মেষ কেন? বানর, মেষ, ছাগল, শূকর, গর্দ্দভ, ব্যাঘ্র, কুক্কুর, শৃগাল, সর্প প্রভৃতি সকল প্রকারই হতে পারে। এ ত প্রত্যক্ষ, স্বভাব দ্বারা সুস্পষ্টরূপে প্রতিমুহূর্ত্তে প্রতীয়মান হচ্চে। আজ্ কাল্‌কার চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিরাও অবশ্য দেখ্‌তে পাচ্চেন।

সকলেরই। "অবশ্য ২ তার আর সন্দেহ" (শিরঃ কম্পনাদি)

তর্ক। ঠিক্ বলেচো চূড়ামণি দা! (হাস্যের সহিত) হাঁঃ চূড়ামণি দাদা নয়্‌লে আমাদের সভাই হয় না। তা যা হোক্ এখন বোধ হয় বিদ্যারত্নখুড়োও ঠিক্ হোয়ে গেচেন।

রাম। তর্ক চঞ্চু মহাশয়?

তর্ক। কে, বিদ্যানিধি মহাশয়! কি—কি বলুন—আপনিও কিছু বোল্‌তে ইচ্ছা করেন না কি?

বিদ্যানি। না,না, আমি আর কিছু বল্‌তে ইচ্ছা করি নে, তবে কিনা—এই বিচারটা যে হোলো,ইয়ের ত আগা

গোড়া কিছুই বুঝতে পাল্লেম না! গতসভায় যে বিচার হোয়েছিল তাতে ত বেশ্ সিদ্ধান্ত হয়?

তর্ক চ। হাঁঃ, বিদ্যানিধি মহাশয়! আপনি তাও জানেন না। গতসভার বিচারে এই সিদ্ধান্ত হয়েছিল যে, মন্ত্রবল জাগতিক সমুদায় বল অপেক্ষা প্রবল। মন্ত্র-বলে না হয় এমন কার্য্যই নাই। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত আর থাকুল কৈ? তার পর আমাদের এই যত নষ্টের মুল বিদ্যারত্ন খুড়োই ত সব নষ্ট কল্লেন। ইনি আস্ফালন করে বল্লেন, মন্ত্রবলে মনুষ্যের পশু হওয়া ও সেই পশুর পুনশ্চ মনুষ্য হওয়া যে বিশ্বাস করে সে কাপুরুষ! ন্যায় শাস্ত্রাদি সঙ্গত যুক্তি বলে, যদি ঐরূপ সিদ্ধান্ত হয়, তাহলে অবশ্য সকল ঘটনাই সত্য ব'লে বিশ্বাস কর্‌বো। এইরূপে কতকগুলি কটু কাটব্য কথা বোলে আমাদের সকলের আমোদটা নষ্ট করেচেন। তা না হলে আজ্ এতক্ষণে বিবাহের ধুম পড়ে যেতো।

বিদ্যা। এঁ্যা এঁ্যা,—কি বলেন? এমন কথা বোলে-ছিলেন?

তর্ক। আজ্ঞে হাঁ, তা নইলে আজ আবার এই মহা-সভার আয়োজন হবে কেন?

জয়। পূজনীয় পুরোহিত মহাশয়গণ!

বিদ্যানিধি ও তর্কচঞ্চু। (ব্যস্ত হইয়া) আজ্ঞে অবনীনাথ!

জয়। দেখুন, আর ব্যর্থ ২ সময় নষ্ট করার আবশ্যক নাই।

তর্ক চ। আজ্ঞে না, আর সময় নষ্ট কর্‌বার প্রয়োজন কি?

জয়। তবে আপনারা দুইজনে মন্ত্রিগণকে সঙ্গে লয়ে স্বাক্ষর ও দক্ষিণাদান কার্য্য আরম্ভ করুন না কেন?

তর্ক। যে আজ্ঞে পৃথ্বীনাথ! এখনিই স্বাক্ষরকার্য্য আরম্ভ হচ্চে কিন্তু দানকার্য্যটা মহারাজের শুভ করকমল দ্বারা হলেই ভাল হয় না?

জয়। (করজোড়ে) যে আজ্ঞে। আপনাদের যেরূপ অভিপ্রায় তাহাই এ অধীনের শিরোধার্য্য।

অনন্তর সুচতুরের টাকার তোড়া লইয়া মহারাজ জয় সিংহের নিকট উপবেশন।

সুমতির ও ঐরূপে মহারাজ বীরসিংহের নিকট উপবেশন।

এদিকে তর্কচঞ্চু মহাশয়ের ব্যবস্থা পত্রে একে একে স্বাক্ষর করাইতে আরম্ভ (*) বিদ্যানিধি

---

* স্বাক্ষর কার্য্যে বড় আমোদ আছে। তাহা লীপি দ্বারা সম্যক্ ব্যক্ত হইবে না। অভিনেতা, সম্পাদকের নিকট অথবা যাঁহারা কখন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের স্বাক্ষর কার্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সেই রহস্য অবগত হইতে পারিবেন।

মহাশয় স্বাক্ষরকারীর এক একটীকে সঙ্গে
লইয়া মহারাজের নিকট গমন। মহারাজার ১০টী
করিয়া স্বর্ণমুদ্রা প্রদান ও প্রণাম।

এইরূপে স্বাক্ষর ও দক্ষিণাকার্য্য সমাপ্ত হইলে
সকলেই এক স্বরে—

"স্বস্ত্যস্তু বীর ভূপাল প্রবল প্রতাপ শ্রীল শ্রীমহা-
রাজাভ্যাম্।"

একজন। অবনীনাথ! এখন তবে, আমরা বিদায় হই। মহারাজ! আমরা ব্যবস্থাপত্রে স্বাক্ষর ত করেইচি এক্ষণে পুনশ্চ মুক্তকণ্ঠে সকলের সমক্ষে বল্‌চি, মহারাজাদের এ শুভ বিবাহে কোনোরূপ আর সন্দেহ যেন না হয়। অনায়াসে কাশ্মীরাধিপতি ও জম্বুর অধিপতি মহারাজার উপযুক্ত যুবরাজগণের সহিত যত শীঘ্র হয় কুমারীগণের পাণিদান কার্য্য সমাধা করুন। শুভস্য শীঘ্রম্। আর বিলম্ব করা উচিত নয়। স্বস্তি, স্বস্তি, স্বস্তি।

জয়। যে আজ্ঞে। ভূদেবগণের আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

মহারাজ দ্বয়ের উত্থান ও প্রণাম। ব্রাহ্মণপণ্ডিত-
গণের প্রস্থান।

তৎক্ষণাৎ দুইজন ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের প্রত্যাবর্ত্তন।

সুচতুরের প্রতি—

মন্ত্রি মহাশয়! আমাদের কিঞ্চিৎ আবেদন আছে।

সুচ। (করজোড়ে) কি বলুন।

১ম ব্রা। আজ্ঞে, সম্প্রতি আমাদের টোলে গুটি ১০ ১২ ছাত্র আরও অধিক হোয়েছেন অতএব বিদায়ের সময়ে যেন আ—আ—পনার—

সুচতু। যে আজ্ঞে ২। তার জন্য আর চিন্তা কি? আমাদের এ দরবারে কাহারও সম্মানের ত্রুটি হবে না।

২য় ব্রা। যে আজ্ঞে—তা—তা—তাই বল্‌চি।

[প্রস্থান।

বিজয়। (জয়সিংহের প্রতি) কেমন মিত্রবর! কার্য্য সকল একপ্রকার ত সম্পূর্ণ হোলো।

জয়। হাঁ তা—বটে, কিন্তু!—

বিজয়। (সাশ্চর্য্যে) কেন কিন্তু আবার কি?

জয়। দেখ, মহারাজ! আমার মন বড় প্রফুল্ল হোচ্চে না। যেপর্য্যন্ত হাতে হাতে সমর্পণ কর্ত্তে না পাচ্চি সেপর্য্যন্ত আমার কিছুতেই বিশ্বাস হচ্চে না। দেখ মিত্র! আমরা তরুলতা ও তনুলতাকে পরীক্ষিত স্বয়ংবরা রূপ পারিতোষিক দিয়ে অবধি এক দিনের জন্যও সুখী হতে পেল্যেম না। প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতিক্ষণে এক প্রকার না এক প্রকার বিপদে পতিত হতে হচ্চে (মুখ প্রত্যাবর্ত্তন) কেমন মন্ত্রিগণ!

মন্ত্রি। যথার্থ কথা মহারাজ! কি জানি কি দৈব

বিড়ম্বনা, এ শুভ কার্য্য আর কোনরূপেই সম্পন্ন হচ্চে না। তা যা হোক্ পৃথ্বীনাথ! আর কোনো বিষয়ে চিন্তা নাই। এবার আপনাদের অনুমত্যনুসারে নির্ব্বিঘ্নে এই কার্য্য সমাপন হবার জন্য এক সহস্র ব্রাহ্মণকে স্বস্ত্যয়নার্থ নিযুক্ত করা হয়েছে। এক্ষণে আমাদের বিবেচনায় আর ক্ষণমাত্র বিলম্ব করা নয়। কাশ্মীরাধিপতি ও জম্বুর অধিপতি মহারাজের মন্ত্রিগণ ও পুরোহিত মহাশয় স্বদেশে প্রতি গমন কচ্চেন। আগামী দিবসেই যাবেন। অতএব মহারাজগণের যদি অনুমতি হয়, ত—এই সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের পুরোহিত মহাশয়ও যান। গিয়া যুবরাজগণকে এবং যুবরাজগণের পিতা মহারাজগণকে একেবারে সমভিব্যাহারে করিয়া আনুন।

বিজ। বেশ্, তবে এই পরামর্শই যুক্তিযুক্ত।

জয়। এখন তবে সভা ভঙ্গ করা যাক্। কিন্তু অদ্যই পুনশ্চ সন্ধ্যার সময়ে ব্যবস্থা করা যাবে।

সুচতু। রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য।

নেপথ্যে সভাভঙ্গসূচক
মঙ্গল বাদ্য—সভাভঙ্গ।

পটপ্রক্ষেপ।

একাদশ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

(জম্বু রাজধানী)

মহারাজ ধনপৎ সিংহ ও মিত্রবর মহারাজ
রঘুপৎ সিংহের সহিত মহাসভা
করিয়া উপবিষ্ট।

(সভা সাজাইবার নিয়ম পূর্ব্ববৎ)

একজন প্রসিদ্ধ বীণকর নুর মহম্মদ খাঁ মধ্যস্থলে
বসিয়া বীণা বাজাইতেছেন।

ধনপৎ। বাঃ ওস্তাৎজী! বাঃ খুব্ আপনে আলাপচারী কিয়া!

নুর মহম্মদের কিঞ্চিৎ উত্থান এবং অবনত
মস্তকে পুনঃ২ সেলাম করণ।

রঘু। ভলা, হম্‌লোককা হিন্দু ভজন ভী এক আদ ঠো য়াদ্ হোগা?

নর। জো হুকুম্—মহারাজ!—অভী গাওতা হুঁ।

(নটনারায়ণ, ষৎ)

"নমামি মহিষাসুরমর্দ্দিনী।

নমামি, নমামি ইষু পালিনী।

মহিষ মস্তক নটন ভেদ, বিনোদিনী, মোদিনী, মালিনী, মানিনী

প্রণত-জন-সৌভাগ্য-দায়িনী।

শঙ্খচক্র শূলাঙ্কৃত পাণি, শক্তি শেল মধুর বাণী।

পঙ্কজ নয়না পন্নগ বেণী, পালিত হিরি গুহং পুরাণী।

শঙ্করার্দ্ধ শরীরিণী— — সমস্ত দৈবতরূপিণী।

কঙ্কণালঙ্কৃতাব্জকরা, নারায়ণী কাত্যায়নী।"

(গান ভঙ্গে)

ধন। বাঃ ওস্তাৎজী বাঃ। (মন্ত্রি প্রতি)

(ওস্তাদের পূর্ব্ববৎ প্রণাম)

দেখ মন্ত্রিন্! তুমি এখনই যাও, ইহাঁকে ১ এক সহস্র মুদ্রা পারিতোষিক প্রদান করগে। আর দেখ, আমাদের কুমারগণের এই শুভ বিবাহে প্রত্যহই যেন ইনি উপস্থিত থাকেন।

দীর্ঘ। রাজাজ্ঞাশিরোধার্য্য! অবশ্য উপস্থিত হবেন।

[দীর্ঘদর্শীর ওস্তাদ জী সমভিব্যাহারে প্রস্থান।

ধন। দেখ বুদ্ধিসাগর!

বুদ্ধি। (কিঞ্চিৎ উত্থিত হইয়া করজোড়ে) আজ্ঞে পৃথ্বীনাথ!

ধন। তোমরা তবে বড় নিশ্চিন্ত থেকো না। স্মরণ আছে ত, এ বিবাহে কত উদ্‌যোগ কর্ত্তে হবে। এ-দিকে বিবাহের দিনও আর বড় অধিক নাই।

বুদ্ধি। আজ্ঞে মহারাজ! এখনও দুই সপ্তাহ আছে। তা হোক, এ অধীন পূর্ব্বসভার ব্যবস্থামত সমস্ত উদ্যোগই প্রায় সম্পূর্ণ করেছে, তার জন্য বিশেষ চিন্তা কি?

ধন (সানন্দে) দেখুন মিত্ররাজ! আপনার মন্ত্রিবর দীর্ঘদর্শী ও আমার বুদ্ধিসাগর যেখানে, সেখানে কোনো ভাবনাই কোর্ত্তে হয় না।

রঘু। তা যথার্থ! (পুরোহিতের প্রতি) কি পুরোহিত মহাশয়!

বিদ্যানিধি। (ব্যস্ত হইয়া অগ্রসর হওন) আজ্ঞে! কি বোল্‌চেন্ অবনীপাল?

রঘু। (সহাস্যে) ভাল, আপনাদের সেই বিচারটা একবার আবার হবে কি?

বিদ্যানি। আজ্ঞে! সে ত শুনেইচেন।

রঘু। দেখুন মহাশয়! আমাদের এই ভাবী বৈবাহিক মহাশয়ের পুরোহিত তর্কচঞ্চু মহাশয় যদি না থাকতেন তা হোলে আমাদের ও আমাদের যুবরাজগণের চিরদুঃখ ও চিরকোপানল চিরকালই হৃদয় মধ্যে সঞ্চালিত হোতো। আপনি কেবল ব্যবস্থাই দিতে পারেন। এরূপ ভয়ানক

বিষয়ে শুদ্ধ ব্যবস্থাই কি খাটে? তা যা হোক্, তর্কচঞ্চু মহাশয় আমাদের সকলকেই চিরবাধিত করেছেন তার আর কোনো সন্দেহ নাই।

তর্ক। আজ্ঞে না না, সে সমুদায়ই মহারাজগণের শুভদৃষ্টি মাত্র!

বিদ্যা। অবশ্য। তার আর সন্দেহ?

(ধনপৎ সিংহের শ্যালক দুঃশলরাওয়ের প্রবেশ।)

শ্রীল শ্রীমহারাজাধিরাজ বীর ভূপালগণের জয় হউক।

দীর্ঘ। (মৃদুস্বরে) কে, মাতুল মহাশয়! আসুন ২ আস্‌তাজ্ঞা হয়। কি বলুন মহাশয়, সংবাদ কি? আজ কাল কেমন, শারীরিক ভাল আছেন ত?

দুঃশ। আজ্ঞে হাঁ। একপ্রকার ঈশ্বরেচ্ছায় সমস্তই মঙ্গল। (উপবেশন)

ধন। কে হে, দুঃশল না কি?—কি সংবাদ? সব মঙ্গল ত?

দুঃশ। আজ্ঞে—সব মঙ্গল বটে কিন্তু—মনটা বড় ভাল নেই।

ধন। কেন হে, তোমার আবার মনটা কে হরে নিলে?

দুঃশ। আজ্ঞে, তা আপনি যা বলুন্ না কেন? কিন্তু—

ধন। কেন হে, কি হোয়েচে ? হঠাৎ এরূপ বিষণ্ণ হলে কেন ?

দুঃশ। আর কিছু নয়, আমার সম্প্রতি এই এক মহৎ চিন্তা হোয়েছে, কুমারগণের পূর্ব্বের ন্যায় পুনশ্চ আবার তরুলতার জন্য বিবাদ না উপস্থিত হয় ? শুন্‌চি নাকি, সেদিনকার মহাসভায় স্থির হোয়েচে, তরুলতার সহিত কুমার বীর সিংহের আর তনুলতার সহিত কুমার রণসিংহের বিবাহ হবে ?

ধন। হাঁ—এইরূপই ত স্থির হয়েছে বটে। কেন, আবার কি কোন কথা উঠেছে ?

দুঃশ। না, না—কথা কি আর উটবে ? তবে কি না আমার বাবাজীর আজ্ কাল্ মনটা আবার কেমন ২ হয়েচে দেক্‌চি, তার জন্যই বড় ভাবনা হয়েচে, আবার কোনো গোলোযোগ না বাধ্‌লে বাঁচি। যা হোক্, এরূপ ব্যবস্থাটা করা বড় ভাল হয় নাই।

রঘু। মহাশয়! আপনি কেন এরূপ মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছেন ? কৈ ? আমাদের কুমারগণের ত এবার সেরূপ ভাব নাই ?

ধন। ছিঃ দুঃশল, তোমার মনটা চিরকালই একরূপ রইল হে ? (সরোষে) ভাল, তোমার তার জন্য এত শিরঃ-পীড়া কি উপস্থিত হয়েছে ?

দুঃশ। যে আজ্ঞে মহারাজ! (উত্থিত হইয়া) এবারও তবে দেখ্‌বেন পরিণামে কি অবস্থা হয়।

[বেগে প্রস্থান।

রঘু। কেমন বন্ধো! এ আবার কি? ইনি ত আ-পনার শ্যালক না, তবে এরূপ অমঙ্গল কথা এঁর মুখ দিয়ে কিরূপে ব্যক্ত হল?

ধন। মিত্রবর! আর সে কথা, এখন এ সভায় কি বোল্‌বো। এর নিগূঢ় অনেক কারণ আছে, তবে এক্ষণে এই মাত্র জেনে রাখবেন ইনি আপনার পুত্রের সম্পূর্ণ বিদ্বেষী। এঁর পুত্রের সহিত আপনার পুত্রের চিরবৈর-ভাবই এরূপ বিদ্বেষের কারণ।

রঘু। যাক্‌, তার জন্য আর ক্ষতি কি? আমার বীর সিংহ কিছু তেমন অবাধ্য পুত্র নয়! বিশেষ আপনার পু-ত্রের সঙ্গে তার আন্তরিক বন্ধুতা। তবে সেবার যে ঐরূপ ঘটনা হয়েছিল তা হঠাৎ দুর্দ্দৈব বশতই বল্‌তে হবে।

ধন। তার আর সন্দেহ কি?

একজন দৌবারিকের প্রবেশ।

মহারাজাধিরাজগণের জয়। (প্রণাম) মহারাজ! রাজধানীর তোরণদ্বারে মহারাজ অযোধ্যাধিপতি আসিয়া উপস্থিত।

[প্রণাম ও প্রস্থান।

ধন। মন্ত্রিবর!

বুদ্ধি। আজ্ঞে মহারাজ!

ধন। অদ্য তবে সভাভঙ্গ করা যাক্। শুন্‌লে ত মহারাজ অযোধ্যাপতি রাজধানীর তোরণদ্বারে উপস্থিত। আমাদের উচিত হচ্চে তাঁহাকে অগ্রসর হয়ে আনয়ন করা। কি বল?

বুদ্ধি। আজ্ঞে, হাঁ অবনীনাথ! তার আর সন্দেহ। চলুন, বাহনাদি সমুদায়ই প্রস্তুত আছে।

ধন। চল তবে।

সকলেরই উত্থান।

সভাভঙ্গ।

পটপরিবর্ত্তন।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

জম্বুরাজ্য। কৃত্রিম কানন।

(মল্লভূমি)

দুইজন সঙ্গী একজন নায়ক—(ওস্তাদ)
সহ কুমার রণসিংহ, ডন্, বইট্‌কী,
নাল উত্তোলন, মুদ্গর ঘূর্ণন, ঝাঁকি বাহন,
লেজম্ ধারণ, পটা পাটন, অসি চালন প্রভৃতি ক্রমশঃ
ব্যায়ামাভ্যাস কার্য্যে অনুরত।

অনেক ক্ষণ ঐরূপ ব্যায়াম করিয়া যখন সকলে ধূলি-
মর্দ্দন করিতেছেন সেই অবস্থায় দুঃশল-
সিংহের প্রবেশ।

রণ। (প্রণাম) আসুন ২ এমন সময়ে যে মামা! ভাল আছেন ত?

দুঃশ। (আশীর্ব্বাদ) হাঁ, ভাল আছি—নাও বটে।

রণ। সে কিরূপ? বাটীর সব মঙ্গল ত?

দুঃশ। তা—তা—মঙ্গল বই কি? তবে কি জান, আমার আজ্‌কাল্‌ মনটা বড় খারাপ হয়ে আছে।

রণ। কেন, কেন,—কি জন্যে? আপনার মন খারাপ্‌ হবে—আমরা থাক্‌তে?

দুঃশ। না—না—আর কিছু নয়—তবে কিনা বাপু আমি,হাজার হোক্‌ দরিদ্র! দরিদ্রের বাপু মঙ্গল কোথায়!

রণ। ওঃ তাই বলুন, আমার ভয়ই হোয়েছিল, তা হোক্‌, এখন কি বলুন, কিছু টাকার আবশ্যক হয়েচে?

দুঃশ। আবশ্যক ব'লে আবশ্যক! অল্প স্বল্প হ'লে ত বাঁচ্‌তেম, নিজেই যেরূপে হয় চালাতাম।

রণ। খুলেই তবে বলুন না মামা! সম্প্রতি কত টাকা আবশ্যক হয়েচে।

দুঃশ। তা বাপু! তোমার পক্ষে বড় বেশী নয়। এই সহস্রখানি।

রণ। আচ্ছা বেশ্—তার জন্য আর আপনার চিন্তা কি?—ভাল মামা! হঠাৎ এত টাকার কি আবশ্যক হোলো?

দুঃশ। না বাপু! সেটী আমি এখন বোল্‌তে পার্‌ব না—কখনই না।

রণ। একি মামা! আমি কি আপনার পর? আমাকে গোপন করা কি উচিত?

দুঃশ। না হে বাপু' না, তোমাকে কি কখন গোপন কর্ত্তে পারি? তবে কি না সপ্তাহকাল আমি ঐ টাকা নিয়ে তোমারই কোন মঙ্গলকার্য্যে ব্রতী হবো। পরে তুমি আপনিই অবগত হবে। এখন কিন্তু সে কথা বলা হবে না। বল্লে, কার্য্যে ব্যাঘাত পড়্‌বে।

রণ। যে আজ্ঞে তবে আসুন। আপনাকে টাকা দেবার জন্য কোষাধ্যক্ষকে অনুমতিপত্র দি গে।

দুঃশ। বেশ্২ চল বাপু চল, তবে আর বিলম্ব ক'রে প্রয়োজন নাই।

রণ। ওস্তাৎজী চলিয়ে তব্

ওস্তাৎ। জো হুকুম, মহারাজ!

[সকলেরই প্রস্থান।

পটপ্রক্ষেপ।

দ্বাদশ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

কাশ্মীর রাজধানী—অন্তর্ব্বাটীর প্রকোষ্ঠ।

রাজমহিষী, কুমার বীরসিংহ, পূর্ণানন্দ সরস্বতী, তৎ শিষ্য প্রেমানন্দ ও পরিচারিকা দ্বয়ের প্রবেশ।

পূর্ণা। মাত! আপনি এই মধ্য স্থানে আসুন। কুমারকে স্পর্শ করে বসুন। আর দেখুন, আমি যে পর্য্যন্ত না বল্‌ব, সেপর্য্যন্ত সাবধান, মুখের আবরণ কখনই মোচন কর্‌বেন না। কিঞ্চিৎ পরেই পূর্ণাহুতি আরম্ভ হবে। সে সময়ে এখানে ভয়ানক কাণ্ড উপস্থিত হবে। কিন্তু সাবধান, আপনি কিছুমাত্র ভয় কর্‌বেন না। আপনি নিশ্চয় জান্‌বেন, আমি থাকৃতে কুমারের এক গাছি কেশও নষ্ট হবে না।

(রাজমাতার উপদিষ্টমত করণ)

বীর। কেমন যোগিন্! অথর্ব্ব বেদোক্ত অভিচার কার্য্যের কি এত বল যে, আমি আপনার ন্যায় সাক্ষাৎ ভূদেবের সন্নিধানে উপস্থিত হয়েও নষ্ট হবো।

পূর্ণ। (কিঞ্চিৎ হাস্য) বাপু! তার আর জিজ্ঞাসা! এখন তুমি মৌনভাবে মাতৃক্রোড়স্থ হও। আর

বড় বিলম্ব নাই। কল্প, কিছুমাত্র ভীত হয়ো না। তোমার রক্ষক সাক্ষাৎ ধর্ম্মই আছেন। আমি ত নিমিত্ত মাত্র।

পরিচারিকাদ্বয়ের গৃহ কোনে উপবেশন।

প্রেমানন্দের দ্বারে উপবেশন।

যোগীর এক মনে মহাদেবের স্তব পাঠ। যথা,—

জয় জয় পুর হর! সুরাসুরবর! দেবজটাধর! দীন দয়াময় ।১।
অনন্তগুণাকর! জ্ঞান দিবাকর! পালিতভূসুর! ত্রিপুর বিদারণ।২।
প্রমথবিরাজিত! নাগজমণ্ডিত! নাগজপণ্ডিত! দিব্য ত্রিলোচন।৩।
বন্ধবিমোচন! সজ্জন রঞ্জন! দুর্জ্জন ভঞ্জন! নতজন লালস। ৪।
নির্ম্মল ভাবদ! বেদবিশারদ! মানব মানদ! পণ্ডিত মণ্ডন। ৫।
ভস্ম বিভূষণ, ভান বিধূনন! ভীম ভয়ার্দ্দন! ভীম পরায়ণ।৬।
ভক্তপরায়ণ! ভানুবিলোচন! ভানুবিলোকন! গিরিজাবন্ধো!।৭।
করুণা সিন্ধো! ভীষয়, ভীষয়, তাপয়, তাপয়,
মর্দ্দয় মর্দ্দয়, মায়িক মেনম্॥ ৮॥

প্রেমা। (স্বগত) বড় বিভীষিকা অত্র

১ম প। (ঐ) নাজানি কি আছে কপালে?

২য় প। (ঐ) শুনিচি এ যোগী নাকি অদ্ভুত বিজ্ঞায়?

একটা ত্রিশির ত্রিপাদ ত্রিহস্ত বিকটদন্ত ভয়ানকদর্শন ভূতের প্রবেশ।

১ম প। ঐ গো ঐ এদিকে যোগি, কে আস্‌চে দেখ।

প্রেমা। স্থির হও, ভয় নাই, আসিলে কি হয়!

(ভূত অগ্রসর হইয়া)

কে তোমরা, কি কারণে এ কুবুদ্ধি বল ?
ছাড়ি দাও বীরসিংহে। কোরো না বিলম্ব।
আছে শিবের সম্মতি, কেন উল্লঙ্ঘিয়া
আদেশ, মরিতে সাধ ? জান না কে শিব ?
নাহি দিস্ মোরে যদি সমানে তনয়,
মছিষি ! হারাবি শেষে নিজেরো জীবন।

প্রেমা। কে তুমি ? অশিবকারী, মিথ্যা বাক্যবাণে
শিব শিব করি শিবা সম চীৎকারিছ ?
সত্বর এস্থান হ'তে করহ প্রস্থান।
যোগী ক্রোধাগ্নিতে কেন পড়িবে বিপদে ?
নিজমাতা করস্পর্শ লভি বীরবর,
নিদ্রিত আছয়ে সুখে। কি সাধ্য তোমার
লইয়া যাও ইহাঁরে—মাতৃক্রোড় হ'তে ?

অনন্তর ভূতের নানাবিধ বিভীষিকা প্রদর্শন
তর্জ্জনগর্জ্জন ও লম্ফপ্রদান।

ভূত। (আচ্ছা) এই তবে চলিলাম, দেখিব তখন
বিক্রম সাহস যত। নিবেদিব যবে
এই বাণী শিবপদে—তখন প্রতুল—

(বেগে প্রস্থান)

প্রেমা। (স্বগত) বাবা ! দেখি ভূতদেহ, কে আছে এমন,
বিকম্পিত, বিমুর্চ্ছিত, না হয় পতন।

অনন্তর কিঞ্চিৎ পরেই অতি লম্বায়মান কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট নাসিকাহীন বিকটদন্ত একটা প্রেতের কর্ত্তিত মনুষ্যমস্তক হস্তে ও মনুষ্য অস্থি মালা গলে প্রবেশ।

প্রেত। দাও ছাড়ি, দাও শীঘ্র বীরসিংহে, এসেছি
দেখ, আমি স্বয়ং এবে বীরভদ্র বীর
যখন। কাহার সাধ্য রক্ষিবে এখন
বীরসিংহ নরে? আমি লইয়া সহায়
প্রলয় পবন, নাশ করিব এখনি।
ভাঙ্গিব পার্থিব গৃহ এই পদাঘাতে। (ভূমিতে পদাঘাত)
(জানেনা) কাঁপায়ে মেদিনী দিব আজি রসাতলে
(গম্ভীরস্বরে) তুচ্ছ এক বনবাসী কপট সন্ন্যাসী,
ছল করি আঁখি মুদি, দেবের প্রধান
বেদের ঈশ্বর শিবে পরাজিবে যোগে?

পুর্ণা। আঃ কি পাপ! থাকে বল্ নাও না হে তুলে।

বীর। নাহি শক্তি আমাদের মাতৃস্পার্শে ছুঁতে;
তাই বুঝি পরিহাস করিতেছে এবে?
(অত্যুচ্চরবে) এখনি চলিনু তবে এ বারতা দিতে।

(বেগে প্রস্থান)

কিয়ৎক্ষণ পরে কেহ ব্যাঘ্র, কেহ বন্যশূকর কেহ ভল্লুক কেহ দানব কেহ শাঁকচিন্নি ইত্যাদি বিবিধ বিকটবেশে একেবারে ১০। ১২ জন ভূত প্রেতের প্রবেশ।

রাজমা। বাবা রে গেলাম্ রে (পতন ও মূর্চ্ছা)

পূর্ণা। ভয় কি? ২ মা ভৈঃ ২

বীরসিংহকে নিজ সমীপে আনয়ন।

যোগী ও শিষ্য ভিন্ন সকলেরই মূর্চ্ছা

পূর্ণা। হায়্ হায়্ সকলেই হোলো অচেতন!
এবে উপায়? উপায় মাত্র ইষ্টধ্যান!

ভূত প্রেতগণের নানাবিধ বিভীষিকা
প্রদর্শন ও প্রস্থান।

ত্রিশূলহস্তে নন্দিভৃঙ্গির প্রবেশ।

নন্দি। কে হে তুমি যোগী! কে হে কপট সন্ন্যাসী!
এত কেন দুঃসাহস? প্রভু বিশ্বনাথ
অনাদি অনন্ত যিনি সর্ব্বমূলাধার,
যাঁহার তৃতীয় নেত্র প্রজ্জ্বলিত হোলে,
নিমেষে দ্বাদশ রবি হয় হে উদয়।
করয়ে সকল ভস্ম, দেখিতে দেখিতে।
কি আশ্চর্য্য হায়্ হায়্—তাঁহার সহিত
তোমা হেন মানবের বিবাদে প্রবৃত্তি!
ছাড় যোগী যোগবল, ছাড় এবে বীরে,
কেন আর ক্ষয় কর বৃথা যোগবল?
এবে বাঁচিবে না কভু শূলি শম্ভু এলে!

পূর্ণা। আছে কি না যোগবল দেখাব পামর!

দেখাইব শিববল, হয় কি না যোগে
দুর্ব্বল, ধর্ম্মের বলে ? সাধ্য কি রে তোর ?
যা চলি, আন্ ডেকে তোর্ প্রভু বিশ্বনাথে।
কি ভয় দেখাস্ মোরে হোয়ে মন্ত্রাধীন ?

নন্দী। দেখা যাবে দেখা যাবে যোগীযোগবল।

[বেগে প্রস্থান।

সগণে বৃষস্কন্ধে আরূঢ় মহাদেবের প্রবেশ। ভূতগণের "বম্" "বম্" নিনাদ, শিঙ্গা, ভেরী, তুরী প্রভৃতি বাদন ও ভয়ানক নৃত্য।

যোগীর স্বস্থানে বসিয়াই প্রণতি ও স্তুতি।

জয় জয় জয় শঙ্কর মহেশ।
জয় জয় বিশ্বেশ্বর ব্যোমকেশ।
জয় অরূপ জয় স্বরূপ ধারী
জয় সর্ব্বরূপ ত্রিভুবনকারী।
জয় ভবানীশ ভব ভয়হর।
জয় ত্রিপুরারি ত্রিপুর শঙ্কর।
জয় বিশ্বনাথ বিশ্ব বিভাবন।
জয় দীননাথ দৈন্যান্ত কারণ।
শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলিন্ !
কুরু কৃপা কৃপাঘন মন্মথারিন্ !

(পুনঃ প্রণতি)

মহাদেব। যোগীন্দ্র! বারতা সব হোয়েছি বিদিত।
কিন্তু মন্ত্রবলে আমি কি করি বাধিত।
অতএব শুন এবে, রাখ মন্ত্রবল।
ছাড় বীরে, ক্ষয় কর কেন যোগবল?
না হবে অন্যথা কভু বেদমন্ত্র গির।
দাও এবে, বর মোরে, বীরসিংহ শির।
দেখ আজি, স্বয়ং আমি আছি উপস্থিত।
আমায় কষ্ট দেওয়া তব কি উচিত?

যোগী। (যুক্তকরে) তব দরশন আজি হয়েছে যখন,
শূলিন্! তাহাই মম যথেষ্ট গৌরব!
আমি কি কীটাণুকীট জীবের অধম!
কি সাধ্য দাসের প্রভো! পারিবে প্রভুকে
দিতে অনায়াসে বর? দেবেশ! বুঝেছি,
ইহাও ছলনা তব অনাদি মায়ার!
কিন্তু হায়_ একি মায়া! কোথা নিরাশ্রয়
জনগণে, দেবগণ প্রাণান্তিক পণে,
করিবেন উপকার; হায়_ ত্রিভুবন
যাঁহার কটাক্ষে হয়, সেই দেবদেব
পাপমন্ত্র বশীভুত হইয়ে, সগণে,
নরশির লইবারে উদ্যত? ঈশান!
তব তত্ত্ব তব মায়া তুমিই হে জান।

কি আশ্চর্য্য! পাপশূন্য প্রাণী বধে তব
জন্মিছে প্রবৃত্তি? তার নিমিত্ত আবার
স্বয়ং এসে উপস্থিত! তবে কেন আর
চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, জল, ধরণী, অনল,
অদ্যাপি স্বভাবে আছে তোমারী নিয়মে?
কেন না অনন্ত রবি উদি একেবারে
করয়ে ভস্মসাৎ সবে অকালে, নির্ভয়ে?
কেননা হোতেছে সব জলে জলময়?
স্নেহ ত্যজি পিতা মাতা কেন না দিতেছে
অকাতরে কালকূট সুখে পুত্রমুখে?

মহা। বুঝিলাম তপোধন! তব তপোবল।
তপোবলে তুমি মোরে করিলে দুর্ব্বল॥
কি করি উপায় এবে বল হে স্বমনে!
যজ্ঞ মধ্যে পূর্ণাহুতি দিতেছে স্বগণে॥
উভয়সঙ্কটে আমি পড়িনু এখন!
রক্ষা কর যুক্তি দিয়ে বেদের বচন॥

যোগী। মম মতে মন্মহেশ! নিবেদি তোমায়
গ্রহণ উচিত তব রণসিংহ শির,
তারি নামেতে সঙ্কল্প, মারয়িতা সেই,
নরাধম, অনায়াসে উদ্যত মারিতে
বন্ধুরে? এখনি লও তার অনায়াসে

শির। নাহি মম বাধা দুষ্টেরে বধিতে।
"যতো ধর্ম্ম স্ততো জয়" রটুক্ জগতে।

মহা। "তথাস্তু" তোমারি বাক্য হউক সফল।

[সগণে প্রস্থান।

যোগী। বাপু প্রেমানন্দ!

প্রেমা। আজ্ঞে!

যোগী। বাপু এক কার্য্য কর ত।

প্রেমা। আজ্ঞে কি বলুন।

যোগী। দেখ বাপু! তুমি এই আমার মন্ত্রপূত জল টুকু লয়ে, সকলের মুখে ও চক্ষুতে সিঞ্চন কর।

প্রেমা। যে আজ্ঞে গুরো।

প্রেমানন্দের তথাকরণ। সকলের চেতনা লাভ।
উত্থিত হইয়া উপবেশন।

যোগী। দেখ মাত! আপনি এখন পরিচারিকার সঙ্গে শয়ন গৃহে গমন করুন! বিপদুদ্ধার কর্ত্তা ভগবানের কৃপায় অদ্য এই বিপদ সমুদ্র হতে উত্তীর্ণ হলেন। আর কোনো চিন্তা কর্‌বেন না। আমি একবার কুমারকে সঙ্গে করে শ্মশানে যাবো।

রা-মা। প্রভো! সত্যই কি তবে আমি কুমারকে আবার পেল্যেম।

যোগী। আজ্ঞে হাঁ আর কোনো চিন্তা নাই। আপনি আর বিলম্ব কর্‌বেন না। গৃহে যান্‌।

রা-মা। যে আজ্ঞে। তবে এই যাই। (প্রণাম) "বাবা! একবার কোলে আয়্‌ বাবা!" বলিয়া সবলে কুমারকে স্নেহালিঙ্গন, অশ্রুপাত ও শিরশ্চুম্বন। এইরূপে পুনঃ ২ করণ।

যোগী। মা! আপনি কথা শুনুন। কুমারকে এক-বার পরিত্যাগ করুন। কুমার এখন আমার সঙ্গে একটু বিশেষ প্রয়োজনে যাবেন।

রা মা। আচ্ছা বাবা। তবে এসো। (কুমারকে পরি-ত্যাগ)

বীর। মা! আশীর্ব্বাদ করুন। (প্রণাম উত্থিত হইয়া সম্মুখে করজোড়ে) আমার আর কোনো অমঙ্গল হবে না। আপনার আশীর্ব্বাদে যখন এই যোগীন্দ্রবরের সঙ্গে যাচ্চি তখন আর ভাবনা কি মা!

রা মা। এসো বাবা! এসো।

পরি। চল, মা! তবে চল।

পরিচারিকাদ্বয়ের সহিত রাজমাতার প্রস্থান।

অপরদিক্‌ দিয়া যোগী, শিষ্য ও বীরসিংহের প্রস্থান।

পট পরিবর্ত্তন।

কাশ্মীর।

জলাশয়—শ্মশান ভূমি।

অনতিদূরে যজ্ঞকুণ্ড।

চারিজন ঋত্বিক্‌ যজ্ঞ কুণ্ডে সঘৃত তিল যব ও

মাংসাদি দ্বারা আহুতি করিতেছেন।

১ম ঋ। কং মহাকাল ভৈরবায় স্বাহা হোং বীরসিংহ মস্তকায় হুং।

২য় ঋ। খং প্রচণ্ড ভৈরবায় স্বাহা হোং বীরসিংহ মস্তকায় হুং।

৩য় ঋ। গং মহারুদ্র ভৈরবায় স্বাহা হোং বীরসিংহ মস্তকায় হুং।

৪র্থ ঋ। ঘং কালাগ্নিরুদ্রায় মহাভৈরবায় স্বাহা হোং বীরসিংহ মস্তকায় হুং।

গৈরিক বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক পরিব্রাজিকা

বেশে দুষ্ট সরস্বতীর প্রবেশ।

পরিব্রা। (একপার্শ্বে দণ্ডায়মান) নহি নহি, ভ্রম হোচ্চে যে দেখ্‌চি! "হোং রণসিংহ মস্তকায় হুং" বল।

১ম ঋ। "বিষ্ণু" কং মহাকাল ভৈরবায় স্বাহা হোং রণসিংহ মস্তকায় হুং।

অন্যান্য ঋত্বিক্‌গণের এক একবার দুষ্ট সরস্বতীর

দৃষ্টিপাত ও ১ম ঋত্বিকের মন্ত্রপাঠে

আকর্ণন করিয়া

২য় ঋ। 'বিষ্ণুঃ' খং প্রচণ্ড ভৈরবায় স্বাহা হৌং রণসিংহ মস্তকায় হুং।

৩য় ঋ। 'বিষ্ণুঃ' গং মহারুদ্র ভৈরবায় স্বাহা হৌং রণসিংহ মস্তকায় হুং।

যোগী, শিষ্য ও বীরসিংহের প্রবেশ।

অপর দিগ্ দিয়া দুষ্ট সরস্বতীর প্রস্থান।

৪র্থ ঋ। 'বিষ্ণুঃ' ঘং কালাগ্নিরুদ্রায় মহা ভৈরবায় স্বাহা হৌং রণসিংহ মস্তকায় হুং।

কতকগুলি ভূতের নাচিতে ২ রণসিংহের ছিন্নমস্তক হস্তে করিয়া প্রবেশ।

যজ্ঞকুণ্ডে প্রক্ষেপ বিকটাকার চীৎকারপূর্ব্বক ভয়প্রদর্শন।

'হায় ২ কি সর্ব্বনাশ ২ কে এমন সর্ব্বনাশ কল্লে।'

বলিতে ২ উন্মত্তের ন্যায় হইয়া দুঃশলরাওয়ের প্রবেশ।

(এবং বেগে ঋত্বিকগণের নিকট গিয়া) 'আজ আমি ব্রহ্মবধ কর্ বো ২' (অত্যুচ্চস্বরে) তার কোনো সন্দেহ নাই। (বলিয়া ঋত্বিকগণের গলায় গামছা দিয়া টানিয়া মধ্যস্থলে আনয়ন পূর্ব্বক) অরে নরাধম বিশ্বাস ঘাতক! তোদের এই কর্ম্ম? তোরা আমার কাছে থেকে এত টাকা নিলি, নিয়ে কিনা আমারই সর্ব্বনাশ কর্লি? হায়২ আচ্ছা এখনি তোদের ঘুষ খাওয়ার প্রতিফল দিচ্চি। ওরে কে আছিস্ রে—

(নেপথ্যে) আজ্ঞে যাই।

দুই জন ভীমমূর্ত্তি প্রহরির প্রবেশ।

দুঃশ। দেখ্‌ তোরা এই বিশ্বাসঘাতক বিট্‌লে ব্রাহ্মণগণকে নিয়ে গিয়ে, হাতে পায়ে শৃঙ্খল দিয়ে, বেঁধে রাখ্‌। দেখিস্‌ খবরদার ছাড়িস্‌নে।

প্রহরীদ্বয়ের ঋত্বিকগণকে গলহস্ত প্রদান করিতে ২ সঙ্গে লইয়া প্রস্থান।

যোগী। (স্বগত) কি সর্ব্বনাশ! আর এখানে থাকা হবে না।

বেগে প্রস্থান। তথা শিষ্যেরও প্রস্থান।

বীর। ওকি? দেখ্‌তে ২ এঁরা যে প্রস্থান কল্লেন!

দুঃশলের রোদন পূর্ব্বক মৃত্তিকায় পতন।

বীর সিংহের নিকটে গমন।

বীর। কেন মামা! কি হোয়েছে? আপনি এমন করে রোদন কচ্চেন কেন? কাণ্ডখানা কি, আপনি হঠাৎ এখানে এলেনই বা কেন?

দুঃশ। আর বাবা! আমার যেমন কর্ম্ম তেমনি হোয়েছে। বাপু! আমি অতি চণ্ডাল, আমি তোমার স্পর্শ যোগ্য নই। হায় ২ রণ রে! উঃ—

বীর। সে কি ২ এ কি হোলো?

দুঃশ। আর—একি হোলো, বাপু, তোমার বন্ধুর রণ-

সিংহের এরূপ অকালমৃত্যুর কারণ আমিই। রণসিংহ আমার কিছুই জানতো না। হায়্২ বীর—বীর—সরে যাও২ আর আমাকে ছুঁওনা।—আমি বড় নরাধম। আমি বড় চণ্ডাল। এ প্রাণ আমি আর রাখ্‌ব না,আমি কি বলে মহারাজকে মুখ দেখাবো ? না, এ কলঙ্কিত মুখ আর কারেও দেখাবো না, না, না, কখনই না। আমার রণও যেখানে গিয়েছে আমিও সেইখানে যাবো—এই চল্যেম। (উত্থিত হইয়া বক্ষে ছুরিকাঘাত ও পতন।) বাপ্ রে, রণ রে ! গেলাম রে, উঁ—উঁ—আঃ (মৃত্যু)

বীর। হায়্২ মামা !—কি কর্‌লেন ২ ? হায়্২ রণসিংহ আমার নেই ! মামা ! নিরপরাধি বন্ধু আমার নাই—সত্যই নাই। হায়্২ কালরূপী যোগীবরই তবে আমারে রক্ষা কর্ত্তে গিয়ে আমার হৃদয় বন্ধুকে নষ্ট কর্‌লেন ! হাঃ হতবিধি ! কালে, যোগিরও আমাদের ন্যায় ভ্রম হোয়ে গেল ! উঃ—মামা ! মামা !

বীর সিংহের বেগে উত্থান ইতস্ততঃ পাদ চালন করিতে২ এবং মধ্যে ২ দণ্ডায়মান হইয়া বিলাপ।

ভাই রণ ! আমার হৃদয়বন্ধু রণ ! ভাই আমি তোমায় মিথ্যে মারয়িত্রা ভেবেছিল্যেম। তোমার নিষ্কলঙ্ক বন্ধুতাতে আমি ব্যর্থ ২ সন্দেহ কোরেছিল্যেম। হাঃ, তোমার পাষণ্ড নরঘাতক মামা যে এই কার্য্যে লিপ্ত ছিল, তা কি অগ্রে

জানতুম্? না—এই যোগীবরই এর প্রতিশোধ নিচ্চেন বলে, স্বপ্নেও ভেবেছিলেম! (কিঞ্চিৎ মৌনভাবে অবস্থিতি) উঃ—প্রিয়তমে তরুলতে! ও আমার বন্ধু প্রিয়ে তনু-লতে! তোমাদের সঙ্গে আর এ মর্ত্ত্যলোকে সুখসঙ্গ হ'ল না। আমরা অগ্রসর হই। (ঊর্দ্ধে দৃষ্টিপাত) ভাই রণ! তুমি আমায় এমনি পাষণ্ড ভেবেছ। আমি তোমায় ছেড়ে তরুলতার সঙ্গ লাভ করে সুখী হবো? ভাই! তোমার সঙ্গ অপেক্ষা তরুলতার সঙ্গ আমার অধিক? মনেও কোরো না (হাঃ হাঃ হাস্য) তুমি মনে কোচ্চো, জগতে সতী স্ত্রীলোকের মত দ্বিতীয় বন্ধু নাই, কারণ, সে, মরে গেলেও সঙ্গে যায়। অন্যে কেহ তা পারে না; বটে, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু আজ জগতে দেখুক্ প্রকৃত বন্ধুতা কাকে বলে, প্রকৃত সৌহার্দ্দ কাকে বলে? (ব্যগ্র হইয়া) ওকি ২! তুমি যে আমার কথা শুনচ না? সেকি! ঐ যে, ঐ, ঐ যে দিব্য বিমানে আরোহণ কোরে আমায় ফাঁকি দিয়ে যাচ্চো, (চীৎকার পূর্ব্বক) না, না, তা হবে না২। বন্ধো! একটু অপেক্ষা কর২। দাঁড়াও—দাঁড়াও—

একেবারে বেগে গিয়া অগ্নিকুণ্ডে ঝম্প প্রদান।
ভূতগণের দুঃশলের মৃতশরীর লইয়া বিকটাকার চীৎকার পূর্ব্বক নৃত্য করিতে ২ প্রস্থান।

যবনিকা পতন॥

বিশেষ বিজ্ঞাপন।

যাঁহারা মৎপ্রকাশিত শ্রীমদ্ভাগবত বা বেদের গ্রাহক শ্রেণীভুক্ত, তাঁহাদের নিকট ইহার মূল্য গৃহীত হইবে না। তবে, তাঁহারা স্বীয় স্বীয় ক্ষমতানুসারে বিবেচনা মত (এই এক গ্রন্থ গ্রহণোপলক্ষে) কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ বেদের সাহায্য প্রদান করিয়া ঔদার্য্য প্রকাশ করিবেন। কিন্তু যিনি যাহা দিবেন তাহা লিখিয়া দিবেন। এবং আমিও তাহা বেদের বা শ্রীমদ্ভাগবতের আবরণপৃষ্ঠে (কবরিংকে) সেই সকল সাহায্যদাতার নাম ধাম সহ প্রকাশ করিয়া কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিব।

বিনীতঃ

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ শর্ম্মা।

মৃণাল নায়িকা।

বা

ষড়্‌রসামোদ নাটক।

বিজ্ঞাপন।

"ষড়্‌রসামোদ নাটক" দ্বিতীয় ভাগে সম্পূর্ণ হইল।

ইহার প্রথম ভাগের মূল্য	॥/০
দ্বিতীয় ভাগের মূল্য	॥/০
দুই ভাগ একত্রে বাঁধান	১৷০
স্বাক্ষরকারীগণের দুইভাগে সমুদায়ে	॥/০
দুই খণ্ডের ডাকমাশুল	৵০

এই নাটক কলিকাতার প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ পুস্তকালয়ে এবং ৩ নং হরিপাল লেন কাব্যপ্রকাশ যন্ত্রে এবং রাধা-বাজার ৯৩ নং প্যারি মোহন শূর এণ্ড কোং কাগজের দোকানে প্রাপ্ত হইবেন।

প্রকাশক,

শ্রীব্রহ্মব্রত সামাধ্যায়ী।